সাপ্তাহিক
আরাফাত
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯৫৭
রেজি নং - ডি.এ. ৬০
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ।

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

- বর্ষ : ৬৪
- সংখ্যা : ২৫-২৬
- বার : সোমবার

- ২০ মার্চ- ২০২৩ ঈসায়ী
- ০৬ চৈত্র- ১৪২৯ বাংলা
- ২৭ শা'বান- ১৪৪৪ হিজরি

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক
আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

সহযোগী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী

ব্যবস্থাপক
মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে.এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

সম্পাদনা পরিষদ
অধ্যাপক ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী

যোগাযোগ

সাপ্তাহিক আরাফাত
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা ৩নং গেইট, ঢাকা-১২০৪।

সম্পাদক	:	০১৭৬১৮৯৭০৭৬	বিপণন অফিসার	: ০১৯৩৩৩৫৫৯১০
সহযোগী সম্পাদক	:	০১৭১৬৯০৬৪৮৭	কম্পিউটার বিভাগ	: ০১৯৩৩৩৫৫৯০৭
ব্যবস্থাপক	:	০১৯৩৩৩৫৫৯০১	টেলিফোন	: ০২-৭৫৪২৪৩৪

মূল্য : ২৫/- (পঁচিশ) টাকা মাত্র।

weeklyarafat@gmail.com
jamiyat1946.bd@gmail.com
www.weeklyarafat.com
www.jamiyat.org.bd
Shaptahik Arafat

مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش

٩٨ نواب فور، داكا-١١٠٠.

الهاتف : ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال : ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١

المؤسس : العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)

الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة :

الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)

الرئيس الحالي لمجلس الإدارة :

الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعال)

رئيس التحرير : أ/أبو عادل محمد هارون حسين

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক	সান্মাসিক
বাংলাদেশ	৭০০/-	৩৫০/-
দক্ষিণ এশিয়া	২৮ U.S. ডলার	১৪ U.S. ডলার
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
সিঙ্গাপুর	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
মধ্যপ্রাচ্য	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াসহ পশ্চিমা দেশ	৫০ U.S. ডলার	২৬ U.S. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৪০ U.S. ডলার	২০ U.S. ডলার

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

বংশাল শাখা : (সঞ্চয়ী হিসাব নং- ১৩৩৫৯)

অনুকূলে **জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে** প্রেরণ করা যাবে।

অথবা

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

অফিসের বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫

নম্বরে বিকাশ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, বিকাশে অর্থ পাঠানোর পর কল করে নিশ্চিত হোন!

সূচিপত্র

- ✍ **সম্পাদকীয়** ০৩
- ✍ **আল কুরআনুল হাকীম :**
  - ❖ **আসছে তাক্বওয়া অর্জনের সুবর্ণ সুযোগ!**
    আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ- ০৪
- ✍ **প্রিয় নবী (ﷺ)-এর প্রিয় কথা** ০৯
- ✍ **প্রবন্ধ :**
  - ❖ **মাহে রামাযান আত্মশুদ্ধির সঠিক সময়**
    অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম- ১০
  - ❖ **জান্নাত : অফুরন্ত নিয়ামতে ভরপুর**
    অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের- ১৬
  - ❖ **সওমে রামাযান : জরুরি মাসায়েল**
    মুহাম্মাদ আমিনুল ইসলাম- ১৯
- ✍ **সাহাবা-চরিত :**
  - ❖ **'উসমান ইবনু আফ্ফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)**
    আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী- ২৩
- ✍ **ক্বাসাসুল হাদীস :**
  - ❖ **শহীদ, 'আলেম ও দানবীরের পরিণাম যখন জাহান্নাম**
    গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ২৬
- ✍ **বিশেষ মাসায়িল** ২৭
- ✍ **সমাজচিন্তা :**
  - ❖ **মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চরিত্র শিক্ষার নানান দিক**
    মো. আরিফুর রহমান- ৩০
- ✍ **কিশোর ভূবন :**
  - ❖ **মহান আল্লাহর উপর ভরসা**
    আবু তাসনীম- ৩৩
- ✍ **কবিতা** ৩৪
- ☐ **স্বাস্থ্য-সচেতনতা** ৩৫
- ✍ **ফাতাওয়া ও মাসায়েল** ৩৭
- ☐ **প্রচ্ছদ রচনা** ৪৪

সম্পাদকীয়

এবারের মহাসম্মেলন আগামীর মাইলফলক

সফল পরিসমাপ্তির মধ্য দিয়ে এ দেশের সর্বপ্রাচীন ও বৃহত্তম তাওহীদী সংগঠন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো– ফালিল্লাহিল হাম্দ। প্রথম দিন (০৯ মার্চ বৃহস্পতিবার) সালাতুয যুহরের অব্যবহিত পর হতেই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা তাওহীদী জনতার ঢল নামে ঢাকার অদূরে বাইপাইল অভিমুখে। বরেণ্য ইসলামী স্কলার, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক সালাফীর সভাপতিত্বে এক ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে বাদ 'আসর থেকে শুরু হয় মহাসম্মেলনের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম। উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি, এরপর স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন মহাসম্মেলন বাস্তবায়ন কমিটির যুগ্ম-আহ্বায়ক ও কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম। উপস্থিত জনতার মাঝে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা। একদিকে দেশ-বিদেশের খ্যাতিমান আলোচকদের মুখনিঃসৃত মূল্যবান আলোচনা শোনার ব্যাকুলতা, অপরদিকে জমঈয়তের নিজস্ব সম্পত্তিতে প্রায় অর্ধশত বিঘা জমির উপর নির্মিত এমারতসমূহের একনজর অবলোকন– যেখানে সগৌরবে চলছে জমঈয়তের কেন্দ্রীয় ইয়াতিমখানা ও আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী (রাহিমাহুল্লাহ) মডেল মাদরাসার শিক্ষা কার্যক্রম। এতদ্ব্যতীত রয়েছে ইন্টারন্যাশনাল ইসলামি ইউনিভার্সিটি অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজির নির্মাণাধীন ভবন।

প্রথমদিন মূল্যবান আলোচনা পেশ করেন সৌদি ধর্মমন্ত্রণালয়ের বিশিষ্ট দাঈ শাইখ মাহির বিন যফির আল কাহতানী, নেপাল জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি শাইখ আব্দুল হাই মুহাম্মদ হানীফ মাদানী এবং কেন্দ্রীয় জমঈয়তের নেতৃবৃন্দসহ ইসলামী স্কলারগণ। দ্বিতীয়দিন (১০ মার্চ) শুক্রবার জুমু'আর সালাতের পূর্বেই মহাসম্মেলনের চত্বরসহ আশপাশের খোলা জায়গা কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়। লক্ষাধিক তাওহীদী জনতার পদচারণায় মুখরিত হয়ে ওঠে মহাসম্মেলন প্রাঙ্গণ। জুমু'আর খুতবাহ্ প্রদান করেন শাইখ মাহির বিন যফির আল কাহতানী। সালাত শেষে তাঁর প্রদত্ত এ আরবি খুতবার সার সংক্ষেপ ভাবানুবাদ করেন কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী।

সম্মেলন বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক, বিশিষ্ট সমাজসেবক আলহাজ্জ আওলাদ হোসেন-এর তত্ত্বাবধানে দ্বিতীয়দিন প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র ও কেন্দ্রীয় জমঈয়তের উপদেষ্টা আলহাজ্জ মোহাম্মদ সাঈদ খোকন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন অল ইন্ডিয়া জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি শাইখ আসগার আলী আস সালাফী আল মাদানী, জর্ডানের প্রখ্যাত দাঈ শাইখ ড. উসামা আতায়া আল উতাইবী-সহ দেশ-বিদেশের খ্যাতমান ইসলামী স্কলারগণ।

এবারের মহাসম্মেলন বেশ কিছু কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমতঃ প্রোটোকল জটিলতায় হারামাইন শরীফাইনের ইমাম মহোদয়কে আমন্ত্রণ জানানোর প্রক্রিয়াটি বিলম্বিত হওয়ায় অন্যান্য বিদেশি অতিথিগণকে নিয়ে স্বল্প সময়ের মধ্যেই এ মহাসম্মেলন আয়োজন করতে হয়েছে। স্বল্প সময়ের আয়োজনে লাখো জনতার উপস্থিতি নিঃসন্দেহে মহান প্রভুর মদদ, অতঃপর সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফসল। দ্বিতীয়তঃ ইতোপূর্বে যারা বিচ্ছিন্নতাবাদি সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন, তাদের অনেকেই নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে পুনরায় আপনগৃহে প্রত্যাবর্তন করেছেন এবং করছেন। তাদের জন্য এই মহাসম্মেলনটি ছিল একটি আলোকবর্তিকাসদৃশ। তৃতীয়তঃ আলোচকবৃন্দের আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে জমঈয়তের বহুমুখী কার্যক্রমের ডকুমেন্টরি প্রদর্শন করা হয়েছে। এতে উপস্থিত আম জনতা হর্ষোৎফুল্ল হয়ে জমঈয়তের সাথে নিজের সম্পৃক্ততা আরো দৃঢ় করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। চতুর্থতঃ শত ব্যস্ততা উপেক্ষা করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসা আম জনতার উপস্থিতি উত্তরোত্তর আহলে হাদীসদের সংখ্যা বৃদ্ধির পরিচায়ক, যা আগামীর জন্য মহাসাফল্যের বার্তা। এককথায় এবারের মহাসম্মেলন আগামীর জন্য একটি মাইলফলক।

বছরপরিক্রমায় পাপমুক্তির মিশন নিয়ে মাহে রামাযান আবারো আমাদের মাঝে সমাগত। মহাসম্মেলনের আমেজ শেষ না হতেই মাহে রামাযানের আমেজে আমরা সিক্ত হতে যাচ্ছি। পূর্বের ন্যায় এই রামাযানেও বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের দাওয়াহ্ ও তাবলীগী কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। সিয়াম, কিয়াম, তিলাওয়াহ, সাদাক্বাহ্ প্রভৃতি ইবাদতের প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদানের পাশাপাশি আমরা জমঈয়তের কর্মসূচি বাস্তবায়নেও সদাতৎপর থাকব ইনশা-আল্লাহ।

আসুন! এই রামাযানে আমরা হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-মোহ, পরচর্চা-পরশ্রীকাতরতা, অশ্লীলতা প্রভৃতি ত্যাগ করে আত্মসমালোচনার প্রতি মনোনিবেশ করি। ফর্য 'ইবাদতের পাশাপাশি নফল 'ইবাদতসমূহের প্রতি মনোযোগী হই– এতে আমাদের নাফস হবে কলুষমুক্ত এবং ইহ-পরকালীন জীবন হবে ধন্য। ❑

আল কুরআনুল হাকীম

আসছে তাক্বওয়া অর্জনের সুবর্ণ সুযোগ!

–আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ*

আল্লাহ তা'আলার বাণী

﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ﴾

বাক্য/শব্দার্থ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا -হে বিশ্বাসীগণ!, كُتِبَ عَلَيْكُمُ - তোমাদের উপর বিধিবদ্ধ করা হলো, الصِّيَامُ -সিয়াম সাধনাকে, كَمَا -যেমন, كُتِبَ -বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল, عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ -তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, لَعَلَّكُمْ -যাতে করে, تَتَّقُوْنَ -তোমরা তাক্বওয়া অর্জন করতে পারো।

সরল বঙ্গানুবাদ

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদেরকে সিয়ামের (রোযার) বিধান দেওয়া হলো যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীদের দেওয়া হয়েছিল। যাতে তোমরা তাক্বওয়া অর্জন করতে পারো।"[১]

বিষয়বস্তু ও অবতরণের প্রেক্ষাপট

দরসে বর্ণিত আয়াতটি সূরা আল বাক্বারাহ্'র ১৮৩ নং আয়াত। সূরা আল বাক্বারাহ্ কুরআনুল কারীমের একটি বৃহত্তম সূরা। এ যেন কুরআনুল কারীমের সংক্ষিপ্তরূপ। এ সূরাতে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রায় সকল দিক-নির্দেশনা রয়েছে। রয়েছে সালাত, সিয়াম ও যাকাতের বিধি-বিধান। এ সূরার অধিকাংশ আয়াত হিজরতের পর মদীনায় নবীজি (ﷺ)-এর উপর অবতীর্ণ হয়। কয়েকটি আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হলেও বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্যতার কারণে এ সূরায় এগুলো শামিল হয়েছে। এই সূরাটি মাদানী সূরা হিসেবে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত।

আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীর

﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا﴾

অর্থ : "হে বিশ্বাসীগণ!"

কুরআনুল কারীমের একটি অসাধারণ বর্ণনা রীতি হলো– প্রয়োজন অনুসারে কোনো একটি বিশেষ সম্প্রদায় কিংবা সমগ্র মানবমণ্ডলীকে সম্বোধন করা। আলোচ্য আয়াতাংশে ﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا﴾ **অর্থ :** হে বিশ্বাসীগণ!" বলে মু'মিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই বুঝা যায় এখানে আল্লাহ সুবহা-নাহু তা'আলা মু'মিনদেরকে একটি বিশেষ হুকুম (বিধান) দিতে চান। যা মু'মিনরা পালন করতে প্রস্তুত থাকবে। আমরা এ বিধান সম্পর্কে জানার পূর্বে মু'মিনদের পরিচয় জানার চেষ্টা করব। স্বয়ং আল্লাহ সুবহা-নাহু তা'আলা মু'মিনদের পরিচয় দিচ্ছেন এভাবে–

﴿اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ﴾

অর্থ : "নিশ্চয়ই তারাই মু'মিন যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে এবং তাতে তারা সন্দেহ পোষণ করে না। আর তারা জীবন ও সম্পদ দিয়ে সর্বোচ্চ চেষ্টা (জিহাদ) করে।"[২]

সুতরাং বুঝা যায়, আল্লাহ সুবহা-নাহু তা'আলা যখন মু'মিনদেরকে সম্বোধন করে কোনো বিধান নাযিল করেন, তখন মু'মিনরা এটিকে আল্লাহপ্রদত্ত বিধান বলে যথোপযুক্ত মূল্যায়ন করতঃ তা পালন করতে সর্বান্তকরণে চেষ্টা করে।

---

* *প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, জা'মেআ দারুল ক্বোরআন, ঢাকা, বাংলাদেশ।*

[১] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৮৩।*

[২] *সূরা আল হুজুরা-ত : ১৫।*

সিয়ামের বিধান

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾

অর্থ : "তোমাদেরকে সিয়ামের (রোযার) বিধান দেওয়া হলো।"

সিয়ামের এ বিধানটি আল্লাহ সুবহা-নাহু তা'আলা كُتِبَ শব্দটি দিয়ে আবশ্যিক করেছেন। চিন্তাশীলদের জন্য এখানে অনেক ভাবনার বিষয় লুকিয়ে আছে। এই একটি শব্দ– একটি গ্রন্থসদৃশ। এতে রয়েছে সিয়ামের বিশেষ গুরুত্ব ও তাৎপর্যের ইশারা। শব্দটি সিয়ামকে অনেক বেশি তাৎপর্যবহ করে অন্যান্য বহু নির্দেশ হতে এটিকে একটি ভিন্নমাত্রায় সংযোজন করেছে। এ বিধান শুধু আমাদের উপরেই নয়; বরং পূর্ববর্তীদের উপরেও অনুরূপ বিধান ছিল। আল্লাহ সুবহা-নাহু তা'আলা বলেন–

﴿كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾

অর্থ : "যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীদের দেওয়া হয়েছিল।"

এই বিধানটি হলো– সর্বজনবিদিত। এর মাধ্যমে বিধানটির গুরুত্ব বুঝানোর সাথে সাথে এটাও বুঝানো হয়েছে যে, বিধানটি কঠিন হলেও পূর্ণরূপে আদায় করা সম্ভবপর।

صوم\صيام-এর সংজ্ঞা

صوم\صيام শাব্দিক অর্থ বিরত থাকা। কেউ কেউ এর প্রমাণ হিসেবে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি উপস্থাপন করেন।

﴿إِنِّيْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا﴾

অর্থ : "আমি দয়াময়ের উদ্দেশ্যে রোযা মানত করেছি।"[৩]

এখানে صَوْمًا শব্দটি কথা-বার্তা হতে বিরত থাকার অর্থে ব্যবহার হয়েছে। হাফেয ইবনু হাজার আসকালানী صوم-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ করেছেন নিম্নরূপ–

إمساك مخصوص فى زمن مخصوص من شيئ مخصوص بشرائط مخصوصة.

অর্থ : নির্দিষ্ট সময়ে সুনির্দিষ্ট শর্তাবলির ভিত্তিতে নির্দিষ্ট কতিপয় বস্তু হতে বিরত থাকার নাম রোযা।[৪]

আল্লামা রাগেব ইস্পাহানি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : صوم শব্দের অর্থ হলো– কোনো কাজ হতে বিরত থাকা। এ জন্য যে ঘোড়া চলা হতে বিরত থাকে তাকে 'সায়েম' বলা হয়। পারিভাষিকভাবে صوم শব্দের অর্থ হলো শরিয়তের দায়িত্বপ্রাপ্ত মুকাল্লাফ ব্যক্তি ফজর থেকে নিয়ে মাগরিব পর্যন্ত নিয়তের সঙ্গে পানাহার ও যৌন কামনা বাসনা থেকে বিরত থাকা এবং ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করা হতে নিবৃত্ত থাকা।

শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল উসাইমিন صوم বা রোযার সংজ্ঞা বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেন,

هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

অর্থ : সুবেহ সাদেক থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও সর্বপ্রকার রোযা ভঙ্গকারী বস্তু হতে বিরত থাকার মাধ্যমে 'ইবাদত করাকে রোযা বলে অভিহিত করা হয়।

তাক্বওয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

আয়াতের শেষাংশে لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ বলে সিয়ামের মূল লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে তাক্বওয়া অর্জনকে। তাক্বওয়া মানুষকে সম্মানিত করে। আল্লাহ সুবহা-নাহু তা'আলা বলেন–

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ﴾

অর্থাৎ- "নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সেই সম্মানিত যার মধ্যে বেশি তাক্বওয়া রয়েছে।"[৫]

[৩] *সূরা মারইয়াম : ২৬।*

[৪] *ফাতহুল বারী- ৪/১৩২, মা. শা., ২/৭৫৮।*

[৫] *সূরা হুজুরা-ত : ১৩।*

আর এই তাক্বওয়া যার মধ্যে রয়েছে আল্লাহ সুবহা-নাহু তা'আলা ধারণাতীত উৎস থেকে তার রিযিকের ব্যবস্থা করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾

অর্থাৎ- "আর যে তাক্বওয়ার পথে চলে আল্লাহ তার জন্য জীবন চলার পথ বের করে দেন আর ধারণাতীত জায়গা থেকে তার রিযিকের ব্যবস্থা করেন।"[৬]

যারা এই তাক্বওয়া অর্জন করে আল্লাহ তা'আলা তাদের যাবতীয় কাজ-কর্ম সহজ করে দেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَمَنْ يَّتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا﴾

অর্থাৎ- "আর যে আল্লাহকে ভয় করে তিনি তার কাজ সহজ করে দেন।"[৭]

যারা ঈমান ও তাক্বওয়া অবলম্বন করে চলে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা উভয় জগতের সুসংবাদ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ كَانُوْا يَتَّقُوْنَ لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ﴾

অর্থাৎ- "আর যারা ঈমান ও তাক্বওয়া অবলম্বন করে চলে তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের সুসংবাদ।"[৮]

মুত্তাক্বীদের জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাত তৈরি করে রেখেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمٰوٰتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ﴾

অর্থাৎ- "আর জান্নাত, যার প্রশস্ততা আকাশ-পৃথিবীর সমান এটি আল্লাহ মুত্তাক্বীদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন।"[৯]

আর আল্লাহ সুবহা-নাহু তা'আলা এই তাক্বওয়া অর্জনের সুযোগ করে দিয়েছেন বিভিন্ন 'ইবাদতের মাধ্যমে। যেমন- সালাতের মাধ্যমে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى﴾

অর্থাৎ- "আর তোমার পরিবার-পরিজনকে নামাযের নির্দেশ দাও এবং তাতে অবিচল থাক, আমি তোমার কাছে রিযিক চাই না; বরং তোমাকে আমি রিযিক দেই আর শেষ পরিণাম তো তাক্বওয়া অর্জনকারীর।"[১০]

কুরবানিতেও রয়েছে তাক্বওয়ার পরীক্ষা। আল্লাহ তা'আলা তা'আলা বলেন–

﴿لَنْ يَّنَالَ اللهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ﴾

অর্থাৎ- "আল্লাহর কাছে কুরবানির পশুর গোস্ত ও রক্ত পৌঁছায় না, পৌঁছায় তোমাদের তাক্বওয়া।"[১১]

এই তাক্বওয়া অর্জনের সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে মাহে রামাযানে।

তাক্বওয়ার সংজ্ঞা

তাক্বওয়া শব্দটি আরবী **وقي** মূলধাতু থেকে নেওয়া হয়েছে। যার অর্থ বেঁচে থাকা, ভয় করা, সাবধান হওয়া। তাক্বওয়া বলতে আল্লাহ ভীতিকে বুঝায়। তাই মহান আল্লাহর ভয় ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যাবতীয় নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকার নামই তাক্বওয়া।

উবাই ইবনু কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উবাই ইবনু কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে তাক্বওয়া সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আপনি কী কণ্টকাকীর্ণ পথে চলেন? তিনি জবাবে বলেন, হ্যাঁ। উবাই ইবনু কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'তখন আপনি কিভাবে চলেন? তিনি বলেন, খুব সতর্কতার সঙ্গে কাঁটার আঁচড় থেকে শরীর ও কাপড় বাঁচিয়ে চলি। উবাই ইবনু কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এটাই তাক্বওয়া।'[১২]

---

[৬] *সূরা আত্ ত্বালা-ক্ব : ২-৩।*
[৭] *সূরা আত্ ত্বালা-ক্ব : ৪।*
[৮] *সূরা ইউনুস : ৬৩-৬৪।*
[৯] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১৩৩।*
[১০] *সূরা ত্ব-হা : ১৩২।*
[১১] *সূরা আল হাজ্জ : ৩৭।*
[১২] *তাফসীর খাযেন- পৃ. ২৮; মা'আলিমুত তানযীল- পৃ. ৩৫।*

মুত্তাকীর পারিভাষিক সংজ্ঞায় কাজী নাসিরুদ্দীন বায়যাবী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, "শরিয়তের পরিভাষায় মুত্তাকী বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যিনি নিজেকে এমন সব কিছু থেকে রক্ষা করেন, বাঁচিয়ে রাখেন, যা তাকে পরকালে ক্ষতির সম্মুখীন করবে।"[১৩]

আবু মুহাম্মদ আল হুসাইন ইব্ন মাস'ঊদ আল বগবী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, "মুত্তাকী ঐ ব্যক্তি, যিনি শির্ক, কবীরা গুনাহ ও সকলপ্রকার অশ্লীলতা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখেন। মুত্তাকী শব্দটি আল ইত্তিকাউ থেকে নির্গত। এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে দু'বস্তুর মাঝখানের অন্তরাল-দেয়াল। যেমন- এক হাদীসে আছে, সাহাবায়ে কিরামের উক্তি– "যুদ্ধক্ষেত্রে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হলে আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে আড়াল করে থাকতাম। অর্থাৎ- যখন যুদ্ধের তীব্রতা বেড়ে যেত তখন আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে আমাদের ও শত্রুদের মাঝখানে অন্তরায় করে রাখতাম। সুতরাং মুত্তাকী মহান আল্লাহর আদেশ পালন এবং তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকাকে তার এবং মহান আল্লাহর শাস্তির মাঝখানে অন্তরায় তৈরি করে বলেই তাকে মুত্তাকী বলা হয়।[১৪]

আল্লামা জারুল্লাহ যামাখশারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, "ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় মুত্তাকী হলো ঐ ব্যক্তি, যে নিজ সত্তাকে রক্ষা করে এমন বিষয় থেকে, যার জন্য সে শাস্তির উপযোগী হয়ে যায়; সেটি করণীয় হোক বা বর্জনীয়।[১৫]

ইমাম গাজালি (রাহিমাহুল্লাহ)-এর মতে, মহান আল্লাহকে ভয় করে যাবতীয় মন্দ ও খারাপ কাজ বর্জন করে যাবতীয় ভালো ও উত্তম কাজকে নিজের জীবনে গ্রহণ করার নামই তাক্বওয়া।

[১৩] *কাযী নসির উদ্দীন 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার ইবনে মুহাম্মদ আল-বায়যাবী (রহিমাহুল্লাহ), আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারুত তাবীল ওরফে তাফসীর বায়যাবী, দেওবন্দ, আল মাকতাবা আল আশরাফিয়া- পৃ. ১৬।*

[১৪] *আবূ মুহাম্মদ আল হুসাইন ইবনু মাস'ঊদ আল-বগভী (মৃ. ৫১০ হি.), মা'আলিমুত তানযীল ফিত তাফসীর ওয়াত্ তাবীল, বৈরুত, দার আল ফিক্‌র, ১৯৮৫, খণ্ড ১, পৃ. ৩৫।*

[১৫] *আবুল কাশিম জারুল্লাহ মাহমূদ ইবনু 'উমার আল যামাখশারী, আল-কাশশাফ 'আন হাক্বায়িক্বি আল তানযীল ওয়া 'উয়ূনি আল আক্বাবীল ফী ওযূহি আল তাবীল- খণ্ড : ১, পৃ. ৩৭।*

রামাযানে তাক্বওয়া অর্জনের সুবর্ণ সুযোগ

সংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তাক্বওয়া অর্জন ও মহান প্রভুর সান্নিধ্য ও সন্তোষ অর্জনের সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে আগমন করে সিয়াম সাধনার মাস পবিত্র রামাযান। একটু সচেতন হলেই এই মাসে আমরা তাক্বওয়ার অনুশীলন করতে পারি। তাক্বওয়া মানুষকে পাপ থেকে দূরে রাখে এবং সৎকাজে অনুপ্রাণিত করে। তাক্বওয়া অর্জনের জন্য যে সকল বিষয়গুলো খুবই জরুরি সে বিষয়গুলোই আমরা মাহে রামাযানে প্রতিনিয়ত করে থাকি। নিম্নে তার কয়েকটি উপস্থাপন করা হলো–

জীবন বদলের দৃঢ় সংকল্প : তাক্বওয়া অহংকারী মানুষকে বিনয়ী করে। পাপাত্মাকে পুণ্যাত্মায় পরিবর্তীত হতে উদ্বুদ্ধ করে। মাহে রামাযানে আমরা একটু চেষ্টা করলেই বিনয়ী ও পুণ্যবান হতে পারি। জীবন বদলের দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করতে পারি। রামাযান এলে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত ক্রিয়া-কর্মের রুটিন পরিবর্তন করে থাকি। রামাযানের রুটিনটি যদি আমরা সবসময় অনুসরণ করি তবেই তো আমরা আমাদের জীবন বদলাতে পারব। চলতে পারব তাক্বওয়ার পথে। আসুন! সামনের রামাযান থেকেই আমরা আমাদের জীবন বদলের চেষ্টা করি।

পাপাচার ও সীমালংঘন মুক্ত জীবনের অনুশীলন : মাহে রামাযানে আমরা পাপাচার ও সীমালংঘন মুক্ত জীবনের অনুশীলন করে থাকি। কেননা পাপাচারে লিপ্ত থেকে সিয়াম সাধনা করলে সে সিয়াম আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করেন না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন–

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِيْ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা এবং সে অনুযায়ী কাজ করা ছাড়তে পারল না তার খাদ্য-পানাহার ছাড়ার কোনো প্রয়োজন নেই।[১৬]

পাপ ছেড়ে দিয়ে আমরা যেমন সিয়াম সাধনা করি। ধারাবাহিকভাবে সবসময়ে এটি অনুশীলনের মাধ্যমে

[১৬] *সহীহুল বুখারী- পর্ব : ২৩/সাওম, পরিচ্ছেদ : ১৯১/সাওম পালনের সময় মিথ্যা বলা ও সে অনুযায়ী 'আমল বর্জন করা, হা. ১৭৮২।*

আমরা পরিশুদ্ধতা অর্জন করতে পারি, যা তাক্বওয়া অর্জনের মূল সহায়ক।

ইখলাসের সঙ্গে মহান আল্লাহর 'ইবাদত করা : ইখলাসের সঙ্গে মহান আল্লাহর 'ইবাদত মানুষকে মুত্তাক্বী বানায়। মাহে রামাযানে আমরা তো ইখলাসের সঙ্গে অনেক 'ইবাদত করে থাকি। যেমন- সিয়াম সাধনা, ক্বিয়ামুল লাইল (তারাবী বা তাহাজ্জুদ) ও লাইলাতুল ক্বদর উদ্‌যাপন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন–

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি ঈমান ও ইহতিসাবের সাথে (তথা ঈমান ও ইখলাসের সাথে সওয়াবের আশায়) রামাযানের রোযা রাখবে, তার অতীত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।[১৭]

তিনি আরো বলেন–

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

অর্থাৎ- যে ব্যাক্তি রামাযানের রাতে সওয়াবের আশায় রাত জেগে 'ইবাদত করে, তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।[১৮]

তিরি আরো বলেন–

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

অর্থাৎ- যে ব্যাক্তি লাইলাতুল ক্বদরে ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রাত জেগে 'ইবাদত করে, তাঁর পেছনের সমস্ত গুনাহ মাপ করা হবে। আর যে ব্যক্তি ঈমানসহ সওয়াবের আশায় রামাযানে সিয়াম পালন করবে, তাঁরও অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করা হবে।[১৯]

এই রকম সবসময় যদি আমরা আমাদের 'ইবাদতগুলো ইখলাসের সাথে করে থাকি তাহলেই আমরা চলতে পারব তাক্বওয়ার পথে।

কুরআন শিক্ষা করা : রামাযান মাসের একটি বৈশিষ্ট্য হলো– এ মাসে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কুরআন নাযিল করেছেন। কুরআন হলো মুত্তাক্বীদের পথপ্রদর্শক। এ মাসে প্রায় সকল মুসলিমই কুরআন পাঠের চেষ্টা করে। বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত এ মাসের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। এই কুরআন পাঠ থেকে যদি আমরা শিক্ষা নিয়ে নিজেদের জীবন পরিচালনা করতে পারি তাহলেই আমরা মুত্তাক্বী হতে পারব।

জাগতিক লোভ-লালসা উপেক্ষা করার শিক্ষা : মুত্তাক্বীদের বৈশিষ্ট্য হলো– ওরা জাগতিক লোভ-লালসা উপেক্ষা করে সদা-সর্বদা হিদায়াতের উপর অবিচল থাকার চেষ্টা করে। রোযাদার ব্যক্তিগণও সারাদিন জাগতিক লোভ-লালসার ঊর্ধ্বে থেকে সিয়াম সাধনা করে। সুতরাং রোযাদারদের পক্ষে তাক্বওয়ার পথে চলা সহজ।

সুবিচার বা ইনসাফ : পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ﴾

"তোমরা সুবিচার করো। কেননা তা তাক্বওয়ার নিকটবর্তী।"[২০]

আমরা যদি মাহে রামাযান থেকে দুঃস্থ অসহায় মানুষের ক্ষুধার যন্ত্রণা উপলব্ধি করে তাদের উপর ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারি। তবেই তো আমরা আমাদের কাঙ্খিত সেই তাক্বওয়া অর্জন করতে পারব।

হে আল্লাহ! এই রামাযান মাসে আপনি আমাদের যাবতীয় ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করুন। আল-কুরআনের শিক্ষায় তাক্বওয়া অবলম্বন করতঃ জান্নাতের পথে চলার তাওফীক্ব দান করুন –আমীন, সুম্মা আমীন। ❑

---

[১৭] *সহীহুল বুখারী- পর্ব : ২৩/সাওম, পরিচ্ছেদ : ১১৮৯/যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় সিয়াম পালন করে, হা. ১৭৮০।*

[১৮] *সহীহুল বুখারী- পর্ব : ২/ঈমান, পরিচ্ছেদ : ২৭/রমাযানের রাতে নফল 'ইবাদত ঈমানের অঙ্গ, হা. ৩৬।*

[১৯] *সহীহুল বুখারী- পর্ব : ২৩/সাওস, পরিচ্ছেদ : ১১৮৯/যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় সিয়াম পালন করে, হা. ১৭৮০।*

[২০] *সূরা আল মায়িদাহ্ : ৮।*

প্রিয় নবী (ﷺ)-এর প্রিয় কথা

প্রিয় নবী মুহাম্মদ (ﷺ) বলেন–

⊡ «فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وصِيَامِ أَهْلِ الكِتَابِ، أَكْلَةُ السَّحَرِ».

⊡ "আমাদের রোযা ও কিতাব-ধারীদের (ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের) রোযার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, সেহরি খাওয়া।" *(সহীহ মুসলিম- হা. ১০৯৬; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৭০৯)*

⊡ وَعَنْ زَيدِ بنِ ثَابِتٍ (رضي الله عنه)، قَالَ : تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ . قِيْلَ : كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ : قَدْرُ خَمْسِيْنَ آيةً.

⊡ যায়েদ ইবনু সাবেত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে সেহরি খেয়েছি, অতঃপর নামাযে দাঁড়িয়েছি।' তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো– 'ওই দুয়ের (নামায ও সেহরির) মাঝখানে ব্যবধান কতক্ষণ ছিল?' তিনি বললেন, '(প্রায়) পঞ্চাশ আয়াত পড়ার মতো সময়।' *(সহীহুল বুখারী- হা. ৫৭৫, ১৯২১; সহীহ মুসলিম- হা. ১০৯৭)*

⊡ «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوْا الْفِطْرَ».

⊡ "যতদিন পর্যন্ত মুসলিমেরা শীঘ্রই ইফতার করবে ততদিন তারা কল্যাণের মধ্যে থাকবে।" *(সহীহুল বুখারী- হা. ১৯৫৭, ১০৯৮; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৬৯৯)*

⊡ «إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ، فَأَكَلَ، أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ».

⊡ "যখন কোনো ব্যক্তি ভুলবশত কিছু খেয়ে বা পান করে ফেলবে, তখন সে যেন তার রোযা (না ভেঙ্গে) পূর্ণ করে নেয়। কেননা, মহান আল্লাহই তাকে খাইয়েছেন এবং পান করিয়েছেন।" *(সহীহুল বুখারী- হা. ১৯৩৩, ৬৬৬৯; সহীহ মুসলিম- হা. ১১৫৫)*

⊡ «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

⊡ "যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সাওয়াবের আশায় রামাযান মাসে ক্বিয়াম করবে (তারাবীহ পড়বে), তার পূর্বেকার পাপসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে।" *(রিয়াদুস্ সালেহীন- হা. ১/১১৯৫; সহীহুল বুখারী- হা. ৩৫, ৩৭, ৩৮, ১৯০১, ২০০৮, ২০০৯, ২০১৪; সহীহ মুসলিম- হা. ৭৬০; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৬৮৩; সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ২১৯৮-২২০৭, ৫০২৭; সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৩১৭১, ১৩৭২; মুসনাদ আহমাদ- হা. ৭১৩০, ৭২৩৮, ৭৭২৯, ৭৮২১, ৮৭৭৫, ৯১৮২, ৯৭৬৭, ৯৯৩১, ১০১৫৯, ১০৪৬২, ২৭৫৮৩, ২৭৬৭৫; সুনান আদ্ দারেমী- হা. ১৭৭৬)*

⊡ وَعَنْه، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُرَغِّبُ فِيْ قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فِيْهِ بِعَزِيْمَةٍ، فَيَقُوْلُ : «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

⊡ উক্ত রাবী (আবূ হুরাইরাহ্) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ক্বিয়ামে রামাযান (তারাবীহ) সম্পর্কে দৃঢ় আদেশ (ওয়াজিব) না করেই, তার প্রতি উৎসাহ দান করতেন এবং বলতেন, "যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে নেকীর আশায় রামাযানে ক্বিয়াম (তারাবীহর নামায আদায়) করবে, তার অতীতের পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে'।" *(রিয়াদুস্ সালেহীন- হা. ২/১১৯৬; সহীহুল বুখারী- হা. ৩৫, ৩৭, ৩৮, ১৯০১, ২০০৮, ২০০৯, ২০১৪; সহীহ মুসলিম- হা. ৭৬০; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৬৮৩; সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ২১৯৮-২২০৭, ৫০২৭; সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৩১৭১, ১৩৭২; মুসনাদ আহমাদ- হা. ৭১৩০, ৭২৩৮, ৭৭২৯, ৭৮২১, ৮৭৭৫, ৯১৮২, ৯৭৬৭, ৯৯৩১, ১০১৫৯, ১০৪৬২, ২৭৫৮৩, ২৭৬৭৫; সুনান আদ্ দারেমী- হা. ১৭৭৬)*

প্রবন্ধ

মাহে রামাযান আত্মশুদ্ধির সঠিক সময়

–অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম*

জান্নাত অপরিসীম সুখের ঠিকানা। আল্লাহ তা'আলা চান– তাঁর বান্দারা সেখানে যাওয়ার ও বসবাসের উপযুক্ত হয়ে উঠুক। কিন্তু এই লোভনীয় জায়গার স্থায়ী বাসিন্দা বানাবার আগেই মানুষকে তিনি একটু পরীক্ষা করে দেখতে চান। নিজের জানার জন্য নয় (কারণ তিনি তো আলিমুল গায়েব যাঁর নতুন করে কিছু জানার প্রয়োজন হয় না); বরং মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য যে, ওখানে যেতে হলে উপযুক্ত হতে হবে, হতে হবে মুত্তাকী-পরহেযগার। কিন্তু মুশকিল হলো– পৃথিবীতে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার প্রতিনিধি হিসেবে এসেও মানুষ ভুলে যায় তার আসল পরিচয়।

পৃথিবীর রূপ, রস, সৌন্দর্য আর সম্পদের লোভে সজ্ঞানে কিংবা অজ্ঞানে জড়িয়ে পড়ে নানা অপরাধে। ক্রমশঃ ডুবে যায় গুনাহর সাগরে। ডুববেই না কেন? তিনটি পরিস্থিতি মোকাবিলা করা তো সহজ কাজ নয়।

প্রথমতঃ অভিশপ্ত শয়তান সারাক্ষণ তাকে গুনাহের কাজে প্রলুব্ধ করতে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ মানুষের নিজের মধ্যেই রয়েছে বেশ ক'টি ভয়ংকর শয়তানী শক্তি– লোভ, হিংসা, ক্রোধ, অহংকার, অলসতা ইত্যাদি।

তৃতীয়তঃ পৃথিবীর আকর্ষণীয় সম্পদ এবং সৌন্দর্য। (যদিও তা ক্ষণস্থায়ী কিন্তু মানুষ এটা উপলব্ধি করতে পারে না)। তবে বাঁচার উপায়ও আছে। কিন্তু তার জন্য দরকার প্রথমতঃ মহান আল্লাহর রহমত বা সাহায্য এবং দ্বিতীয়তঃ ওই ইলাহী সাহায্য গ্রহণ করে তা কাজে লাগানোর জন্য মানুষের সক্রিয় কর্মতৎপরতা। আর এ সময় আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান যে, মহান আল্লাহর সাহায্য ও রহমত আমাদের সামনে উপস্থিত। পবিত্র মাহে রামাযানই সেই অনন্য সাহায্য ও রহমত। গুনাহ মাফের এক সুবর্ণ সুযোগ। জান্নাতী মানুষ হবার যোগ্যতা অর্জনের এমন প্রশিক্ষণ আর হবে না। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কত মহান! প্রতি বছরের মতো আবারো নেকী অর্জনের মৌসুম এনে দিয়েছেন তিনি –আলহামদুলিল্লাহ। এগারোটি মাসে আমরা যে গুনাহে জড়িয়ে পড়েছিলাম, তা থেকে মুক্ত হবার সুযোগ করে দিয়েছেন তিনি। কাজেই এখনই সময় জাগ্রত হবার, কারণ সৎকাজ করার এ এক চমৎকার পরিবেশ। আগেই বলেছি, পাপবিদগ্ধ এ সমাজে বসবাস করেও জান্নাতের অধিবাসী হবার যোগ্যতা অর্জনের জন্য মহান আল্লাহর রহমত বা সাহায্য দরকার। কারণ পরিবেশ একটা বড়ো ফ্যাক্ট। 'ইবাদত করার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ দরকার। পবিত্র শাহরু রামাযানে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সেই সুযোগই করে দিয়েছেন। দেখুন : কতই না চমৎকার এই পরিবেশ–

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ)، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، قَالَ : «إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّةِ».

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "রামাযান মাস এলে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়।"[২১]

এর পরবর্তী হাদীসে আরো একটু বিস্তারিত বলা হয়েছে–

عَنِ ابْنِ هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ)، قال : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ».

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "রামাযান মাস এলে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানকে শেকলেবন্দী করা হয়।"[২২]

পবিত্র রামাযান মাসে আমাদের পবিত্র হবার উপযুক্ত পরিবেশ আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন। তিনি জান্নাতী হাওয়া বইয়ে দিয়েছেন। জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দিয়ে এ পরিবেশটাকে আরো সুন্দর করেছেন। সর্বোপরি, শয়তানকে বন্দী করে শয়তানী ষড়যন্ত্রের

সদস্য, নির্বাহী পরিষদ ও সাবেক সাংগঠনিক সেক্রেটারি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।

[২১] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৭৬৩, মা. শা., হা. ১৮৯৮।*
[২২] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৭৬৪, মা. শা., হা. ১৮৯৯।*

হামলা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করেছেন। যদিও তিনটি কাজই আমাদের দৃষ্টির আড়ালে ঘটে থাকে, তবু তার প্রভাব কিন্তু আমরা টের পাই। আমরা দেখতে পাই রামাযানের চাঁদ উঠলেই মুসলিম সমাজে দেখা দেয় নবজাগরণ। ছেলে-মেয়ে, নারী-পুরুষ সবাই জড়ো হয় মসজিদে। সালাতের পর তারাবীহ সালাতের জামা'আতে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। সে কী উদ্দীপনা! ঘরে ঘরে শুনা যায় কুরআনের সুমধুর সুর। রেডিও টিভিতে আসে পরিবর্তন। শিল্পী-কুশলী বিশেষ করে সংবাদ পাঠক-পাঠিকাদের পোশাক পরিচ্ছদ আর আবরণে। অনুষ্ঠানমালার একটি বড়ো অংশ জুড়ে থাকে ইসলাম এবং মুসলিম প্রসঙ্গ। কী অভাবনীয় পরিবর্তন! কী অদ্ভুত! বাকী এগারোটি মাসে আমাদের বহুমুখী সর্বাত্মক চেষ্টায় যে কাজটির সিকিভাগও করা যায়নি, শাহরু রামাযানের চাঁদ ওঠার সাথে সাথেই তার পুরোটার বাস্তবায়ন শুরু হয়ে গেল। কে এই বৈপ্লবিক মৌসুমের কারিগর? নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা!

সাওম মুমিনের ঢাল : বছরের বেশিরভাগ সময় আমাদের কাটে নিরাপত্তাহীনতায়। বাইরের জিন্ শয়তান, আর নিজের ভেতরের ষড়রিপুর আক্রমণে প্রায় পর্যুদস্ত অবস্থা। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আমাদেরকে এ অবস্থা থেকে আত্মরক্ষার জন্য সাওম ফর্‌য করেছেন।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ)، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، قَالَ : "اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "গুনাহ হতে আত্মরক্ষা সাওম হচ্ছে ঢাল।"[২৩]

বস্তুত এ হচ্ছে চমৎকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। কারণ শয়তান দু'টি উপায়ে মানুষকে গুনাহের সাগরে নিক্ষেপ করে। প্রথমতঃ সে মানুষকে সৎকাজ হতে বিরত রেখে পাপ কাজের দিকে এগিয়ে দেয়। দ্বিতীয়তঃ অলসতা ত্যাগ করে কেউ সৎকাজ করতে সক্ষম হলেও শয়তান তার মাঝে রিয়া অর্থাৎ- লোক দেখানো কাজের প্রবণতা তৈরি করে দেয়। কিন্তু মাশাআল্লাহ! সাওম অত্যন্ত গোপন 'ইবাদত। সালাত, যাকাত এবং হাজ্জ সাধারণত জনসমক্ষেই পালন করতে হয়। কিন্তু সাওম? সায়েম (রোযাদার) ইচ্ছে করলে গোপনে পানাহার করে জনসমক্ষে নিজেকে রোযাদার হিসেবে পরিচিত করতে পারে। কিন্তু এই প্রতারণা না করে একজন রোযাদার যখন সত্যি সত্যিই সাওম পালন করে, তখন শয়তান তার কাছে পুরোপুরি পরাজিত হয়। কাজেই শয়তানী আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য সাওম কার্যকর ঢালই বটে! আল্লাহ তা'আলা এ রকম মুত্তাকী পরহেযগার মানুষ তৈরি করতে চান। এ লোকেরা যেন পাপবিদগ্ধ এ সমাজে বাস করেও নিজেদেরকে রক্ষা করে মহান আল্লাহর পথে চলতে পারে। সূরা আল বাক্বারায় তিনি সে কথাই বলেছেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের মতো তোমাদের উপরও সাওম (রোযা) ফর্‌য করা হলো যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পারো।"[২৪]

গুনাহ মাফের এই তো সুযোগ : মহান আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে মানুষের কাজ হলো শুধুই সৎকাজ করা। কিন্তু উল্টো আমরা জড়িয়ে পড়ি নানারকম গুনাহের কাজে। অথচ যেতে চাই জান্নাতে। এ প্রেক্ষিতে অতীতের গুনাহ থেকে কীভাবে মুক্ত হওয়া যাবে এ টেনশন মানুষকে সবসময় তাড়া করে। শাহরু রামাযানে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আমাদের গুনাহ মাফের এক মহান সুযোগ এনে দিয়েছেন।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ)، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি লাইলাতুল ক্বাদ্‌রে ঈমানসহ সাওয়াবের আশায় সালাত আদায় করবে তার অতীতের গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি সাওয়াবের আশায় ঈমানসহ রামাযানের সাওম পালন করবে তারও অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।"[২৫]

[২৩] *সহীহুল বুখারী- মা. শা., হা. ১৮৯৪।*

[২৪] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৮৩।*

[২৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৭৬৬, মা. শা., হা. ১৯০১।*

গুনাহ মাফের এমন সুযোগ কি হাতছাড়া করা যায়? মোটেই না।

সাহরী ও ইফতার– কল্যাণ এবং বরকতের নিদর্শন : আল্লাহ তা'আলা কত মহান! তিনি অবিরাম সাওম পালনের অসহনীয় কষ্ট থেকে আমাদেরকে বাঁচিয়েছেন। তাঁর প্রিয় রাসূল (ﷺ)-এর মাধ্যমে আমাদেরকে সহজ পথ বাতলে দিয়েছেন।

عَنْ عَبْدِ اللهِ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَاصَلَ، فَوَاصَلَ النَّاسُ، فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَنَهَاهُمْ، قَالُوْا : إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ : «لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّيْ أَظَلُّ أُطْعَمُ وَأُسْقَى».

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। কোনো এক সময় নবী (ﷺ) (সাহরী ও ইফতার ছাড়া) সাওমে বেসাল (একাধারে রোযা) রাখতে থাকলে সাহাবীরাও সাওমে বেসাল রাখতে শুরু করেন। কিন্তু তাদের জন্য তা কষ্টকর হয়ে পড়লে নবী (ﷺ) তাদেরকে সাওমে বেসাল রাখতে নিষেধ করেন। তখন সবাই বললো, আপনি তো সাওমে বেসাল রাখছেন? (আমরা কেন রাখবো না?) তিনি বললেন, আমার অবস্থা তোমাদের মতো নয়। আমাকে (মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে) পানাহার করানো হয়।[২৬]

লাইলাতুল ক্বাদ্‌র– সাওয়াব আর কল্যাণে গড়ে দেয় আমাদের তাকদীর : শাহরু রামাযানের অন্যতম আকর্ষণ লাইলাতুল ক্বাদ্‌র বা ভাগ্যরজনী। মানুষকে সৌভাগ্যশালী করার জন্য, তাদের জীবনকে হেদায়েতের নূরে আলোকিত করার জন্য পরম করুণাময়ের পক্ষ থেকে উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্য এ এক মহা উপহার। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা নিজেই বলেছেন :

﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾

"লাইলাতুল ক্বাদ্‌র হাজার মাসের চেয়েও উত্তম।"[২৭]

গুনাহ হতে রেহাই পেতে এ রাতে জেগে থাকতে হয় 'ইবাদতের জন্য, মাফ চাইতে হয় প্রভুর দরবারে। বলতে হয়–

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ.

প্রভু হে! তুমি ক্ষমাশীল। তুমি তো ক্ষমা করতে ভালোবাসো। অতএব আমাদের ক্ষমা করে দাও।[২৮]

এমন আকুল প্রার্থনায় গাফুরুর রাহীম কি সাড়া না দিয়ে পারেন? প্রিয় নবী (ﷺ) নিশ্চিত সুসংবাদই দিয়েছেন :

«مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

"যে ব্যক্তি লাইলাতুল কদরে ঈমানসহ সাওয়াবের আশায় সালাত আদায় করবে, তার অতীতের গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে।"[২৯]

এ রাতের সাওয়াব হাজার মাসের চেয়েও বেশি। এক হাজার মাস শুধু তেরাশি বছর চার মাস নয়; বরং এর চেয়ে যে কতগুণ বেশি তা মহান আল্লাহই ভালো জানেন। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেছেন :

﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾

"আমি এই কুরআনকে নাযিল করেছি লাইলাতুল ক্বাদ্‌রে।"[৩০]

বস্তুত কুরআনের আলোয় মানুষের ভাগ্য হয়েছে সুপ্রসন্ন। একদিন যে ব্যক্তি জাহান্নামে থাকার উপযুক্ত ছিল, এখন সে জান্নাতে যাবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। আর এই মহান রাতে 'ইবাদতের মাধ্যমে মানুষ পৌঁছতে পারে সৌভাগ্যের চরম শিখরে।

তাফসীরে কুরতুবীর বরাতে তাফসীরে মাআরেফুল কুরআনে বলা হয়েছে– লাইলাতুল ক্বাদ্‌রে পরবর্তী এক বছরের অবধারিত ভাগ্যলিপি ব্যবস্থাপক ও প্রয়োগকারী ফেরেশ্‌তাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এতে প্রত্যেক মানুষের বয়স, মৃত্যু, রিযিক, বৃষ্টি ইত্যাদির পরিমাণ নির্দিষ্ট করে ফেরেশ্‌তাদেরকে লিখে দেয়া হয়। এমনকি এ বছরে কে হজ্জ করবে, তাও লিখে দেয়া হয়। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র উক্তি অনুযায়ী চারজন ফেরেশ্‌তাকে এসব কাজ সোপর্দ করা হয়। তারা হলেন ইসরাফীল, মীকাঈল, মালাকুল মাউত ও জিবরাঈল ('আলাইহিমুস্ সালাম)। কাজেই, নিজ নিজ ভাগ্য উন্নয়নের জন্য মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করার সুযোগ পায় মানুষ এ রাতেই। আর এজন্য মহানবী (ﷺ) তাঁর উম্মাতকে নির্দেশ দিয়েছেন এ রাতের সন্ধানে সক্রিয় হওয়ার :

[২৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৭৮৬, মা. শা., হা. ১৯২২।*
[২৭] *সূরা আল ক্বাদ্‌র : ৩।*
[২৮] *মুসনাদে আহমাদ- হা. ২৫৩৮৪।*
[২৯] *সহীহুল বুখারী; সুনান আবূ দাউদ- হা. ১৩৭২, সহীহ।*
[৩০] *সূরা আল ক্বাদ্‌র : ১।*

عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، قَالَ : «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ فِيْ الوِتْرِ، مِنَ العَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ».

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "তোমরা লাইলাতুল ক্বাদ্‌রকে রামাযানের শেষ ১০ দিনের বেজোড় রাতে তালাশ করো।"[৩১]

ই'তিকাফ– লাইলাতুল ক্বাদ্‌রের সন্ধানে প্রভুর ধ্যানে কয়েক দিন : সৌভাগ্য রজনী লাইলাতুল ক্বাদ্‌রকে পাবার জন্য প্রয়োজন নিরবচ্ছিন্ন সাধনা। কর্মব্যস্ত মানুষের পক্ষে তা অনেক সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। কিন্তু ই'তিকাফে বসে মহান আল্লাহর ধ্যানে রামাযানের শেষ দশকটা কাটিয়ে দিলে বিষয়টা অনেক সহজ হয়ে যায়। প্রিয় নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ কাজটি করতেন বেশ যত্ন সহকারে, একাগ্রচিত্তে।

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِيْ العَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَيَقُوْلُ : «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ فِيْ العَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ».

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রামাযানের শেষ ১০ দিনে ই'তিকাফে বসতেন এবং বলতেন– তোমরা লাইলাতুল ক্বাদ্‌রকে রামাযানের শেষ ১০ দিনে তালাশ করো।[৩২]

পার্থিব ব্যস্ততা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ই'তিকাফে বসতে হয়। সালাত, কুরআন তিলাওয়াত, তাসবীহ, তাহলীল, দু'আ, দুরুদ ইত্যাদি পাঠের মাধ্যমে কেটে যায় সারাটা দিন। মহান আল্লাহর ঘরে বসে, পর্দার ভেতরে একাকীত্বে দীর্ঘক্ষণ থাকার ফলে মানুষের মন মহান আল্লাহকে স্মরণ করতে পারে বেশ নিবিড়ভাবে। তখন হৃদয় মনে মহান আল্লাহর স্মরণে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ওই সময়ের সাওয়াব তো তখন আর হিসেবের মধ্যে রাখা যায় না, সংখ্যাতীত সাওয়াবে ভরে যায় 'আমলনামা। এজন্যই হয়তো প্রিয় নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র সহধর্মিণীদের মাঝেও ই'তিকাফের ব্যাপারে প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল, যদিও মহিলাদেরকে এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা হয়নি।

[৩১] *সহীহুল বুখারী- হা. ২০১৭।*
[৩২] *সহীহুল বুখারী- হা. ২০২০।*

আর ইতিকাফের এ ১০ দিনে (রামাযানের শেষ দশকে) মহানবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর রাতের 'ইবাদত বেশ বেড়ে যেতো।

عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا)، قَالَتْ : «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ».

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেছেন, যখন (রামাযানের শেষ) দশ দিন আসত, তখন নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পরনের কাপড় মজবুত করে বাঁধতেন (অর্থাৎ- দৃঢ়তার সাথে প্রস্তুতি নিতেন), রাত জাগতেন এবং পরিবারের লোকদেরকেও জাগিয়ে দিতেন।"[৩৩]

রোযাদার– গুনাহ মাফ আর সাওয়াব অর্জনে উচ্চাসনে : মাসব্যাপী জান্নাতী ট্রেনিংয়ের প্রশিক্ষণার্থী হলো সায়েম বা রোযাদার। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আর জৈবিক চাহিদা দমন করে সে পরিণত হয় সংযমী মানুষে। পরিণত হয় গুনাহমুক্ত ব্যক্তিত্বে। প্রিয় নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তো তাই বলেছেন :

«مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

যে ব্যক্তি সাওয়াবের আশায় ঈমানসহ রামাযানের রোযা রাখবে, তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।[৩৪]

শুধু কি তাই? অন্য রোযাদারকে সহযোগিতা করেও সে পেতে পারে বোনাস সাওয়াব :

عن سلمان الفارسى (رضى الله عنه) قال خطبنا رسول الله ﷺ الى ان قال من اشبع صائما سقاه الله من خوضى شوبة لايظما حَتّٰى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ.

সালমান ফারসী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন যে, আল্লাহর নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর এক বক্তৃতায় আমাদেরকে বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো রোযাদারকে পেট পূর্ণ করে খাওয়াবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে হাউজে কাওসার থেকে এমন এক শরবত পান করাবেন যে, কঠিন বিচারের দিন জান্নাতে প্রবেশ করার পূর্বে সে আর তৃষ্ণা অনুভব করবে না।[৩৫]

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا».

[৩৩] *সহীহুল বুখারী- হা. ২০২৪।*
[৩৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৭৬৬, মা. শা., হা. ২০০৯।*
[৩৫] *বায়হাক্বী- মা. শা., ৩/৩০৫।*

জায়িদ ইবনু খালিদ জুহানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো রোযাদারকে ইফতার করাবে সে রোযাদার ব্যক্তির রোযা রাখার সমান সাওয়াব পাবে। অবশ্য রোযাদার ব্যক্তির নিজের রোযার সাওয়াব বিন্দুমাত্র কমবে না।[৩৬]

রোযার মাধ্যমে রোযাদারের দু'রকম সাফল্য অর্জিত হয়। একদিকে তার সাওয়াব বাড়তে থাকে। অপর দিকে তার গুনাহ কমতে থাকে। তার সাওয়াব বৃদ্ধির পরিমাণটাও দারুণ! কারণ মানুষের সৎকাজের সাওয়াব এক হতে দশ, দশ হতে সাতশো গুণ পর্যন্ত বাড়তে থাকে। কিন্তু রোযাদারের সাওয়াব কী পরিমাণ, তা আল্লাহ মালুম। ওই সাওয়াব অফুরন্ত। তার পুরস্কারটাও স্পেশাল। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

اَلصَّوْمَ لِيْ وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ.

"রোযা আমারই জন্য, আমি নিজেই তার পুরস্কার দেব।"[৩৭]

এমন বিশেষ ঘোষণা তো শুধু রোযাদারদের জন্যই।

কে বলে মুখের গন্ধ? এ যে মিশক আম্বরের সুবাস! রোযাদার তার রোযার মাধ্যমে ক্রমশ এমন মর্যাদায় উপনীত হন যে, তার তুলনা খুঁজে পাওয়া মুশকিল। সারা দিনের ক্ষুধা তৃষ্ণায় তার মুখে যে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়, তা মহান আল্লাহর কাছে মিশক আম্বরের সুবাসের চেয়ে প্রিয়তর হয়ে ওঠে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : قَالَ اللهُ تَعَالَى : وَلَخُلُوْفِ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন : "রোযাদারের মুখের গন্ধ আমার কাছে মিশক আম্বরের সুবাস হতেও উত্তম"।[৩৮]

মোটকথা, রোযার মাধ্যমে মাটির মানুষ আরশের মালিকের অত্যন্ত প্রিয়পাত্রে পরিণত হয়।

প্রভু হে! ক্ষমা করো আমায়! শাহরু রামাযান গুনাহ হতে মুক্ত হবার, ক্ষমা লাভের এবং সাওয়াব আহরণের মাস। পরম করুণাময় এ মাসে তাঁর রহমতের পরিমাণ আরো বাড়িয়ে দেন।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন যে, আমার উম্মাতকে পুরোপুরি ক্ষমা করা হয় রামাযানের শেষ রাতে। মহানবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, ওই রাতটি কি শবে ক্বাদ্‌রের? তিনি বললেন, না। কর্মীর কর্মের ফল পুরোপুরি ওই সময় দেয়া হয়, যখন সে সম্পূর্ণ কাজ-কর্ম সমাধা করে। মহানবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন। রামাযান মাস উপলক্ষ্যে আমার উম্মাতকে ৫টি বিশেষ নিয়ামত দেয়া হয়েছে।

এক. রামাযানের প্রথম রাতে আল্লাহ তা'আলা রোযাদার বান্দাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকান। যার উপর তাঁর দৃষ্টি পড়ে, সে কখনও জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।

দুই. রোযাদারের মুখের গন্ধ মহান আল্লাহর কাছে মিশক আম্বরের চেয়েও সুবাসিত প্রিয়তর।

তিন. রোযাদারের জন্য প্রতি দিন অসংখ্য ফেরেশ্‌তা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে।

চার. আল্লাহ তা'আলা জান্নাতকে নির্দেশ দেন যে, তুমি আমার বান্দাদের জন্য তৈর হও, সুসজ্জিত থাকো। শীগগীরই আমার রোযাদার বান্দারা দুনিয়ার ক্লান্তি থেকে মুক্ত হয়ে আমার ঘরে এসে শান্তি উপভোগ করবে।

পাঁচ. রামাযানের শেষ তারিখে আল্লাহ তা'আলা সব রোযাদারকে ক্ষমা করে দেন। (একথা শুনে) এক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, "(শেষ তারিখ বলতে) এটি কি ক্বাদ্‌রের রাত (বুঝানো হয়েছে)?" তিনি বললেন, না। তুমি কি মজদুরদের দেখনি? তারা তো যখন কাজ পূর্ণ করে অবসর পায় তখন তাদের পুরো মজুরি দেয়া হয়।[৩৯]

আমাদের সবারই মনে রাখা দরকার ক্ষমা পাবার এ মহাসুযোগ যেন কোনোক্রমেই হাতছাড়া না হয়। তাওবাহ্, ইস্তিগফারের যতো দু'আ আছে, সেগুলো একাগ্রচিত্তে বার বার পড়ার মাধ্যমে আমরা এ সুযোগ নিতে পারি। আর এ কাজটি তো করতেই হবে। ক্ষমা অর্জন করতে পারলে এ পৃথিবীতে আমরা হতে পারবো সংযমী এবং শুদ্ধতম আলোকিত মানুষ, আর পরকালে আমাদেরকে সাদরে বরণ করার জন্য তৈরি থাকবে একটি স্পেশাল গেইট যার নাম রাইয়ান।

---

[৩৬] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৮০৭, সহীহ।*
[৩৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ৭৪৯২।*
[৩৮] *মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ১৯৫৯/৪।*
[৩৯] *শু'আবুল ঈমান- কানযুল উম্মাল, বায়হাক্বী।*

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ مِنْهَا : بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُوْنَ».

প্রখ্যাত সাহাবী সাহল ইবনু সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : জান্নাতে ৮টি গেইট আছে। তন্মধ্যে একটি গেইটের নাম রাইয়ান। শুধু রোযা পালনকারী ব্যক্তিরাই ওই গেইট দিয়ে প্রবেশ করার অধিকার পাবে।[৪০]

মহান আল্লাহর ডাকে সাড়া দাও হে রোযাদার! জেগে ওঠো : এতো যে সম্মান আর মর্যাদা বয়ে নিয়ে আসে শাহরু রামাযান। সেই সময় আর সেই সাওয়মকে আমরা কি অবহেলা করতে পারি? এমন বোকা কি কেউ আছে। কতো মমতা দিয়েই না আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ডাক দিচ্ছেন :

﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾

হে মানুষ! কোনো বিষয় তোমাকে তোমার সম্মানিত প্রতিপালকের সম্পর্কে বিভ্রান্ত করেছে?"[৪১]

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, রামাযান মাসের প্রথম রাতেই আসমান থেকে ফেরেশ্তারা আহ্বান জানায়, হে কল্যাণ প্রত্যাশীরা! তোমরা দ্রুত মহান আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাতের দিকে অগ্রসর হও। আর হে পাপকাজে মগ্ন ব্যক্তিরা! তোমরা থামো।[৪২]

ফেরেশ্তাদের এ আহ্বান মূলত মহান আল্লাহর সেই সার্বজনীন আহ্বানেরই পুনরুক্তি মাত্র, যেখানে তিনি বলেছেন :

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ : "إِذَا كَانَتْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَيُنَادِيْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، يَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ".

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, রামাযান মাসের প্রথম রাতেই আসমান থেকে ফেরেশ্তারা আহ্বান জানায়, হে কল্যাণ প্রত্যাশীরা! তোমরা দ্রুত মহান আল্লাহর রাহমাত ও মাগফিরাতের দিকে অগ্রসর হও। আর হে পাপকাজে মগ্ন ব্যক্তিরা! তোমরা থামো।[৪৩]

ফেরেশ্তাদের এ আহ্বান মূলত মহান আল্লাহর সেই সর্বজনীন আহ্বানেরই পুনরুক্তি মাত্র, যেখানে তিনি বলেছেন :

سارعوا الى مغفرة من ربكم.

অতএব আর দেরি নয়, চলুন প্রস্তুতি নিই গুনাহ মাফের এই সময়ে। নিজেদেরকে জান্নাতী মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য নিচের কাজগুলো সযত্নে সম্পাদন করি :

১। প্রথমেই পুরো রামাযান মাসের পরিকল্পনা করবো– সাহারীর জন্য ঘুম থেকে উঠা, জামা'আতে সালাত আদায়, কুরআন তিলাওয়াত এবং তাফসীর অধ্যয়ন, হাদীস পাঠ, সাংসারিক কাজ, অফিশিয়াল কাজ, পড়াশোনা, ইফতার, তারাবীহ এবং ঘুমানোর সময় সবই পরিকল্পনায় রাখবো।

২। কুরআন শুধু তিলাওয়াত করলে সাওয়াব হবে ঠিকই কিন্তু যাদের পক্ষে সম্ভব– কুরআনের তাফসীর পড়বো এবং সাথে সাথে নোট করবো কুরআনে কোনো কোনো কাজ মন্দ এবং কোনো কোনো কাজ ভালো হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে আর সেই অনুসারে জীবনযাপনের সিদ্ধান্ত নেবো।

৩। সাওম ফর্য হয়েছে মানুষকে মুত্তাকী বানাবার জন্য। কুরআন পড়ার সময় খুঁজবো, কোথায় কোথায় মুত্তাকী পরহেযগারদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। ওই বৈশিষ্ট্যগুলো নোট করে নিজের জীবনে বাস্তবায়নের জন্য দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেবো।

৪। প্রতিবেশীরা যাতে সঠিকভাবে সাওম পালন করতে পারে সে লক্ষ্যে তাদেরকে সার্বিক সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করবো।

৫। নিয়মিত দাওয়াত এবং তাবলীগের কাজ করবো এবং কুরআন তা'লীম, দারসুল কুরআন, দারসুল হাদীস, 'আক্বীদাহ্ এবং 'ইবাদতের সঠিক পদ্ধতি সংক্রান্ত আলোচনা সভা ইত্যাদি আয়োজন করবো। আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন উল্লিখিত কাজগুলো যথানিয়মে সম্পাদনের মাধ্যমে নিষ্পাপ মানুষ হওয়ার তাওফীক্ব দান করুন –আমীন। ❑

---

[৪০] *বুখারী; সহীহ মুসলিম; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ১৯৫৭/২।*
[৪১] *সূরা আল ইনফিত্বা-র : ৬।*
[৪২] *জামে' আত্ তিরমিযী।*
[৪৩] *জামে' আত্ তিরমীযী- হা. ৬৮২, সহীহ।*

জান্নাত : অফুরন্ত নিয়ামতে ভরপুর

–অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের*

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন এবং তদীয় রাসূল (ﷺ) কর্তৃক প্রদত্ত যাবতীয় বিধি-বিধান অনুযায়ী জীবনযাপন না করলে পরকালীন জীবনে জাহান্নামে যে সমস্ত আযাব এবং কঠিন কঠিন শাস্তি প্রয়োগের কথা পবিত্র কুরআন মাজীদে এবং রাসূল (ﷺ) কর্তৃক ঘোষিত হাদীসে বলা হয়েছে তা আমরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন মাধ্যমে শুনে এবং জেনে থাকি। যে কারণে আমরা কম-বেশি উক্ত বিধি-বিধানগুলো মেনে চলার চেষ্টা করি। কারণ আমরা যারা নিজেদেরকে ঈমানদার বলে দাবি করি তারা প্রত্যেকেই বিশ্বাস করি এবং জানি যে, আমাদের সকল প্রকার অন্যায় এবং পাপ কাজের বাঁচার আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোনো উপায় নেই। তাঁর কাছে আমাদের ধরা দিতেই হবে। সাধারণত আমাদের অনেকেরই ধারণা যে, আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আমাদের নিভৃতে ও গোপনে অন্যায় কাজগুলোর খোঁজ-খবর রাখে না। যার কারণে আজকের পরিবারে, সমাজে এবং সর্বত্র অশান্তি বিরাজ করছে। দেখুন : বর্তমান বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নয়নের ফলে আমরা যে Android Phone ব্যবহার করি এবং এর মাধ্যমে Video Call দ্বারা আমরা দেশে এবং বিদেশে অবস্থানরত আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে প্রতিনিয়ত কথা বলে থাকি এবং অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে একে অপরের কাজ-কর্মগুলো স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে থাকি। জিজ্ঞাসা হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান দিয়ে এই যন্ত্রের মাধ্যমে যদি হাজার হাজার কিলোমিটার দূরের সকলের কাজ-কর্মগুলো প্রত্যক্ষ করা যায় তাহলে সেই সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহর পক্ষে তাঁরই সৃষ্ট মানুষের যাবতীয় কাজ-কর্ম তিনি দেখতে পান না এটা বিশ্বাস করা নিছক নির্বুদ্ধিতার পরিচয় ছাড়া আর কিছুই না।

সুতরাং আমরা যত প্রকার যুক্তি, বুদ্ধি, ফন্দি করি না কেন, মহান আল্লাহর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো উপায় নেই। সে জন্য আমাদের প্রত্যেকের উচিত আল্লাহ এবং রাসূল (ﷺ) কর্তৃক প্রণীত বিধি-বিধানগুলো যথাযতভাবে বাস্তবায়ন করা। আর যদি আমরা এ নির্দেশিত পথে চলতে পারি তাহলে ইহকালীন জীবনে যেমন শান্তি পরকালীন জীবনেও দুনিয়াবী শান্তি থেকেও অফুরন্ত শান্তি ভোগ করতে পারবো ইন্‌শা-আল্লাহ।

এখন দেখা যাক, সেই পরকালীন শান্তিময় জীবনে অর্থাৎ- জান্নাতী জীবনে কেমন শান্তি আমরা ভোগ করতে পারবো।

প্রথমেই পবিত্র কুরআনুল কারিমের সূরা আর্ রহমা-নের ৪৬ নং আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন জান্নাতীদের সুখ, শান্তির কথা বলতে যেয়ে বলেন,

﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ﴾

অর্থ : "আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দু'টি জান্নাত।"

এ দু'টি জান্নাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : "যে ব্যক্তি এ ভয় করে যে, কিয়ামতের দিন স্বীয় প্রতিপালকের সামনে দাঁড়িয়ে হিসাব দিতে হবে সে আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য কাজ হতে বিরত থাকে এবং নিজেকে কু-প্রবৃত্তি হতে হিফাযত করে, দুনিয়াকে প্রাধান্য না দিয়ে আখিরাতকে প্রাধান্য দেয় এবং সে জানে আখিরাতই শ্রেষ্ঠ। ফলে শরিয়তের ফর্‌য কাজগুলো যথাযথভাবে আদায় করে, হারাম কাজ থেকে বিরত থাকে তার জন্য কিয়ামত দিবসে রয়েছে দু'টি জান্নাত।

অতঃপর উক্ত সূরার ৪৮ নং আয়াতে বলেন :

﴿ذَوَاتَا أَفْنَانٍ﴾

অর্থ : "উভয়টি বহু শাখাপল্লব বিশিষ্ট বৃক্ষে ফলমূল দ্বারা ভরপুর।"

আফনান শব্দের অর্থ ডালপালা। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাতে ছায়া হবে ঘন ও সুনিবিড়। অনুরূপ ফলও হবে অধিকহারে। প্রতিটি ডাল ফলে পরিপূর্ণ থাকার কারণে ডালগুলো ঝুঁকে পড়বে।[৪৪]

* *সহকারী অধ্যাপক, বোয়ালিয়া মুক্তিযোদ্ধা কলেজ ও খতীব, মুরারী কাঠি জমঈয়তে আহলে হাদীস মসজিদ, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।*

[৪৪] *ইবনু কাসীর।*

রাসূল (ﷺ) বলেছেন : "নিশ্চয়ই জান্নাতে একটি গাছ রয়েছে, একজন আরোহী দ্রুতগতিসম্পন্ন একটি ঘোড়ায় চড়ে ১০০ বছর চললেও তা অতিক্রম করতে পারবে না। অন্য বর্ণনায় রয়েছে– একজন আরোহী তার ছায়ার নিচে দিয়ে একশত বছর অতিক্রম করেও শেষ করতে পারবে না।"[৪৫]

সূরা আর্ রহ্মান-এর ৫০ নং আয়াতে উক্ত দু'টি জান্নাতের গুণাবলী বর্ণনা করতে যেয়ে বলেন :

﴿فِيْهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ﴾

অর্থ : "উভয়টিতে রয়েছে সদা প্রবহমান দু'টি ঝর্ণাধারা।"

দু'টি প্রস্রবনের একটি হলো "তাসনীম", অপরটি হলো "সাল সাবিল" এ উক্তি হাসান বাসরী (রহিমাহুল্লাহ)'র।[৪৬]

সূরা আর্ রহ্মা-ন-এর ৫২ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ﴾

অর্থ : "উভয় বাগানে রয়েছে প্রত্যেক ফল দুই প্রকার।" অর্থাৎ- প্রত্যেক শ্রেণির ফল হবে দু'প্রকারের। প্রত্যেকটির স্বাদ ও রং হবে ভিন্ন, তবে সবই সুস্বাদু ও মিষ্টি। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, দুনিয়াতে কোনো মিষ্টি বা টক গাছ নেই যার অনুরূপ জান্নাতে নেই। এমনকি মাকাল ফল গাছও জান্নাতে থাকবে, তবে তাও মিষ্টি হবে।[৪৭]

সূরা আর্ রহ্মান-এর ৫৪ নং আয়াতে জান্নাতীদের বিছানা এবং বসার জায়গা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿مُتَّكِئِيْنَ عَلٰى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ﴾

অর্থ : "সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে পুরু রেশমের আস্তর বিশিষ্ট বিছানায়, দুই বাগানের ফল হবে তাদের নিকটবর্তী।"

জান্নাতীরা আরাম ও 'আয়েশের জন্য তৈরি করে রাখা সে সব বিছানায় রাজা-বাদশাদের মতো হেলান দিয়ে বসে থাকবে। এখানে জান্নাতীদের বিছানার শুধু ভেতরের সৌন্দর্যের কথা বলা হয়েছে। বাহ্যিক সৌন্দর্য কেমন হবে তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন।

জান্নাতের এ ফলগুলো তাদের এত নিকটবর্তী হবে যে, তারা বসে বসে এমনকি শুয়ে শুয়েও পাড়তে পারবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সূরা আদ্ দাহর-এর ১৪ নং আয়াতে বলেন :

﴿وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا﴾

অর্থ : "গাছের ছায়া তাদের প্রতি ঝুঁকে থাকার এবং গাছের ফলগুলো তাদের আয়ত্তাধীন করে দেওয়া হবে, মন চাইলে হাত বাড়ালেই ফল নিয়ে খেতে পারবে।"

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সূরা আল হা-ক্বক্বাহ্-এর ২৩ নং আয়াতেও পরিষ্কার বলেছেন :

﴿قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ﴾

অর্থ : যার ফল-ফলাদী অতি নিকটে জান্নাতীদের নাগালের মধ্যেই থাকবে।"

অন্যদিকে সূরা আর্ রহমানের ৫৬ নং আয়াতে জান্নাতীদের মানসিক শান্তির জন্য রয়েছে বহু আনতনয়না স্ত্রীগণ। সে সকল বিছানায় রয়েছে এমন নারী যারা তাদের দৃষ্টিকে নিজ স্বামী ছাড়া অন্যদের থেকে অবনত রেখেছে। তারা প্রত্যেকে তার স্বামীকে লক্ষ্য করে বলবে মহান আল্লাহর শপত! আপনার চেয়ে উত্তম জান্নাতে আর কিছু দেখছি না। আপনার থেকে প্রিয় আমার নিকট আর কিছুই নেই। সে জন্য মহান আল্লাহর নিকট প্রশংসা আপনার মতো স্বামীকে আমি পেয়েছি।[৪৮]

﴿لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ﴾

অর্থাৎ- "তারা হবে কুমারী, নব-যুবতী ও অবিবাহিত যাদের পূর্বে কোনো মানুষ অথবা জিন্ স্পর্শ করেনি।"[৪৯]

প্রমাণ পাওয়া গেল যে, মু'মিন জিন্রাও জান্নাতে যাবে।

সূরা আর্ রহ্মান-এর ৫৮ নং আয়াতে এ জান্নাতী নারীদের আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে,

---

[৪৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ২৮২৮; সহীহ মুসলিম- হা. ২৮২৬।*
[৪৬] *ইবনু কাসীর।*
[৪৭] *কুরতুবী।*
[৪৮] *ইবনু কাসীর- পৃ. ২৩১।*
[৪৯] *সূরা আর্ রহ্মা-ন : ৭৪।*

﴿كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ﴾

"প্রবাল ও পদ্মরাগ যেমন পরিষ্কার স্বচ্ছ তারাও ঠিক তেমন স্বচ্ছ।"

রাসূল (ﷺ)-ও বলেছেন : "জান্নাতী নারীরা এমন যে, তাদের পদনালীর শুভ্রতা সত্তরটি রেশমের হুল্ল্যার (পোশাক) মধ্য হতেও দেখা যাবে। এমনকি ভেতরের মজ্জাও দেখা যাবে।"[৫০]

এমনভাবে জান্নাতী নারীদের সৌন্দর্য সম্পর্কে এবং তাদের স্বামীদের প্রতি ভালোবাসার গভীরতার ব্যাপারে অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে।

জান্নাতীদের আরো শান্তির কথা সূরা আদ্ দাহ্র-এর ১৩ নং আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেছেন :

﴿لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا﴾

অর্থাৎ- "তারা সেখানে অতিশয় গরম অথবা অতিশয় শীত কোনোকিছু অনুভব করবে না।"

এক কথায় তারা সেখানে নাতিশীতোষ্ণ পরিবেশে থাকবে। অত্র সূরায় আবার ১৫ নং আয়াতে এবং ১৬ নং আয়াতে তাদের খাওয়ার পাত্রগুলোরও বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। "কাঅরিরা" অর্থ হচ্ছে কাচের পাত্র। এ কাচের পাত্রগুলোও রৌপ্যের হবে। রাসূল (ﷺ) বলেন :

"তোমরা রেশমি কাপড় পরিধান করো না, স্বর্গ ও রৌপ্যের পাত্রে পান করো না এবং সেসব পাত্রে খাবে না। কেননা এগুলো তাদের (কাফির) জন্য দুনিয়াতে আর তোমাদের জন্য আখিরাতে।"[৫১]

"কাদ্দারুহা তাকদিরা" অর্থাৎ- যে পান পাত্রে পানীয় পরিবেশন করা হবে তা তাদের তৃষ্ণা অনুপাতে হবে। ফলে তারা পান করার পর অবশিষ্ট থাকবে না। জান্নাতীদের বয়স সম্পর্কেও সূরা আদ্ দাহ্র-এর ১৯ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا﴾

অর্থ : "তাদেরকে খাদ্য পরিবেশন করবে চিরকিশোরগণ; যখন তাদেরকে দেখবে মনে করবে তারা যেন ছড়ানো ছিটানো মুক্তা।"

অর্থাৎ- জান্নাতী যুবকরা এক অবস্থায় চিরস্থায়ী থাকবে। তাদের বয়স বৃদ্ধি হবে না। তাদের কিশোর সুলভ বয়স ও সৌন্দর্য অব্যাহত থাকবে। তাদের সৌন্দর্য, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, সজীবতা ও সতেজতা দেখে মনে হবে যেন তারা মণি মুক্তা। অতঃপর জান্নাতে স্ত্রীগণের থাকার জায়গা সম্পর্কেও আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সূরা আর্ রহমান-এর ৭২ নং আয়াতে বলেন :

﴿حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ﴾

অর্থাৎ- "তাবুতে থাকবে সুরক্ষিত হুর।"

রাসূল (ﷺ) বলেন : জান্নাতে মতির তাঁবু হবে। তার প্রস্থ হবে ৬০ মাইল। তার প্রতি কোণে থাকবে জান্নাতী স্ত্রী। এক কোণের লোকদের অপর কোণের লোকেরা দেখতে পাবে না। মু'মিনরা তাতে বিচরণ করবে।[৫২]

প্রকৃতপক্ষে জান্নাত কল্পনাতীত নিয়ামতে পরিপূর্ণ। জান্নাতবাসীগণ মনে মনে যা কল্পনা করবে তাই নাগালের মধ্যেই অটোমেটিক এসে যাবে। এ প্রসঙ্গে রাসূল (ﷺ) বলেন : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ﴾

অর্থ : "আমি আমার সৎ বান্দাদের জন্য এমন কিছু তৈরি করে রেখেছি যা কোনো চক্ষু দেখেনি, কোনো কান তা শ্রবণ করেনি এবং কোনো মানুষের অন্তরে তা কল্পনাতেও আসেনি।"[৫৩]

অতএব আমাদেরকে অবশ্যই এমন নিয়ামত পূর্ণ জান্নাতে প্রবেশের আশা করা উচিত। শুধুমাত্র মনে আশা করলেই হবে না, সাথে সাথে এ নিয়ামতে ভরপুর জান্নাতের পাথেয় ও সংগ্রহ করতে হবে। এ জন্য সেই আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার নিকট কায়মনো বাক্যে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে ঐ নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতে প্রবেশের পাথেয় সংগ্রহ করার তাওফীক্ব দান করুন –আমীন। ❑

[৫০] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২৫৩৩।*
[৫১] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫৪২৬; সহীহ মুসলিম- হা. ২০২৭।*
[৫২] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩২৪৩।*
[৫৩] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩২৪৪; সহীহ মুসলিম- হা. ২৮২৪।*

সওমে রামাযান : জরুরি মাসায়েল

–মুহাম্মাদ আমিনুল ইসলাম*

রামাযান বিষয়ক বিভিন্ন জরুরি কিছু ফাতাওয়া ও মাসায়েল মানুষের মধ্যে জানার আগ্রহ থাকে। সে জন্য মানুষের জিজ্ঞাসার প্রতি গুরুত্বারোপ করে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে কিছু ফাতাওয়া ও মাসায়েল সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নে প্রদত্ত হলো।

১. সাওম পালনকারীর তাড়াতাড়ি ইফতার করা : ইসলামী শরিয়তে ইফতার শুধু তাড়াতাড়ি করতেই বলা হয়নি; বরং এ জন্য যথেষ্ট তাকীদ দেয়া হয়েছে, যাতে করে সাওম পালনকারীর অধিক কষ্ট না পোহাতে হয়। এ মর্মে মহানবী (ﷺ) ইরশাদ করেছেন :

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَّا عَجَّلُوْا الْفِطْرَ.

মুসলিম সমাজ যতদিন পর্যন্ত তাড়াতাড়ি অর্থাৎ- সূর্যাস্তের সাথে সাথেই সাওমের ইফতার করতে অভ্যস্ত থাকবে, ততদিন পর্যন্ত তাঁরা কল্যাণের অধিকারী হবে।[৫৪]

২. যতদূর সম্ভব বিলম্বিত করে সাহারী খাওয়া : পূর্বেকার উম্মাতের মধ্যে সাহারী খাওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল না। বর্তমানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও এই প্রথা নেই। কিন্তু ইসলামী শরিয়তে শেষ রাতে সাহারী খাওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগেও সাহারী খাওয়ার নিয়ম ছিল না। মানুষ রাতের যে পর্যন্ত জেগে থাকতে পারত কেবল সে সময় পর্যন্ত পানাহারের অনুমতি ছিল। এটা কঠিন অনুভূত হওয়ায় আল্লাহ তা'আলা দয়াপরবশ হলেন এবং হুকুম দিলেন :

﴿وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾

"তোমরা পানাহার করো যতক্ষণ না রাতের কৃষ্ণ রেখা হতে ফজরের শুভ্র রেখা তোমাদের নিকট স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়।"[৫৫]

অর্থাৎ- সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত সাহারী খাওয়ার হুকুম দেয়া হয়েছে।

সাহারীর গুরুত্ব প্রসঙ্গে মহানবী (ﷺ) ইরশাদ করেছেন :

تَسَحَّرُوْا فَإِنَّ فِي السَّحُوْرِ بَرَكَةً.

তোমরা সাহারী খাও, কেননা সাহারীতে বরকত রয়েছে।[৫৬]

আমাদের এবং আহলে কিতাবদের সাওমের মধ্যে পার্থক্যই হলো সাহারী খাওয়া। এ প্রসঙ্গে মহানবী (ﷺ) ঘোষণা করেছেন :

فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحُوْرِ.

আমাদের সাওম এবং আহলে কিতাবদের সাওমের মধ্যে পার্থক্য হলো সাহারী খাওয়া।[৫৭]

সাহারী যত দেরী করে খাওয়া হবে ততই মঙ্গল।

রাসূলে কারীম (ﷺ) আরও বলেছেন :

إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِنَاءُ فِي يَدِهِ فَلَا يَضَعْهُ حَتّٰى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ.

যখন তোমাদের মধ্যে কেউ ফজরের সালাতের আযান শুনে, আর তখন খাওয়ার পাত্রটি তার হাতে থাকে, তখন সে যেন তা রেখে না দেয়, যে পর্যন্ত না সে তার থেকে স্বীয় প্রয়োজন মিটিয়ে নেয়।[৫৮]

৩. রামাযান মাসের রাতে স্ত্রী সম্ভোগ : সাওম ফর্‌য হওয়ার সূচনাকালে পূর্ণ রামাযান মাসের মধ্যে কোনো রাতেই স্ত্রী সম্ভোগের অনুমতি ছিল না। এটা অত্যন্ত কঠিন ও দুঃসহ অনুভূত হওয়ায় আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করে নতুন বিধান দিলেন– যার ফলে রামাযান মাসের রাতে স্ত্রী সম্ভোগ সিদ্ধ হয়ে গেল। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلٰى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ﴾

"সাওমের সময় রাতে স্ত্রী সম্ভোগ তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো, তোমাদের স্ত্রী তোমাদের জন্য লেবাস স্বরূপ। আল্লাহ অবশ্যই জানতেন যে, তোমরা আত্মপ্রতারণা

---

* *মুদাররিসুল হাদীস- মাদ্‌রাসা দারুস সুন্নাহ।*

৫৪. *সহীহুল বুখারী- হা. ১৮৫৬ ও সহীহ মুসলিম- হা. ২৬০৮।*

৫৫. *সূরা আল বাক্বারাহ : ১৮৭।*

৫৬. *সহীহুল বুখারী- হা. ১৮২৩ ও সহীহ মুসলিম- হা. ২৬০৩।*

৫৭. *সহীহ মুসলিম- হা. ২৬০৪।*

৫৮. *সুনান আবূ দাউদ- হা. ২৩৫২।*

করছিলে। তারপর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমা পরবশ হলেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দিলেন। সুতরাং এখন তোমরা তাদের সাথে সহবাস করো এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা বিধিবদ্ধ করেছেন, তোমরা তার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করো।"[৫৯]

ফলে মাগরিবের পর থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত রামাযানের রাতে পানাহার ও স্ত্রী সহবাস তোমাদের জন্য হালাল করে দেয়া হলো। এ জন্য সাহাবায়ে কিরাম খুব খুশি হলেন।[৬০]

৪. ভুল করে পানাহার ও তার বিধান : সাওম পালনকারী সাওমের দিবসে ভুলবশতঃ পানাহার করে ফেললে, তার সাওম নষ্ট হবে না। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে কারীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন :

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ اَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ.

সাওম পালনকারী যদি ভুল করে খায় বা ভুল করে পান করে, তাহলে সে ইফতার না করে সাওম পূর্ণ করবে, কেননা আল্লাহ তা'আলা তাকে খাইয়েছেন এবং পানাহার করিয়েছেন।[৬১]

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে– রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন :

إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِيْ الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوْاعَلَيْهِ.

নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মাতের ভুল-ভ্রান্তি এবং যে কাজ তাদের জবরদস্তী করানো হয়, তা থেকে তাদের দায়মুক্ত করেছেন।[৬২]

৫. ফর্‌য গোসল : কেউ যদি ফজরের পূর্বে ফর্‌য গোসল করার সুযোগ না পায় অথবা নাপাক অবস্থায় সকাল হয়ে যায়, তাহলেও তার সাওমের কোনো রকম ক্ষতি হবে না। এ প্রসঙ্গে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন :

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِيْ رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ حُلْمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُوْمُ.

রামাযান মাসে ইহতিলাম ছাড়াই নবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ফর্‌য গোসলের প্রয়োজন থাকা অবস্থায় ফজরের ওয়াক্ত হয়ে যেত। তখন তিনি গোসল করতেন এবং সাওম পালন করতেন।[৬৩]

৬. মুসাফির ও অসুস্থ ব্যক্তির সাওম : মুসাফিরের জন্য সফরের অবস্থায় সাওম রাখা ওয়াজিব নয়। অনুরূপভাবে অসুস্থ ব্যক্তিদের ওপরও নয়। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

"তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে কিংবা ভ্রমণে থাকলে অন্য সময় গণনা করে কাযা সাওমগুলো পূরণ করে নিবে।"[৬৪]

৭. সাওমে বেসাল বা ইফতারবিহীন লাগাতার সাওম : উম্মাতে মুহাম্মাদীয়ার জন্য সাওমে বেসাল বা ইফতারবিহীন লাগাতার সাওম অর্থাৎ- দু'দিনব্যাপী পানাহার ও ইফতার থেকে বিরত থাকা জায়িয নয়। এ মর্মে একটি হাদীস প্রণিধানযোগ্য। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন :

نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ وَأَيُّكُمْ مِثْلِيْ إِنِّيْ أَبِيْتُ يُطْعِمُنِيْ رَبِّيْ وَيَسْقِيْنِ.

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাওমের ইফতার না করে বা রাতে কিছু না খেয়ে একাধিক দিবস সাওম রাখতে নিষেধ করলে মুসলমানদের মধ্য থেকে একজন ব্যক্তি তাঁকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি তো ইফতার না করে এরূপ সাওম রেখে থাকেন। উত্তরে রাসূলে কারীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমার মতো তোমরা কে আছো? আমি রাত যাপন করি এ অবস্থায় যে, আমার প্রভু পরওয়ারদিগার আমাকে আহার করান এবং পান করান।[৬৫]

৮. গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারীণী মাতার সাওম : গর্ভবতী স্ত্রীলোক এবং স্তন্যদানকারীণী মাতার জন্য সাওম কাযা করা জায়িয। এ সম্পর্কে রাসূলে কারীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

---

[৫৯]. *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৮৭।*
[৬০]. *তাফসীর ইবনু কাসীর- ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৫।*
[৬১]. *সহীহুল বুখারী- হা. ১৮৩১ ও সহীহ মুসলিম- হা. ২৭৭২।*
[৬২]. *ইবনু মাজাহ্- হা. ২০৪৫, 'আল্লামাহ্ শাইখ নাসিরুদ্দীন আল্-আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।*
[৬৩]. *সহীহুল বুখারী- হা. ১৮২৯ ও সহীহ মুসলিম- হা. ২৬৪৬।*
[৬৪]. *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৮৪।*
[৬৫]. *সহীহুল বুখারী- হা. ১৮৬৪ ও সহীহ মুসলিম- হা. ২৬২১।*

إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمَ عَنِ الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمُرْضِعِ وَالْحُبْلَى.

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা মুসাফির থেকে অর্ধেক সালাত এবং মুসাফির হতে সাওম অস্থায়ীভাবে আর স্তন্যদানকারীণী মাতা ও গর্ভবতী মহিলা হতে সাওম সাময়িকভাবে স্থগিত রেখেছেন।[৬৬]

৯. কাযা সাওম আদায়ের সময়সীমা : রামাযানের কাযা সাওম পরবর্তী রামাযানের পূর্ব পর্যন্ত যে কোনো সময় আদায় করার অবকাশ দেয়া হয়েছে। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন :

كَانَ يَكُوْنُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيْعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِيْ شَعْبَانَ قَالَ يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ تَعْنِيْ الشُّغْلَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ بِالنَّبِيِّ ﷺ.

আমার রামাযানের সাওম বাকী থাকত, আমি সেটা শা'বান মাস ছাড়া পূর্ণ করতে পারতাম না। ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ বলেন, 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এখানে এ কথাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, তাঁর সাথে নবী কারীম (ﷺ)-এর কাজ থাকার কারণে অথবা নবী কারীম (ﷺ)-এর সাথে তাঁর কাজ থাকার কারণে সেটা পূরণ করা সম্ভব হত না।[৬৭]

কাযা সাওম পূরণ করার পূর্বেই যদি কেউ মারা যায় তখন অবস্থা কি দাঁড়াবে? এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাণী প্রণিধানযোগ্য। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলে কারীম (ﷺ) ইরশাদ করেছেন :

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

যে ব্যক্তি মারা গিয়েছে আর ফর্‌য সাওম তার মাথায় অনাদায় রয়ে গেছে, তার ওয়ালী তার পক্ষে সাওম রাখবে।[৬৮]

১০. অতি বৃদ্ধের সাওম : যারা অতি বার্ধক্যের কারণে সাওম রাখতে অক্ষম হয়, তারা প্রতি সাওমের জন্য একজন মিসকীনকে খাওয়ালে দায়মুক্ত হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

﴿وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ﴾

"সাওম রাখা যাদের জন্য অতিশয় কষ্টের কারণ হয়, তাদের প্রতি সাওমের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে অন্নদান করা কর্তব্য।"[৬৯]

১১. তাক্বওয়া অর্জনই সাওমের একমাত্র উদ্দেশ্য : মানুষ যখন তাক্ওয়ার অধিকারী হবে, তখন তার মধ্যে ন্যায়নীতি, ইনসাফ, মানুষের দুঃখে শোকে সমবেদনা, বিপন্ন ও দুস্থ মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন ও কল্যাণ সাধন এবং মানুষের প্রতি মানুষের প্রেম-প্রীতি ও মমত্ববোধের প্রেরণা জাগ্রত হবে। এ তাক্ওয়াই মানুষের মন থেকে লোভ-লালসা, হিংসা–বিদ্বেষ, ক্রোধ, দাম্ভিকতা, পরশ্রীকাতরতা, অশ্লীলতা, অনাচার, অত্যাচার, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা ইত্যাদি গর্হিত কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখবে। ফলকথা সর্বপ্রকার মানসিক কলুষতা এবং অন্যায় অনাচার থেকে হৃদয় ও দেহকে পরিচ্ছন্ন রাখাই তাক্ওয়ার ফলশ্রুতি। আর সাওম সাধনা আমাদেরকে এ লক্ষ্যের দিকেই এগিয়ে দেয় এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ প্রদর্শন করে। এ সাধনাই মু'মিনকে আহার বিহারে, যৌন সম্ভোগে প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার ট্রেনিং প্রদান করে। আমরা জানি ঔষধ যতই উপকারী ও ফলদায়ক হোক না কেন, তার যথাযথ ব্যবহার না করা পর্যন্ত যেমন সেটা রোগীর কোন উপকারে আসে না, শীত বস্ত্র প্রচুর থাকা সত্ত্বেও তার দ্বারা সর্বাঙ্গ আবৃত না করা পর্যন্ত যেমন শীত নিবারণ হয় না, ঠিক তদ্রূপ রামাযানের বর্ণিত বৈশিষ্ট্যসমূহ যথার্থভাবে পালন না করলে ক্ষুধার্ত ও পিপাসিত থাকার কোনোই সার্থকতা নেই।

রোযাদারের মিথ্যা পরিহার অপরিহার্য : আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূলে কারীম (ﷺ) ইরশাদ করেছেন :

مَنْ لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِيْ أَنْ يَّدَعَ طَعَامَهُ وَ شَرَابَهُ.

যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও আচরণ পরিহার করল না, তার পানাহার বিরতিতে মহান আল্লাহর কোনোই প্রয়োজন নেই।[৭০]

---

[৬৬]. *আবূ দাঊদ- হা. ২৪১০, তিরমিযী- হা. ৭১৫, সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ২৫৮৪ ও সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১৬৬৭।*
[৬৭]. *সহীহুল বুখারী- হা. ১৮৪৯ ও সহীহ মুসলিম- হা. ২৭৪৩।*
[৬৮]. *সহীহুল বুখারী- হা. ১৮৫১ ও সহীহ মুসলিম- হা. ২৭৪৮।*
[৬৯]. *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৮৪।*
[৭০]. *সহীহুল বুখারী- হা. ১৮০৪।*

অন্যত্র রাসূলে কারীম (ﷺ) আরও বলেছেন :

مَنْ لَّمْ يَدَعِ الْخَنِيْ وَالْكَذِبَ فَلَا حَاجَةَ لِلّٰهِ أَنْ يَّدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

যে ব্যক্তি অশ্লীল বাক্য, মিথ্যা কথা পরিহার করল না তার উপবাস থাকার দরকার নেই।[৭১]

সুতরাং মিথ্যাকথন, মিথ্যা সাক্ষ্য, অশ্লীলতা, পরনিন্দা প্রভৃতি যুর ও কিযবের অন্তর্গত।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে আরও বর্ণিত আছে, রাসূলে কারীম (ﷺ) বাণী প্রদান করেছেন :

وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَصْخَبْ وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّيْ صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ.

তোমাদের কেউ যে দিন সিয়াম পালন করবে, সে অশ্লীলতার আশ্রয় নিবে না, হট্টগোল করবে না, কোনো ব্যক্তি তার সাথে মারামারি করতে প্রবৃত্ত হলে বা গালাগালি করলে দু'বার বলবে, আমি সিয়াম পালন করছি।[৭২]

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে আরও বর্ণিত আছে, মহানবী (ﷺ) বলেছেন :

كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الظَّمَاءُ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَّيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ.

অনেক সাওম পালনকারী এমন আছে কেবল ক্ষুধা আর পিপাসা ছাড়া যার ভাগ্যে অন্য কিছুই জোটে না। তেমনিভাবে রাতে 'ইবাদতকারী অনেক মানুষও এমন আছে যারা রাতে জাগরণ ছাড়া আর কিছুই লাভ করতে পারে না।[৭৩]

পরিশেষে বলা যায়, মহান আল্লাহর যাবতীয় বিধি-বিধানই সহজ-সাধ্য। কোনো প্রকার কঠিন করা আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য নয়। কাজেই আমাদের সকলের উচিত ইখলাস সহকারে মহান আল্লাহর বিধান পালনে সচেষ্ট হওয়া। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সহায় হোন –আমীন। ❑

[৭১]. *আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব- হা. ১০৮০; হাসান লি-গাইরিহী।*
[৭২]. *সহীহুল বুখারী- হা. ১৮০৫ ও সহীহ মুসলিম- হা. ২৭৬২।*
[৭৩]. *সুনান আদ্ দারিমী- হা. ২৭২০।*

কোন দেশে কত ঘণ্টা রোযা রাখতে হবে?

ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের সময়ের পার্থক্য দেখা যায়। তাই রোযা রাখার সময়ও কমবেশি হয়। এ বছর রামাযানে বাংলাদেশি মুসলিমদের জন্য রোযার সময় ১৪ ঘণ্টা।

এবার রামাযানে কোথাও রোযা পালন হবে ১২ ঘণ্টা আবার কোথাও প্রায় ১৮ ঘণ্টা।

২০২৩ সালে সবচেয়ে বেশি সময় রোযা রাখতে হচ্ছে– নরওয়ে, আইসল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, সুইডেন, স্কটল্যান্ডের বাসিন্দাদের। এসব দেশে বসবাসকারী মুসলমানরা ১৭ থেকে প্রায় ১৮ ঘণ্টা রোযা রাখবেন।

১৬ ঘণ্টা রোযা রাখতে হবে নেদারল্যান্ডস, পোল্যান্ড, যুক্তরাজ্য, কাজাখস্তান, বেলজিয়ামের মুসলমানদের। আর ১৫ ঘণ্টা রোযা রাখবেন ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, রোমানিয়া, কানাডা, বুলগেরিয়া, ইতালি, স্পেনে অবস্থানরত মুসলমানরা।

এদিকে পর্তুগাল, গ্রিস, চীন, যুক্তরাষ্ট্র, তুরস্ক, মরক্কো, জাপান, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরান, ইরাক, লেবানন, সিরিয়া, মিসর, জেরুজালেম, কুয়েত, ফিলিস্তিন, ভারত, হংকং, বাংলাদেশ, সৌদি আরব, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইয়েমেনের মুসলমানদের রোযা রাখতে হবে ১৪ ঘণ্টা।

রামাযানে ১৩ ঘণ্টা রোযা রাখবেন– ইথিওপিয়া, সেনেগাল, নাইজেরিয়া, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, সুদান, মালয়েশিয়া, কেনিয়া, অ্যাঙ্গোলা, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, ব্রাজিল, জিম্বাবুয়ে, দক্ষিণ আফ্রিকার মুসলমানরা।

বিশ্বে সবচেয়ে কম সময় এবার রোযা রাখবেন আর্জেন্টিনা, প্যারাগুয়ে, উরুগুয়ে, অস্ট্রেলিয়া, চিলি ও নিউজিল্যান্ডের মুসলমানরা। এ দেশগুলোতে রোযার সময়কাল ১২ ঘণ্টা।

[সূত্র : অনলাইন ডেস্ক, দৈনিক যুগান্তর, আল জাজিরা]

সাহাবা-চরিত

'উসমান ইবনু আফ্ফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)

(৬৪৪-৬৫৬ খ্রি./২৪-৩৫ হি.)

–আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী*

[পর্ব- ০৩]

খলিফা 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কয়েকটি প্রদেশের গভর্নর পরিবর্তন করে নতুন গভর্নর নিয়োগ দেন এঁদের মধ্যে কেউ অযোগ্য ছিলেন না। তিনি যোগ্যদেরকে গভর্নর পদে নিয়োগ দেন। এর মধ্যে দু'একজন আত্মীয় ছিল। তিনি জনগণের দাবির প্রেক্ষিতে অভিযোগ উত্থাপিত হলে তাদের বরখাস্ত করতেন। আর তিনি যখন জনপ্রিয় শাসক ছিলেন তখন এসব নিয়োগ দিয়েছিলেন। এ সকল পরিবর্তন কুফা, বসরা ও মিশরে– অন্যান্য প্রদেশে নয়।

'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলোর মধ্যে অন্যতম কুরআন মাজীদ দগ্ধীভূতকরণ। তাদের অভিযোগ, 'উসমান কুরআন মাজীদ পুড়িয়ে ফেলেছেন। তাদের এ অভিযোগ অসত্য ও অযৌক্তিক। কারণ 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর আমলে মুসলিম সাম্রাজ্য সম্প্রসারিত হয়। 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সময় বৃহৎ সাম্রাজ্যের মধ্য হতে বিভিন্ন ভাষায় কুরআন মাজীদ পাঠ, উচ্চারণ ও আবৃত্তিতে মতপার্থক্য দেখতে পান। 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য ৬৫১ খ্রিষ্টাব্দে যায়েদ ইবনু সাবেত (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র নেতৃত্বে কুরআন সংরক্ষণ ও সংস্কার কমিটি গঠন করেন। এ কমিটি উম্মুল মু'মিনীন হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র নিকট রক্ষিত কুরআনের মূল পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মিলিয়ে কুরআন তৈরি করেন। অপ্রামাণ্য ও সামঞ্জস্যহীন কপিগুলো ভস্মীভূত করেন। কিন্তু সকলেই তার এ কাজের প্রশংসা করলেও কিছু স্বার্থান্বেষী মহল 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বিরুদ্ধে কুরআন অপমানের অভিযোগ এনে বিদ্রোহ করেন। কিন্তু তাদের এ অভিযোগ সত্য নয়, কারণ কুরআন বিশুদ্ধকরণ প্রক্রিয়াই ছিল সঠিক।

'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে যে, তিনি রাষ্ট্রীয় অর্থ আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বিলিয়েছেন। বিশেষ করে উমাইয়াদের রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি দিয়ে দেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ সঠিক বলে ঐতিহাসিক হিট্টি, মাসুদী, মুইর মন্তব্য করেন। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলে 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় অর্থ অপচয়ের অভিযোগ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও মিথ্যা, কারণ 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) অত্যন্ত সরল প্রকৃতির ছিলেন। তাঁর নিজের অর্থই তিনি বিলিয়ে দিতেন। ইসলামের খেদমতে ব্যক্তিগত সম্পদ দু'হাতে বিলিয়েছেন। তিনি রাষ্ট্রীয় সম্পদের এক দিরহামও গ্রহণ করেননি। ব্যক্তিগত কাজে রাষ্ট্রীয় সম্পদকে হালাল মনে করেননি। তাই তাঁর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ সত্য নয়। তবে উমাইয়ারা কিছু কিছু রাষ্ট্রীয় সম্পদ কুক্ষিগত করে– যা 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর অজ্ঞাতসারে। আর এর জন্য খলিফাকে দোষারোপ করা যায় না।

খলিফার বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ ছিল চারণভূমি নিজস্ব পশুপালনের কাজে ব্যবহার। তিনি সরকারী চারণভূমিতে জনসাধারণের উট ও ঘোড়া চরানো নিষেধ করেছিলেন। বস্তুত এ অভিযোগও মিথ্যা। কারণ এ ব্যবস্থা পূর্ববর্তী দুই খলিফার আমলে ছিল। সরকারি চারণভূমি সরকারি কাজে ব্যবহৃত উট ও ঘোড়া চারণের জন্য সংরক্ষণ করা হতো। খলিফা শুধু তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন মাত্র। তিনি ব্যক্তিগত কাজে কোনোদিনই সরকারি ভূমি ব্যবহার করেননি।

আবূ যার আল-গিফারী ছিলেন একজন সাধক পুরুষ এবং মুহম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রিয়তম সাহাবি। তিনি মুসলমানদের জাঁকজমক ও বিলাসবহুল জীবনযাপন পছন্দ করতেন না। তাঁর মতে, মুসলমানগণ সাদাসিধা ও অনাড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপন করবে। ধন-সম্পদ সঞ্চয় করার জন্য নয়, এটি জনহিতকর কাজে ব্যয় করার জন্য। কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী নির্দিষ্ট হারে যাকাত দেওয়ার পর সম্পদ জমা করা বৈধ। আবূ যার প্রথমে সিরিয়াতে তাঁর মতবাদ প্রচার করে খলিফার বিরুদ্ধে জনগণকে উত্তেজিত করে তোলেন। সিরিয়ার গোলযোগ এড়ানোর জন্য মু'আবিয়াহ্ কৌশলে তাঁকে মদিনায় খলিফার নিকট প্রেরণ করেন। খলিফা 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আবূ যারকে বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, যাকাত প্রদানের পর ধন সঞ্চয় বৈধ, কিন্তু তিনি খলিফার উপদেশ উপেক্ষা করে মদিনাতে তাঁর মতবাদ প্রচার করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেন। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার স্বার্থে খলিফা আবূ যারকে রাবাযাতে নির্বাসন দেন। দুর্ভাগ্যবশত নির্বাসিত থাকাকালে আবূ যার মৃত্যুবরণ করেন। বিদ্রোহীরা এটাকে সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করেন এবং জনগণকে খলিফার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলেন। নিরপেক্ষ বিচারে খলিফা কর্তৃক আবূ যারের নির্বাসন ছিল রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্য অপরিহার্য।

* **ভাইস-প্রেসিডেন্ট,** বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস; **প্রফেসর ও ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

খলিফা 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সময় কা'বাগৃহ সম্প্রসারণের কাজ আরম্ভ হয় এবং খলিফা 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র সময় ৬৪৭ খ্রিষ্টাব্দে তা সমাপ্ত হয়। কা'বাগৃহ সম্প্রসারণের সময় যে লোকের গৃহ ভেঙে দেওয়া হয়েছিল তারা ইসলামী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে কোনোরূপ ক্ষতিপূরণ দাবি করেনি। খলিফা 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সরলতার সুযোগে ঐসব লোক বিদ্রোহ করে কিন্তু খলিফা তাদের দাবি অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দিতে স্বীকার করলেও পরবর্তীতে তারা ক্ষতিপূরণ নিতে অস্বীকার করে সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য খলিফা তাদেরকে বন্দী করেন।

'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মক্কায় গিয়ে কসর (সংক্ষিপ্ত) নামায পড়তেন না। তিনি পুরা নামায পড়তেন। এ বিষয়ে তিনি জিজ্ঞাসিত হলে, উত্তরে বলেছিলেন, "আমি মক্কাতে নিজেকে প্রবাসী মনে করি না। তাই পুরা নামায পড়ি।" কসর না করে পুরো সালাত আদায় করার বিষয়টি একান্তই তার ব্যক্তিগত ইস্তেহাদ।

খলিফার নিকট বিভিন্ন প্রদেশ হতে প্রাদেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসে। খলিফা পরবর্তী হজ্জের সময় অভিযোগকারীদের অভিযোগসহ তাদেরকে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন, কারণ হজ্জের সময় সকল শাসনকর্তা হাজির হন। কিন্তু অভিযোগকারীরা কেউই উপস্থিত হননি। এতেই প্রমাণ হয়, অভিযোগকারীদের অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। সরলমতি খলিফার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো ছিল ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক। জনসাধারণ বৃদ্ধ খলিফাকে ভুল বুঝে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এর ফলে তাঁকে নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করতে হয়।

'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হত্যার কারণগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো–

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং আবূ বক্‌র ও 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র খিলাফতকালে প্রায় এক শতাব্দীকাল বানু হাশেমী ও বানু উমাইয়াহ গোত্রের মধ্যকার বিরোধ সুপ্ত থাকে, তখন তারা ইসলামের সাম্যের বাণীতে একতাবদ্ধ ছিল। খলিফা 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর আমলে কুফা, বসরা ও মিশরে কতিপয় বিদ্রোহী উত্তেজনা সৃষ্টি করে। এ গোত্রীয় প্রতিহিংসা 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হত্যাকে ত্বরান্বিত করে। খুলাফায়ে রাশেদীনের তৃতীয় খলিফা গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচিত হলেও 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সমর্থকগণ এ নিয়োগকে অবৈধ বলে। তাদের দাবি 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর স্বগোত্রীয় এবং জামাতা, তাই খিলাফতের যুক্তিসঙ্গত দাবিদার 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। ফলে 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বিরুদ্ধে তারা বিদ্রোহ করে। 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর আমলে আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে সদ্ভাব ছিল। 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর আমলে মুহাজিররা অবহেলিত হতে থাকে, এমনকি মজলিসে শূরার সদস্য পদ হতে তাদের বাদ দেয়া হয়– যা পরবর্তীকালে 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হত্যায় ইন্ধন যোগায়।

মদিনায় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় জনসাধারণকে তা মেনে চলতে হতো। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং খলিফা আবূ বক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর আমলে এ ব্যবস্থা চালু ছিল। অবাধ মেলামেশা, বাক-স্বাধীনতা, সমালোচনার পূর্ণ অধিকার থাকায় বিদ্রোহীরা 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর খিলাফতে নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য সাম্রাজ্যের সর্বত্র অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে দেয়।

মুনাফিক ইবনু সাবাহ নিজের স্বার্থে অন্ধ হয়ে 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর পক্ষে এবং 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বিপক্ষে অপপ্রচার চালাতে থাকে। তাঁর মতে মুহম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জামাতা 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) খিলাফতের একমাত্র দাবিদার। অপর তিনজন 'আলীকে অবৈধভাবে বঞ্চিত করে খলিফা নিযুক্ত হয়েছে। ইবনু সাবার অপপ্রচারের ফলে কুফা ও বসরায় 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষিত হয়।

খলিফা 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একজন উদার ও সরল প্রকৃতির ব্যক্তিত্ব। বিদ্রোহীরা খলিফার সরলতাকে তাঁর দুর্বলতা ধরে নিয়ে বিদ্রোহ করে। তারা অল্প কিছুতেই বিদ্রোহ করতে সাহস পায়। ইসলামের এই সংকটময় মুহূর্তে 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বলিষ্ঠ ও কঠোর প্রকৃতির হওয়া প্রয়োজন ছিল।

মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিক– ইহুদি, খ্রিষ্টান ও ম্যাজিয়ান সম্প্রদায়ের লোকেরা পূর্ণ ধর্মীয় ও নাগরিক স্বাধীনতা ভোগ করেন। কিন্তু মুসলিম শাসন তাদের কাছে যন্ত্রণাস্বরূপ মনে হতো। তাই তারা 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের সাহায্য ও সহযোগিতা করে।

ইসলামের বিজয়াভিযানে কুরাইশগণের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অকুরাইশ মুসলমানগণ যুদ্ধ করেন। কিন্তু 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কুরাইশদের মক্কার পরিবর্তে ইরাকের

ভূমি দান করেন। অমুসলিম প্রজারাও ইরাকি ভূমির দাবিদার ছিল কিন্তু তারা কেউ উক্ত ভূমি পায়নি। ফলে অকুরাইশরা খলিফা 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে পক্ষপাতিত্বের দোষে অভিযুক্ত করেন।

যাযাবর আরববাসীরা কেন্দ্রীয় শাসনে অভ্যস্ত ছিল না। তারা সব সময় স্বাধীনভাবে কার্য পরিচালনা করত কিন্তু খিলাফতকালে ইসলামী শরিয়ত মোতাবেক কেন্দ্রীয় শাসন মেনে চলতে হতো। অনভ্যস্ত যাযাবরদের বিরোধই ছিল তাঁর হত্যার অন্যতম কারণ।

খলিফা 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর রাজত্বকালে প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন মারওয়ান। তাঁর স্বার্থপর কার্যকলাপের জন্য সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিদ্রোহ শুরু হয়। খলিফার সরলতার সুযোগে তিনি উমাইয়াদের সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় বসান। হাশেমীদের ধনে-মনে দুর্বল করে উমাইয়াদের সুপ্রতিষ্ঠিত করা মারওয়ানের নীতি ছিল।

বিদ্রোহীরা কুফা ও মিশরের গভর্নরের পরিবর্তনের জন্য 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে চাপ দিলে খলিফা 'উসমান তাদের দাবি মেনে নেন এবং স্ব-স্ব স্থানে ফিরে যেতে নির্দেশ দেন, কিন্তু ফেরার পথে বিদ্রোহীরা মারওয়ানের জাল করা খলিফার পত্র উদ্ধার করেন। সেখানে লেখা ছিল বিদ্রোহীরা স্ব-স্ব স্থানে ফিরে গেলে প্রাদেশিক গভর্নরগণ তাদেরকে হত্যা করবে। তাই বিদ্রোহীরা ক্ষিপ্ত হয়ে পুনরায় মদিনাতে ফিরে আসেন এবং ইবনু সাবাহ আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর পুত্র মুহাম্মদের নেতৃত্বে 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর গৃহে জোরপূর্বক প্রবেশ করে 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে হত্যা করেন। খলিফাকে রক্ষা করতে গিয়ে তাঁর স্ত্রী লায়লা হাতের আঙুল হারান। পি. কে. হিট্টি বলেন, অর্থাৎ- "Thus fell the first Khalifa whose blood was shed by Moslem hands." "ইতিহাসে এভাবে মুসলমানদের দ্বারা রক্তপাতে নিহত তিনিই প্রথম খলিফা।"

'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হত্যার ফলাফল ইসলামের ইতিহাসে সুদূরপ্রসারী ঘটনা। জার্মান ঐতিহাসিক ওয়েল হাওসেন বলেন, "The murder of Uthman was more epoch-making than almost any other event of Islamic History." অর্থাৎ- "'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হত্যা ইসলামের ইতিহাসে যে কোনো ঘটনা অপেক্ষা অধিকতর যুগান্তকারী।"

'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাহাদাত বরণের ফলে খিলাফতের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধাবোধ ক্রমশ শিথিল হয়ে পড়ে। খোদাবক্সের ভাষায়, "'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নৃশংস হত্যা সর্বকালের জন্য একটা পবিত্রতা বিনষ্ট করে।"

জোসেফ হেলের মতে, "The murder of Uthman was a signal of civil war", অর্থাৎ- "'উসমান হত্যা ছিল গৃহযুদ্ধের সংকেতস্বরূপ।" এর ফলে মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হয়। পরবর্তীকালে সিফফিনের যুদ্ধ উষ্ট্রের যুদ্ধ ও কারবালা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। ওয়েল হাওসেন আরও বলেন, 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হত্যার জন্য গৃহযুদ্ধের কপাট খুলে যায় এবং তা কখনো বন্ধ হয়নি। হাসেমী ও উমাইয়া বিরোধ চরম আকার ধারণ করে।

ইসলামী প্রজাতন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দু মদিনার প্রাধান্য ও গৌরব লোপ পায়। মক্কা-মদিনার পরিবর্তে প্রাধান্য পায় কুফা, দামেস্ক, ফুসতাত, বসরা, বাগদাদ প্রভৃতি শহরসমূহ। পরবর্তী কালে উমাইয়া খলিফাগণ বনু হাশেম গোত্রকে বিকৃতভাবে চিত্রিত করে, কালচক্রে হাশেম বা 'আব্বাসীয় খলিফাগণও অনুরূপভাবেই উমাইয়াদের চিত্রিত করে। এজন্য গর্হিত কাজের পালা বদলের মূলে ছিল খলিফা 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হত্যা।

'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হত্যার ফলে গণতন্ত্র ধ্বংসের পথ প্রশস্ত হয়। 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) খিলাফতে এসে গণতন্ত্র বজায় রেখেছিলেন। কিন্তু মু'আবিয়াহ্ ক্ষমতায় এসে রাজতন্ত্রের প্রবর্তন করেন। ঐতিহাসিক খোদাবক্সের ভাষায়, "ঈশ্বরতন্ত্রকে রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত করে।"

'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হত্যার ফলে মুসলিম ঐক্য বিনষ্ট হয়, মুসলমানরা বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ধারাবাহিক সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। সৃষ্টি হয় খারেজি, শিয়া-সুন্নি ইত্যাদি।

'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হত্যা ইসলামের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা কলঙ্কজনক ঘটনা। 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হত্যার জন্য তিনি নিজে দায়ী ছিলেন না। কারণ তিনি সরল ও উদার প্রকৃতির ছিলেন। তাঁর সরলতার জন্য বিদ্রোহীগণ তাঁর বিরুদ্ধে সহজে বিদ্রোহ করতে সাহস পেয়েছে। তাঁর হত্যার পর মুসলমানগণ উমাইয়া-হাশেমী গোত্রে বিভক্ত হয়ে দীর্ঘ দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটে এবং মুসলিম জাতি পেছিয়ে পড়ে। *[চলবে ইন্‌শা-আল্লাহ]*

ক্বাসাসুল হাদীস

শহীদ, 'আলেম ও দানবীরের পরিণাম যখন জাহান্নাম

–গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক★

কোনো কাজ করতে যাওয়ার পূর্বে নিয়ত করা অপরিহার্য। শরিয়তের পরিভাষায় মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তাঁর নির্দেশ পালনের উদ্দেশ্যে কাজ করার সংকল্পকে নিয়ত বলা হয়। সৎকাজ করে পুণ্য লাভ করতে হলে তার উদ্দেশ্যও সৎ হতে হবে। কাজের শুভ পরিণতি লাভের জন্য ভালো নিয়ত বা সৎ উদ্দেশ্য একান্ত অপরিহার্য। যথাযথ নিয়ত বা সংকল্প ব্যতীত 'আমল সঠিক, পরিপূর্ণ ও পুণ্যবহ হতে পারে না। বিশুদ্ধ নিয়ত ছাড়া কোনো 'আমলই আল্লাহ তা'আলার কাছে কবুল হবে না।

"আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : ক্বিয়ামতের দিন প্রথমে এক শহীদ ব্যক্তির ব্যাপারে বিচার হবে। আল্লাহ তা'আলার তাকে হাশ্‌রের ময়দানে পেশ করবেন এবং তাকে তিনি তাঁর সকল নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। অতঃপর তার এসব নিয়ামতের কথা স্মরণ হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি এসব নিয়ামত পাবার পর দুনিয়াতে তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বীকারে কী কাজ করেছ? সে উত্তরে বলবে, আমি তোমার (সন্তুষ্টির) জন্য তোমার পথে (কাফিরদের বিরুদ্ধে) লড়াই করেছি, এমনকি শেষ পর্যন্ত আমাকে শহীদ করে দেয়া হয়েছে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। তোমাকে বীরপুরুষ বলবে এজন্য তুমি লড়াই করেছ। আর তা বলাও হয়েছে (তাই তোমার উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে)। তখন তার ব্যাপারে হুকুম দেয়া হবে এবং তাকে উপুড় করে টেনে হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তি– যে নিজে জ্ঞানার্জন করেছে, অন্যকেও তা শিক্ষা দিয়েছে ও কুরআন পড়েছে, তাকে উপস্থিত করা হবে। তাকে দেয়া সব নিয়ামত আল্লাহ তা'আলা তাকে স্মরণ করিয়ে দিবেন। এসব নিয়ামত তার স্মরণ হবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে জিজ্ঞেস করবেন, এসব নিয়ামতের তুমি কি শোকর আদায় করেছ? সে উত্তরে বলবে, আমি 'ইল্‌ম অর্জন করেছি, মানুষকে 'ইল্‌ম শিক্ষা দিয়েছি, তোমার জন্য কুরআন পড়েছি। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ, তোমাকে 'আলেম বলা হবে, ক্বারী বলা হবে, তাই তুমি এসব কাজ করেছ। তোমাকে দুনিয়ায় এসব বলাও হয়েছে। তারপর তার ব্যাপারে হুকুম দেয়া হবে এবং তাকেও উপুড় করে টেনে-হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

এরপর তৃতীয় ব্যক্তি– যাকে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন ধরনের মাল দিয়ে সম্পদশালী করেছেন, তাকেও মহান আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে দেয়া সব নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। এসব তারও মনে পড়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে এবার জিজ্ঞেস করবেন, এসব নিয়ামত পেয়ে তুমি কি 'আমল করেছ? সে ব্যক্তি উত্তরে বলবে, আমি এমন কোনো খাতে খরচ করা বাকী রাখিনি, যে খাতে খরচ করাকে তুমি পছন্দ করো। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ, তুমি খরচ করেছ, যাতে মানুষ তোমাকে দানবীর বলে। সে খিতাব তুমি দুনিয়ায় অর্জন করেছ। তারপর তার ব্যাপারে হুকুম দেয়া হবে এবং তাকে উপুড় করে টেনে-হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[৭৪]

উপরোক্ত হাদীস থেকে এ কথাটি সুস্পষ্ট যে, 'আমল যতই করি না কেনো নিয়ত যদি পরিশুদ্ধ না হয় তাহলে সে 'আমল আমাকে জান্নাতে না নিয়ে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। তাইতো রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অন্য এক হাদীসে বলেছেন :

"اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَاِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوْ اِلَى امْرَاَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلَى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ".

অর্থাৎ- "যাবতীয় কাজ নিশ্চিতভাবে নিয়ত অনুসারেই হয়ে থাকে। আর মানুষ যা নিয়ত করে তার তাই হাসিল হয়। তাই যার হিজরাত দুনিয়ার কোনো উদ্দেশ্যের জন্য হবে অথবা কোন নারীকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে, তাহলে তার হিজরাত সে অনুসারেই হয়েছে বলে গণ্য হবে যে উদ্দেশ্যে সে হিজরাত করেছে।[৭৫] ❑

★ *প্রভাষক- সিটি মডেল কলেজ, জুরাইন, ঢাকা।*

[৭৪] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৯০৫।*
[৭৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ০১।*

বিশেষ মাসায়িল

তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের পার্থক্য? আট না-কি বিশ রাকআত?

"রাসূল (ﷺ) তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো, আর যা কিছু নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো।" *(সূরা আল হাশর : ৭)*

আরাফাত ডেস্ক : তারাবীহ সালাত নিয়ে আমাদের দেশে যুগ যুগ ধরে বিতর্ক চলে আসছে। কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর অনুসারীগণ বলেন, রামাযান মাসে যা তারাবীহ অন্য মাসে তা-ই তাহাজ্জুদ; পক্ষান্তরে মাযহাবের অনুসারীগণ মনে করেন, তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ সালাত ভিন্ন। তবে উভয় সালাতই কিয়ামুল লাইল বা রাতের সালাত। অপর দিকে রাকআত সংখ্যা নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। কেউ বলেন, আট রাকআত, আবার কেউ বলেন বিশ রাকআত। এ প্রশ্নের কিঞ্চিত সমাধান নিম্নের আলোচনায় প্রদত্ত হলো–

তাহাজ্জুদ ও তারাবীহ দু'টিই রাতের সালাত। এর সময় হচ্ছে 'ইশার সালাতের পর থেকে সুব্হে সাদিক পর্যন্ত। রামাযান মাসে প্রথম রাতে সালাত আদায় করলে তাকে তারাবীহ এবং শেষভাগে আদায় করলে তাকে তাহাজ্জুদ বলা হয়। নবী (ﷺ) রামাযানে যখন তারাবীহ আদায় করেছেন সেদিন রাতের শেষাংশে আর তাহাজ্জুদ পড়েননি। আর তিনি যেদিন তাহাজ্জুদ পড়তেন সেদিন তারাবীহ পড়তেন না। যেমন- সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনান আন্ নাসায়ী ও সুনান আবূ দাউদে আবূ সালামাহ্ ইবনু 'আব্দুর রহমান (ﷺ) থেকে বর্ণিত, তিনি 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে জিজ্ঞেস করেন যে,

"রামাযানে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সালাত কিরূপ ছিল? তিনি বলেন, রামাযান মাসে ও রামাদ্বান ছাড়া অন্য সময়ে (রাতে) তিনি এগার রাকআত হতে বৃদ্ধি করতেন না। তিনি দুই করে চার রাকআত সালাত আদায় করতেন (অর্থাৎ- বিরতি দিতেন)। সে চার রাকআত-এর সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য ছিল প্রশ্নাতীত। এরপর দু'রাকআত করে চার রাকআত সালাত আদায় করতেন তার সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য ছিল প্রশ্নাতীত। এরপর তিন রাকআত বিত্র সালাত আদায় করতেন।" এখন প্রশ্ন হচ্ছে– তারাবীহ এবং তাহাজ্জুদ যদি ভিন্ন সালাত হতো তাহলে রামাযান মাসে নবী (ﷺ)-এর সালাত কি করে এগার রাকআত হতো? 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তো বললেন, রামাযান মাসে এবং রামাদ্বান ছাড়া অন্য মাসে এগার রাকআত হতে বৃদ্ধি করতেন না। যদি রামাযানে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দু'টি সালাতই নবীজি আদায় করতেন তাহলে, সালাতের রাকআত সংখ্যা দাঁড়াতো, আট রাকআত যোগ আট রাকআত যোগ তিন রাকআত অর্থাৎ- উনিশ রাকআত। অতএব, এ কথা বলার অপেক্ষাই রাখে না যে, নবী (ﷺ) রামাযান ছাড়া তাহাজ্জুদ হিসেবে যে সালাত আদায় করতেন, রামাযানে তারাবীহ্ আদায় করলে ঐ একই পরিমাণ সালাত তিনি আদায় করতেন। অর্থাৎ- তারাবীহ্ ও তাহাজ্জুদ একই সালাত।[৭৬]

সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, মুয়াত্তা মালিক ও সুনান আন্ নাসায়ীতে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত,

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي المَسْجِدِ، فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ القَابِلَةِ، فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوْا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ : «قَدْ رَأَيْتُ الَّذِيْ صَنَعْتُمْ وَلَمْ يَمْنَعْنِيْ مِنَ الخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّيْ خَشِيْتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ وَذٰلِكَ فِيْ رَمَضَانَ.

"তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) গভীর রাতে বের হয়ে মসজিদে সালাত আদায় করলেন। কিছু সংখ্যক পুরুষ তার পিছনে সালাত আদায় করেন। সকালে লোকেরা এ সম্পর্কে আলোচনা করেন, ফলে ২য় পর্বের দিন লোকেরা অধিক সংখ্যায় সমবেত হন। তিনি সালাত আদায় করেন এবং লোকেরা তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করেন। সকালে তারা এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। তৃতীয় রাতে মসজিদে মুসল্লীর সংখ্যা আরও বেড়ে যায়। এরপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বেরিয়ে এসে সালাত আদায় করেন ও লোকেরা তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করেন। চতুর্থ রাতে মসজিদে মুসল্লীদের সংকুলান হলো না, কিন্তু তিনি রাতে আর বের না হয়ে ফযরের সালাতে বেরিয়ে আসলেন এবং সালাত শেষে লোকদের দিকে ফিরে প্রথমে তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য দেয়ার পর বলেন, শুনো! (গত রাতে) তোমাদের অবস্থা আমার অজানা ছিল না। কিন্তু আমি এই রাতের (নফল) সালাত তোমাদের উপর ফর্য হয়ে যাবার আশঙ্কা করছি। আর তোমরা তা আদায় করায় অপারগ হয়ে পড়তে।"

[৭৬]. *সহীহুল বুখারী- হা. ২০১৩।*

সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রামাযান মাসে সালাতে তারাবীহ পড়তে উৎসাহ দিতেন। তবে এ বিষয়ে খুব একটা তাগিদ দিতেন না; বরং এরূপ বলতেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় রামাযান মাসে সালাতে তারাবীহ পড়বে তার জন্য পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করা হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওফাতের পর সালাতে (তারাবীহ্র রাকআত-এর সংখ্যা) চলমান অবস্থায়ই থাকলো। আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র যুগেও অপরিবর্তিত থাকলো। এমনকি 'উমরের যুগেও আট রাকআত তারাবীহই প্রচলিত ছিল।"

সুনান আবূ দাউদে হাসান বাস্রী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, "তিনি বলেন, 'উমার ইবনু খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উবাই ইবনু কা'ব-এর পিছনে তারাবীহর সালাত আদায় করার উদ্দেশ্যে একত্রিত করেন। ঐ সময় উবাই (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাদের নিয়ে রামাযানের প্রথম বিশ দিন (তারাবীহর) সালাত আদায় করতেন এবং এর মধ্যে তিনি শেষ দশ দিন বিত্রের সালাতের দু'আ কুনূত পাঠ করতেন। রামাযানের শেষ দশ দিন তিনি স্বীয় গৃহে একাকী সালাত আদায় করতেন।"

রিয়াদ থেকে প্রকাশিত অন্যতম সহীহ হাদীস গ্রন্থ মুয়াত্তা মালিকের প্রথম খণ্ডে লেখা হয়েছে, "আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রাতের বেলায় এগার রাকআত (তিন রাকআত বিত্রসহ) সালাতে তারাবীহ পড়তেন।"

মু'আত্তা মালিকের উক্ত খণ্ডে এবং ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের মু'আত্তা ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লাহ) ১ম খণ্ড অধ্যায় ৬-এ ৩ ও ৪ নম্বর রিওয়ায়াতে 'আব্দুর রহমান হতে বর্ণিত, "তিনি বলেন, রামাযান মাসে আমি 'উমার ইবনু খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে মাসজিদের দিকে বের হলাম। সেখানে দেখা গেল বিশৃঙ্খলভাবে লোকজন সালাতে লিপ্ত। অপরদিকে একজন সালাত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন এবং তার পিছনে একদল সালাত পড়ে চলেছেন। এমতাবস্থায়, 'উমার বলেন, আমি যদি তাদের সবাইকে শৃঙ্খলার সাথে একজন ইমামের পেছনে সালাত পড়তে দেখতাম তবে কতই না আনন্দ পেতাম। তারপর তিনি উবাই ইবনু কা'ব ও তামীম দারীকে ইমাম নিযুক্ত করলেন। আর এটাও বলেন যে, তারা যেন বিত্রসহ সর্বমোট এগার রাকআত পড়ান।"

সহীহ মুসলিমে আবূ সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, "তিনি বলেন, আমি 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর রাতের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, তিনি তের রাকআত সালাত আদায় করতেন। আট রাকআত সালাত আদায় করতেন, তারপর বিত্র। পরে বসে দু'রাকআত সালাত আদায় করতেন।"

সহীহ মুসলিমে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে আরও বর্ণিত, "রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এগার রাকআত সালাত আদায় করতেন এবং প্রতি দু'রাকআতে সালাম ফিরাতেন। আর বিত্র করতেন এক রাকআত। পরে ফজরের ওয়াক্ত পূর্ণ হয়ে উঠলে এবং মুয়ায্যিন তাঁর কাছে এলে তিনি সংক্ষেপে দু'রাকআত সালাত আদায় করতেন। তারপর ইকামতের জন্য মুয়ায্যিন তাঁর কাছে আসা পর্যন্ত তিনি ডান পার্শ্বের উপর শুয়ে থাকতেন।"

বর্ণিত হাদীসসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ একই সালাত। প্রথম রাতে তারাবীহ আদায় করলে শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়ার উল্লেখ নেই এবং শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়লে প্রথম রাতে তারাবীহ পড়ার প্রয়োজন নেই।

দ্বিতীয়তঃ তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ দু'রাকআত করে মোট দশ রাকআত পড়ে এক রাকআত বিত্র পড়া যায়।

বিশ রাকআত তারাবীহ আদায় প্রসঙ্গে : মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবায় বর্ণিত, "ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রামাযান মাসে বিশ রাকআত তারাবীহ পড়তেন। তারপর বিত্র পড়তেন।"

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নামে এই হাদীসটি তৈরি করেছে ইব্রাহীম ইবনু 'উসমান আবী শাইবাহ্। ইমাম শু'বাহ্-সহ অনেক মুহাদ্দিসের মতে, তিনি একজন মিথ্যাবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, সে পরিত্যাক্ত। তার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

ইয়াযীদ রুমানের বরাতে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, "উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সময় লোকেরা রামাযান মাসে তেইশ রাকআত সালাত আদায় করত।" ইমাম রাহাকী এটিকে য'ঈফ বলেছেন। হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত 'আলেম ইমাম যায়লায়ী এবং আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী বলেন, ইয়াযীদ রুমান 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সময় জন্মগ্রহণই করেননি। অতএব, সে কি করে 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে সালাত আদায় করতে দেখলো। মীযানুল ইতিদাল-এর প্রথম খণ্ডে জগৎ বিখ্যাত মুহাদ্দিস আমিরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস ইমাম বুখারী আবূ শাইবার হাদীস প্রসঙ্গে বলেন, "আবূ শাইবাহ্ সম্পর্কে মহাপণ্ডিতগণ বর্জনমূলক ভূমিকা পালন করেছেন। ইমাম বুখারী আরও বলেন, তার হাদীস বর্জনীয়।"

এখন স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে, ইমাম বুখারী যাকে বর্জন করলেন, যার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয় বলে মত প্রকাশ করলেন, ইমাম নাসায়ী যাকে বর্জন করলেন, যার হাদীস

গ্রহণযোগ্য নয় বলে মত প্রকাশ করলেন, যার হাদীস সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর বর্ণিত হাদীসের সম্পূর্ণ পরিপন্থি, সেই হাদীস নামের জাল হাদীসটি, বর্জনীয় হাদীসটি কি করে এই উপমহাদেশের 'আলেম সমাজ গ্রহণ করলেন? আর তাই হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত 'আলেম সহীহুল বুখারীর ভাষ্যকার হাফেযুল হাদীস ইমাম ইবনু হাজার আসক্বালানী লিখেছেন, উক্ত বিশ রাকআতের হাদীসটি সনদের দিক থেকে অত্যন্ত দুর্বল। অধিকন্তু তা সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত এবং স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক পঠিত এগার রাকআত সম্পর্কীয় বিশুদ্ধ হাদীসের খেলাফ। সুনান দারেমীর প্রণেতা ইমাম দারেমী বলেন, "ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু মু'ঈনের উক্তি হচ্ছে যে, আবূ শাইবাহ্ বিশ্বাসযোগ্য নয়।" মুসনাদে আহমাদের সংকলক অন্যতম প্রখ্যাত ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলও বলেন : "আবূ শাইবাহ্ য'ঈফ ও দুর্বল।"

বিশ রাকআত প্রসঙ্গে বিজ্ঞ হানাফী 'আলেমগণ :

● হানাফী মাযহাবের আর এক জগৎ বিখ্যাত 'আলেম আত্ তিরমিযীর ভাষ্যকার আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী আল হানাফী বলেন, "রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে একমাত্র আট রাকআত তারাবীহর হাদীসটি বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আর বিশ রাকআত-এর হাদীস য'ঈফ ও দুর্বল প্রমাণিত হয়েছে। উক্ত হাদীসের দুর্বলতা প্রসঙ্গে সকল হাদীস বিশারদগণ একমত।"

● তিনি আরও বলেন, "অতি সত্য কথাটা স্বীকার করা ব্যাতীত আমাদের কোনোই গতি নেই। সুতরাং মহানবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর তারাবীহ ছিল মাত্র আট রাকআত।" 'আরফুশ শা'যীতে এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

● হানাফী মহাপণ্ডিত আল্লামা যায়লয়ী 'নাসবুর রায়ার' প্রথম খণ্ডে বলেছেন, "বিশ রাকআত তারাবীহ্ পড়ার হাদীসটি য'ঈফ হওয়া সম্বন্ধে বিদ্বানগণের মধ্যে মতভেদ নেই। অধিকন্তু, এ হাদীসটি জননী 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর বর্ণিত এগার রাকআতওয়ালা বিশুদ্ধ হাদীসের প্রতিকূল।"

● ফাতহুল কাদীর 'শরহে হিদায়া'র প্রথম খণ্ডে হানাফী মাযহাবের অন্যতম 'আলেম আল্লামা ইবনুল হুমাম বলেছেন, "বিশ রাকআত তারাবীহ পড়ার হাদীসটি দুর্বল, অধিকন্তু তা সহীহুল বুখারীর হাদীসের পরিপন্থি।"

● ফাতিহাহ্ ছিররিল মান্নান লি তাঈদের 'মাযহাবে নোমানে' দেখা যায়, আল্লামা 'আবদুল হক্ব দেহলভী আল হানাফী বলেন, "রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণিত, বিশ রাকআত-এর কোনো হাদীস সহীহ নেই। বিশ রাকআতের হাদীসটি দুর্বল সনদে বর্ণিত হয়েছে। অতএব, উক্ত হাদীসের দুর্বলতায় সকল হাদীস বিশারদগণই একমত।"

● আল্লামা আইনী আল হানাফী উমদাতুল ক্বারীর দ্বিতীয় খণ্ডে মন্তব্য করেছেন, "বিশ রাকআতের হাদীসের সনদে আবূ শাইবাহ্ বিদ্যমান যাকে ইমাম শু'বাহ্ বড়ো ধরনের মিথ্যাবাদী বলেছেন। এছাড়াও আহমাদ বিন হাম্বল, ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু মু'ঈন, ইমাম বুখারী এবং ইমাম নাসায়ী প্রমুখ য'ঈফ বলেছেন।"

● আল্লামা ইবনুল হুমাম আল হানাফী বলেন, "বিশ রাকআত তারাবীহের হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল। পক্ষান্তরে, এটা সহীহুল বুখারীর হাদীসের সম্পূর্ণ বিরোধী, যার ফলে এটা বর্জনীয়।"

● সর্বশেষে বিশ রাকআত তারাবীহ সংক্রান্ত য'ঈফ হাদীসের ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদকে 'বর্ণিত বিশ রাকআত তারাবীহর সালাত আদায়ের নির্দেশ দেন বলে এক বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, সে সম্পর্কে উপমহাদেশের প্রখ্যাত রিজাল শাস্ত্রবিদ আল্লামা আলিমুদ্দীন নদীয়াভীর বক্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেন, "ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ ও 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বয়সের পার্থক্য ১০৯ বছর। অতএব, 'উমার কিভাবে ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদকে এ ধরনের নির্দেশ প্রদান করলেন? সুতরাং এ ধরনের বর্ণনাকারীর কথা ও কাহিনী অবান্তর, অবাস্তব ও সহীহ হাদীসবিরোধী চিন্তাধারা ছাড়া আর কিছু নয়।"

রাতের সালাত দু'রাকআত করে : সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনান ইবনু মাজাহ্ ও আন্ নাসায়ীতে 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত :

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى.

"তিনি বলেন, একজন জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! রাতের সালাতের পদ্ধতি কি? তিনি বললেন, দু'রাকআত করে, আর ফজর হয়ে আসার আশঙ্কা হলে এক রাকআত মিলিয়ে বিত্র আদায় করবে।"[৭৭]

এখানে দু'রাকআত করে সালাত আদায় করতে বলা হয়েছে যেখানে মোট রাকআত-এর সংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি। অতএব স্বভাবতঃই এ হাদীসের আলোকে সালাতের রাকআতের সংখ্যা অনির্ধারিত হতে পারে। যেমন- ৮, ১০, ১২, ১৪, ১৬, ১৮, ২০, ২২, ২৪, ২৬ এবং সবশেষে এক রাকআত ইত্যাদি। কিন্তু কোনোক্রমেই নির্ধারিতভাবে ২০ রাকআত নয়। ❑

[৭৭]. *আবূ দাঊদ- হা. ১৩২৬, সহীহ আত্ তিরমিযী- হা. ৪৩৭।*

সমাজচিন্তা

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চরিত্র শিক্ষার নানান দিক

–মো. আরিফুর রহমান*

ধর্মীয় অনুশাসনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের চিরত্রবান করে গড়ে তুলতে শিক্ষক, অভিভাবক, স্কুল ক্যাচমেন্ট এরিয়ার মানুষজন, স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি, সরকার ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় পার হবার পর মাধ্যমিক স্তরই তাদের চরিত্র শেখার বড়ো একটা ধাপ। চরিত্রবান ও সুনাগরিকত্ব অর্জনে এই শিক্ষার্থীদের পিছনে সময় ব্যয় করতেই হবে। তাহলে বিপুল পরিমাণের এই শিক্ষার্থীরা সুনাগরিক হয়ে ওঠবে এবং দেশের সম্পদে পরিণত হবে। চরিত্রহীন মানুষ পরিবার, সমাজ, দেশ ও বিশ্ববাসীর জন্য হুমকি। সুতরাং পরিবারের পাশাপাশি বিদ্যালয় হোক চরিত্র গঠনের অন্যতম স্থান। চরিত্র কীভাবে গঠন করা যায় তা জানার পূর্বে কিছু নেতিবাচক অবস্থা ও ইতিবাচক মনোভাবের কথা জানবো। আমাদের কোমলমতি শিশুরাও যে ভালো চিন্তা করতে পারে, ভালো হতে চায়, খারাপ অভ্যাস ত্যাগ করতে চায় তা তাদের কলম থেকে দেখবো। এটা অবশ্যই অনেক আশাবাদী একটা ব্যাপার। ভালো লাগার একটা ব্যাপার। অভিভাবক ও সমাজের সচেতন মানুষের প্রত্যাশা স্কুলগামী শিক্ষার্থী চরিত্রবান হোক, সুনাগরিক হোক।

২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে যশোর অঞ্চলের কিছু স্কুলে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের জন্য 'দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ' এ প্রশিক্ষক হিসাবে গিয়েছিলাম। একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের নিকট ৫০জন শিক্ষার্থীর নাস্তার খরচ বাবদ ২,০০০.০০ (দুই হাজার) টাকা দিলাম। শিক্ষার্থীদের টি-ব্রেকের সময় নাস্তার অবস্থা ও আইটেম দেখে মন খারাপ হয়ে গেল। যে শিক্ষক ঐ নাস্তা ক্রয় ও ব্যবস্থার দায়িত্বে ছিলেন তিনি প্রশিক্ষণ শেষে স্কুলের গেইটের বাইরে এসে বললেন, ভাই হেডস্যার নাস্তা ক্রয় করার জন্য আমাকে ১,০০০.০০ (এক হাজার) টাকা দিয়েছেন।

আপনারাই বলুন একজন প্রধান শিক্ষক যদি এমন করেন তাহলে তিনি অন্য শিক্ষক বা শিক্ষার্থীদের আদর্শ হবেন কেমন করে? কে কাকে চরিত্রবান হতে শেখাবেন? কী আদর্শ ধারণ করেন তিনি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নিকট? একজন প্রধান শিক্ষক যদি রোল মডেল বা অনুকরণীয় আদর্শ না হতে পারেন কার নিকট হতে শিখবে আমাদের কোমলমতি শিশুরা?

ঐ বছরেরই মার্চ মাসে এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকার এক নামকরা ভবনে বাংলাদেশ এথিক্স ফাউন্ডেশন ও বাংলাদেশ টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সোসাইটির সাথে ভলান্টিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন ফর বাংলাদেশ এর একটি মিটিংয়ে বসে আছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক, বুয়েটের সাবেক একজন ভাইস চ্যাঞ্চেলর, কয়েকজন শিক্ষক এবং কয়েকটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যাঞ্চেলরসহ একজন অবসর প্রাপ্ত সচিব এই মিটিংয়ে ছিলেন। তাঁরা সকলেই বাংলাদেশ এথিক্স ফাউন্ডেশন ও বাংলাদেশ টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সোসাইটির পরিচালক, বোর্ড মেম্বর বা উপদেষ্টা। মিটিংয়ের এক পর্যায়ে অবসরপ্রাপ্ত সচিব বললেন, আমরা একটা স্কুলে নীতিনৈতিকতা ডেভোলাপ করার জন্য কাজ করছি। ঐ স্কুলে আমরা সাবেক একজন প্রধান শিক্ষককে নিয়মিত যেয়ে উপদেশমূলক কথা বলা, নীতিনৈতিকতা আলোচনা করার জন্য নিয়োগ করি। তিনি কয়েকদিন স্কুলে গিয়ে আলোচনা করার পর আমাদের জানালেন যে, স্কুলের শিক্ষকরা তাঁকে এখন আর পছন্দ করেন না। শিক্ষার্থীরাও বিরক্তিবোধ করেন। তাদের চোখেমুখে আমার প্রতি একটা অবহেলার ছাপ।

অবসরপ্রাপ্ত সচিবের কথার পর আমি বললাম, শিক্ষার্থীরা বার বার নীতি কথা শুনতে চায় না। তাদের জন্য আপনারা কোনো নাস্তার ব্যবস্থা করেছিলেন? তবে কেন তারা বার বার উপদেশ শুনবে?

তাহলে আমাদের কী করণীয়? মানুষকে উপদেশ দেবার পাশাপাশি প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। তারা কী করবে, কী করবে না, কোনটা সমাজ গ্রহণ

* *আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ভলান্টিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন ফর বাংলাদেশ এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার।*

করে, আর কোনটা করে না তা বুঝার সুযোগ শিক্ষার্থীদের দিতে হবে। তাদেরকে সুযোগ দিতে হবে তাদের সমস্যা চিহ্নিত করার। তাদেরকে সুযোগ দিতে হবে সমস্যা মোকাবিলায় তাদের সৃজনশীল উদ্ভাবন কী? অংশগ্রহণমূলক উপায়ে শিক্ষার্থীরা কাজ করতে পছন্দ করে। আনন্দ পায়। তাদের সৃজনশীলতা প্রকাশ করতে পারে। আমি নিচে এমন কয়েকটি উদাহরণ দিতে যাচ্ছি। যশোর এবং কুমিল্লা অঞ্চলের কয়েকটি স্কুলের বিভিন্ন প্রশিক্ষণে শিক্ষার্থীদের দলগত কাজ দেওয়া হয়। গ্রামের কয়েকটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থীরা ভালো কাজ, অভ্যাস এবং চরিত্র গঠন বিষয়ে যে দলগত কাজ করেছে তার বিষয়বস্ত ছিল-কীভাবে আমরা ভালো শিক্ষার্থী হতে পারি, যে বদ অভ্যাসগুলো আমরা পরিবর্তন করতে চাই, শিক্ষক এবং সহপাঠিরা যে কাজ/আচরণ অপছন্দ করে, শিক্ষক এবং সহপাঠিরা যে কাজ/আচরণ পছন্দ করে এবং ভালো কাজ যেগুলো আমরা করি শিক্ষার্থীদের দলগত কাজের চুম্বক অংশ এখানে তুলে ধরলাম–

ভালো শিক্ষার্থী হবার জন্য : ভালো শিক্ষার্থী হবার জন্য আমাদের করণীয়- প্রতিদিনের পাঠ প্রতিদিন শেষ করা, ধৈর্য্য, সংযম, নিয়মানুবর্তিতা, নৈতিক চরিত্র গঠন ও মূল্যবোধ থাকা জরুরি, শ্রেণিশিক্ষকের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা ও মান্য করা, শিক্ষক, মা বাবা, গুরুজনদের মেনে চলা, রাস্তায় গুরুজনদের সালাম দেওয়া, নিজের লক্ষ্য ঠিক রেখে সেই অনুযায়ী কঠোর পরিশ্রম করা, নিয়মিত রুটিনমাফিক পড়া ও ক্লাসে উপস্থিত থাকা, খারাপ ও দুর্বল সহপাঠিকে সাহায্য করা, সহপাঠীদের মতামতকে শ্রদ্ধা করা, বিদ্যালয়ের নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলা, নিয়মিত স্কুলে আসা, শিক্ষক যা বলেন তা লিখে রাখা, শিক্ষার্থী হিসেবে নিজের দায়িত্ব পালন করা, শিক্ষকদের সম্মান করা এবং সহপাঠীদের প্রতি সহানুভূতি দেখানো, ভালো কাজে উৎসাহি হওয়া এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকা এবং সত্য কথা বলা।

শিক্ষক, সহপাঠী ও অন্যরা যা অপছন্দ করে : ক্লাসে শিক্ষকের পাঠদানের সময় অমনোযোগী হওয়া, সহপাঠীদের পড়ার সময় বিরক্ত করা, শিক্ষকের অবাধ্য হয়ে চলা, রাস্তাঘাটের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা, সহপাঠীদের সাথে ঝগড়া করা, সহপাঠীদের অনুমতি ছাড়া তার থেকে কোনো কিছু নেওয়া, ক্লাসের পড়া নিয়মিত শেষ না করা, পাড়া প্রতিবেশিদের সাথে ঝগড়া করা, ক্লাসে শিক্ষক থাকা সত্ত্বেও হৈচৈ করা, ক্লাস ফাঁকি দেওয়া, মাদকাসক্তদের সাথে মেলামেশা করা, বন্ধুদের সাথে প্রতারণা করা, কথা দিয়ে কথা না রাখা এবং শালীনতা বজায় না রাখা।

শিক্ষক, সহপাঠী ও অন্যান্যরা যা পছন্দ করে : সদাচরণ করা, মাতাপিতাকে শ্রদ্ধা, শিক্ষকের কথা মতো চলা, সহপাঠীদের সাহায্য করা, কেউ বিপদে পড়লে সহপাঠীদের নিয়ে সহযোগিতা করা, সহপাঠীদের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া, পিতা-মাতা অসুস্থ হলে সেবা করা, শিক্ষক ক্লাসে পড়ালে অমনোযোগী না হওয়া, সহপাঠীদের নামাজ পড়ার জন্য আহবান করা, মা- বাবার সাংসারিক কাজে সহযোগিতা করা, শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার পরিছন্ন রাখা, যৌন হয়রানি সম্পর্কে মেয়েদের সচেতন করা, কেউ পড়া না পারলে তাকে সহযোগিতা করা, ছোটদের স্নেহ করা এবং সময়ের কাজ সময়ে করা।

যে বদঅভ্যাস আমরা পরিবর্তন করতে চাই : নিয়মিত বিদ্যালয়ে অনুস্পস্থিত থাকা, টিফিনে পালানো, ক্লাসে অমনোযোগী থাকা, সময়ের কাজ সময়ে না করা, ক্লাসে বিশৃঙ্খলা করা, ক্লাসে কাউকে পিছন থেকে খুঁচা মারা, বেঞ্চে পা নাচানো, কারোর নামে খারাপ কথা বলা, বই চুরি করা, না বলে কারোর জিনিসে হাত দেওয়া, ঘুম থেকে দেরি করে উঠা, নিয়মিত দাঁত ব্রাশ না করা, নিয়মিত গোসল না করা এবং অপরিষ্কার জামা কাপড় পরিধান করা।

এখানে শিক্ষার্থীদের দলগত কাজ দেখে প্রতীয়মান হয় তারা ভালোমন্দ বোঝে। শিক্ষার্থীরা নিজেদের পরিবর্তন করতে চায়। তারা ভালো হতে চায়। চরিত্রবান হতে চায়। ভালো শিক্ষার্থী হতে চায়। খারাপ অভ্যাস পরিবর্তন করতে হয়। এই শিক্ষার্থীরা কিন্তু ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী। তারা গ্রামের স্কুলের শিক্ষার্থী।

সাতক্ষীরার প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলের পাঁচটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শ্রেণি থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষার্থীদের এক জায়গায় বসিয়ে বলা হয়, তোমরা কী ভালো কাজ করতে পারো তার একটা তালিকা তৈরি করো। শিক্ষার্থীদের নিকট হতে শোনার লক্ষ্য ছিল ভালো কাজ নিয়ে তারা কী চিন্তা করে তা জানা। আমরা কাজ চাপিয়ে না দিয়ে চরিত্র গঠন ও ভালো কাজের অভ্যাস সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীদের মতামত নেওয়াটাই ভালো মনে

করি। তাহলে কাজ করতে দিলে তারা নিজেদের তালিকাভুক্ত কাজগুলো নিজেদের কাজ মনে করবে এবং সহজ মনে করবে। অন্যের চাপিয়ে দেওয়া কাজের চেয়ে নিজেই নিজেদের কাজ বাছাই করে তা করা অনেক সহজ হয়। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা একই রকম লিখেছে এমন কাজ বাদ দিয়ে তালিকা এখানে তুলে ধরা হলো–

স্কুলে বাগান তৈরি, স্কুলের আঙ্গিনা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা; স্কুল, সমাজ ও পরিবার সকলের সাথে ভালো আচরণ, সম্মান প্রদর্শন ও মিলেমিশে থাকা, রাস্তা পার হতে অন্ধ ব্যক্তিকে সাহায্য করা, পরিবারের ছোট ভাই বোনদের লেখাপড়া করানো, বিদ্যালয়ে কোনো অতিথি আসলে তাকে আপ্যায়ন করা, কেউ বিপদে পড়লে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া, গ্রামে বাড়ি বাড়ি যেয়ে বাল্যবিবাহের কুফল বর্ণনা করব ও বাল্য বিবাহ রোধ করা, রাস্তাঘাটে মেয়েদের সম্মানহানি করলে বা অসহনশীল আচরণ করলে তার প্রতিবাদ করা, স্কুলে নিজের লেখাপড়ার পাশাপাশি অন্য শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা, সবাইকে গাছ লাগানোর বিষয়ে সচেতন করা, কেউ অসুস্থ হলে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে সাহায্য করা; বড়োদের সম্মান দেওয়া, ছোটদের প্রতি স্নেহশীল হওয়া, গ্রামের দরিদ্রদের সেবা করতে পারি, বাড়ির ছোটদের কিংবা প্রতিবেশি ছোট ছেলেমেয়েদের বিনা পয়সায় পড়াতে পারি, সমাজের মানুষকে বিভিন্ন মহড়া দিয়ে সচেতন করতে পারি, নিজের কাজ নিজে করার অনুপ্রেরণা দিতে পারি, স্কুলে বিভিন্ন খেলাধুলার বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারি, রাস্তার মেরামতের কাজে সাহায্য করতে পারি, জঙ্গিবাদ নিরসনে সমাজ ও গ্রামবাসীদের সাহায্য করতে পারি, নিজেদের ক্লাসরুম নিজেরা পরিষ্কার করতে পারি, বিভিন্ন প্রকার কুসংস্কার দূর করতে পারি, ইভটিজিংয়ের হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করা, নিজেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার পাশাপাশি অন্যকে উৎসাহ দান করা, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি সমাজের মানুষকে উৎসাহিত করে তোলা, বিদ্যালয়ে কোনো ক্লাস না হলে প্রধান শিক্ষককে রিপোর্ট করা, এলাকার ভাঙা সাঁকো মেরামতে কাজ করা, সুস্থ সবল জীবন গঠনে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করা, বাড়ির পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, বিদ্যালয়ে সহপাঠীদের পড়ালেখায় সাহায্য করা, কোনো সহপাঠী খারাপ কাজে লিপ্ত হলে তাকে ভালো পথে ফিরিয়ে আনতে হবে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে আহত ব্যক্তিদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া, যারা মাদকদ্রব্য সেবন করে তাদেরকে মাদক দ্রব্যের কুফল সম্পর্কে জানাতে হবে, কেউ যদি ক্লাসের পড়া বুঝতে না পারে তাহলে তাকে সাহায্য করা, **বাড়িতে বৃদ্ধ মানুষকে মজার গল্প, ম্যাগাজিন পড়ে শোনানো, গ্রামে অপ্রাপ্ত বয়সের মেয়েদের বিয়ে না দেওয়ার জন্য গ্রামের অভিভাবকদের সচেতন করা**, কারো জিনিস হারিয়ে গেলে তা খোঁজ করে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া, অকারণে গাছ কাটা বন্ধ করা, টিফিনের টাকা বাঁচিয়ে গরিব মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষার জন্য অর্থ দিয়ে সাহায্য করা, পিছিয়ে পড়া ছাত্র/ছাত্রীদের পড়ালেখার প্রতি উৎসাহ প্রদান করব, বিদ্যালয় দূষণমুক্ত রাখতে চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের পাশাপাশি আমরাও সচেতন থাকবো, **স্কুলের উপস্থিতির হার বৃদ্ধিতে আমরা সাহায্য করব**, মানব পাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াব, স্কুলের সামনে ফুলের বাগান করব, বন্যায় বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াব, স্কুলে কোনো সমস্যা হলে আমরা দলবদ্ধ হয়ে স্যারদের পরামর্শ নিয়ে কাজ করব, ঝড়ে রাস্তায় গাছ পড়ে থাকলে তা সরানোর ব্যবস্থা করব, পাড়াপ্রতিবেশী শিশুদের বিদ্যালয়ে আসতে অনুপ্রেরণা দিবো, প্রতিবন্ধীদের পথ চলতে সাহায্য করব, রক্ত দান করব, স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিভিন্ন পোস্টার তৈরি করে তা দ্বারা জনগণকে সচেতন করতে পারি এবং সব সময় ন্যায়মূলক কাজ করব।

মানুষ প্রাকৃতিকভাবেই সুন্দর এবং নির্মল চরিত্র নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। পরিবার, সমাজ এবং ভৌগোলিক অবস্থান তার চরিত্রকে প্রভাবিত করে। কোন পরিবারে সে বড়ো হচ্ছে, পরিবারের অন্যান্য সদস্য একে অপরের সাথে কেমনভাবে আচরণ করছে, তাদের একে অপরের সাথে সম্পর্ক, সমাজের অন্যদের সাথে তাদের আচরণ, কথাবার্তা, স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক, শিক্ষকের সাথে শিক্ষকের সম্পর্ক, অভিভাবকদের সাথে শিক্ষকদের এবং বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সম্পর্ক একজন শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠনে ভূমিকা রাখে। চরিত্র একদিনে বা স্বল্প সময়ে গঠিত হয় না। এটি সামাজিকীকরণের মতো দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। জীবনভর সামাজিক শিক্ষণ প্রক্রিয়া চরিত্র গঠনে ভূমিকা রাখে। পরিবার, শ্রেণিকক্ষ, স্কুল, রাস্তাঘাট, বন্ধুবান্ধব, কর্মক্ষেত্র, হাটবাজারসহ প্রত্যেকটি সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এমন কি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানও ব্যক্তির চরিত্র গঠনে ভুমিকা রাখে। ❑

কিশোর ভুবন

মহান আল্লাহর উপর ভরসা

–আবু তাসনীম★

দুনিয়া-আখেরাতের যাবতীয় বিষয়ের কল্যাণ লাভ ও ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য সঠিক ভাবে অন্তর থেকে মহান আল্লাহর উপর নির্ভর করা। বান্দা তার প্রতিটি বিষয় মহান আল্লাহর উপর সোপর্দ করবে। ঈমানে এই দৃঢ়তা আনবে যে, দান করা না করা, উপকার-অপকার একমাত্র তিনি ছাড়া আর কারো অধিকারে নেই। আল্লাহ তা'আলা মুমিন বান্দাদেরকে তাওয়াক্কুলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে পবিত্র কুরআনে অনেক আয়াত উল্লেখ করেছেন। তার মর্যাদা ও ফলাফল উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوْا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ﴾

"তোমরা যদি মু'মিন হয়ে থাকে তবে আল্লাহর উপরেই ভরসা করো।"[৭৮]

তিনি আরও বলেন :

﴿وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ﴾

"মু'মিনগণ যেন একমাত্র আল্লাহর উপরেই ভরসা করে।"[৭৯]

তিনি আরও ইরশাদ করেন :

﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾

"যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করবে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট হবেন।"[৮০]

নবী করীম (ﷺ) ছিলেন মহান আল্লাহর উপর সবচেয়ে বড়ো তাওয়াক্কুলকারী তাই মহান আল্লাহও তাকে যথোপযুক্ত প্রতিফল দিয়েছেন। তিনি তার জন্য যথেষ্ট হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। তেমনি এক দিনের ঘটনা।

এক মরুভূমিতে মরু-বাবলা গাছের উপর নিজের তরবারি লটকে রেখে তার ছায়ার নিচে বিশ্রাম নিতে গিয়ে ঘুমিয়ে গিয়েছিলেন আমাদের প্রিয়নবী (ﷺ)। ইতিমধ্যে এক বেদুঈন দুশমন এসে তাঁর ঐ তরবারিটি হাতে নিয়ে তাঁর উপর তুলে ধরে বলল, 'ওহে মুহাম্মাদ! তুমি কি আমাকে ভয় পাও না?'

প্রিয়নবী (ﷺ) নির্ভয়ে বললেন, 'না।'

বেদুঈন বলল, 'তোমাকে আমার হাত হতে কে রক্ষা করবে?'

তিনি বললেন, "আল্লাহ।"

বেদুঈন আবার বলল, 'তোমাকে আমার হাত হতে কে রক্ষা করবে?'

তিনি পূর্বেকার মতোই বললেন, 'আল্লাহ।'

বেদুঈন পুনরায় বলল, 'তোমাকে আমার হাত হতে কে রক্ষা করবে?'

তিনি পুনরায় বললেন, "আল্লাহ।"

এরপর বেদুঈনের দেহ-মন কেঁপে উঠল। সহসা তার হাত থেকে তলোয়ারটি পড়ে গেল। প্রিয়নবী (ﷺ) তা তুলে নিয়ে তার প্রতি তুলে ধরে বললেন,

'এবার তোমাকে আমার হাত হতে কে রক্ষা করবে?'

বেদুঈন বলল, 'কেউ নয়।'

কিন্তু প্রিয়নবী (ﷺ) তাকে ক্ষমা করে দিলেন। ❑

মৃত্যু সংবাদ

টাঙ্গাইল জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মদ নাজমুস সাকিব-এর সহধর্মিণী গত ১৭ মার্চ শুক্রবার রাতে মৃত্যুবরণ করেছেন– ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। কেন্দ্রীয় জমঈয়তের পক্ষ হতে মাইয়্যিতের পরিবারের প্রতি সমবেদনাসহ তার মাগফিরাতের জন্য দু'আর আবেদন করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করুন ও জান্নাতুল ফিরদাউসের মেহমান হিসেবে কবুল করুন –আমীন।

★ *আটমুল, শিবগঞ্জ, বগুড়া।*

[৭৮] *সূরা আল মায়িদাহ : ২৩।*

[৭৯] *সূরা আত্ তাওবাহ্ : ৫১।*

[৮০] *সূরা আত্ ত্বালা-ক্ব : ৩।*

কবিতা

অশ্লীলতার কালো মেঘ

এম এ মোমেন

বিশ্বভুবনে আজি অশ্লীলতা
অস্তপথে উজ্জ্বল দিবাকর
সভ্যতা আর প্রগতিশীলতার নামে
ছড়িয়ে পড়ছে এ কোন ঘন-অন্ধকার?
পরিচয় জানো কি তার?
শিক্ষাঙ্গন কেন আজ
চরিত্রহীন-লম্পটদের আড্ডাখানা।
যিনা-ব্যভিচার-ধর্ষণ,
শতবার করে করছে আস্ফালন!
সেঞ্চুরি করেছে।
মিষ্টি বিতরণেও নেই মানা।
এ কোন হায়েনা?
লজ্জা নেই কি তার?
শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে
আধুনিকতার নামে এগিয়ে এলো
এ কোন ঘন-অন্ধকার?
পরিচয় জানো কি তার?
ভেলেন্টাইন ডে, থার্টি ফার্স্ট নাইট-
গভীর রাত্রিতে ভালোবাসার নামে-
যুবক-যুবতিদের মিলন-মেলার
আয়োজন করেছে যারা।
ছি! এসব কি করছে তারা!
ওরা কারা? কী চায় তারা?
তুমি তাদের শিক্ষিত বলো?
গাও তাদের জয়োগান?
ওরা শিক্ষিত নয়, ওরা মূর্খ,
ওরা নারী আর নেশায় আসক্ত,
ওরা সাধুর বেশে শয়তান!
বাল্যবিবাহ ভাঙিতে- ওরা খুব তৎপর!
বিবাহ কী? ওরা তা বুঝে না।
যিনার বেসাতি খুলেছে ওরা,
আর কিছু জানে না। ওরা স্বার্থপর!
নারীর দুঃখ বুঝে না ওরা
শোনে না ধর্ষিতার হাহাকার!
এসিডে দগ্ধ করছে নারীকে
ওরা শুনছে না চিৎকার!
যৌতুক তাদের আরেকটি কৌশল
করিতে অত্যাচার।
তাই বলি হে নারী! ভুলে যাও তাদের
ভুলে যাও অশ্লীল নাচ-গান,
হুঁশিয়ার হও, হও সাবধান!
জীবনগগনে তোমার-তিমিরের হাতছানি,
সুখের বাসর তোমার কেন
দুঃখ-বেদনা-গ্লানি?
ওরা ওঁৎ পেতে আছে-
ধ্বংসিতে চায় ওরা
নারীর সম্মান-সম্ভ্রম ও স্বাধীনতা।
কেড়ে নিতে চায় অধিকার
ছড়িয়ে দিতে চায় যৌনতা
হৃদয়ে করিতে চায়-
দুঃখ-ব্যথা-বেদনার সঞ্চার!
ঐ দেখ এগিয়ে আসছে
এ কোন হায়েনার দল! কোথাকার?
এগিয়ে আসছে দেখো!
সভ্যতা ও আধুনিকতার নামে
অশ্লীলতার কালো-ঘন-মেঘ
চারদিক করিয়া অন্ধকার!

জান্নাতি সওগাত

মোল্লা মাজেদ

মন পেতে চায় আল কুরআনের আলো
ধুয়ে যাক মুছে যাক কৃষ্ণ কালো।
এ আলোয় মধু মাখা
নবরূপে দিক দেখা
সকলের প্রাণ সখা
হোক সে ভালো,
মন পেতে চায় আল কুরআনের আলো।
জীবনের আছে যত সুখ হাসি গান
ব্যথা বেদনায় ঘেরা দুঃখ অফুরান।
সব ব্যথা দূরে থাকে
আল কুরআনের ডাকে
মন খুঁজে ফেরে যাকে
এই সে আলো
ধুয়ে যাক মুছে যাক মনের কালো
তাই পেতে চাই আল কুরআনের আলো।
জান্নাতি সওগাতে কুরআন খানি
মুক্তির পয়গাম আমরা জানি।
এ সুধায় মন ভরে
সঠিক জীবন গড়ে
পৃথিবীর ঘরে-ঘরে
এ দীপ জ্বালো
ধুয়ে যাক মুছে যাক সকল কালো
মন পেতে চায় আল কুরআনের আলো।

স্বাস্থ্য-সচেতনতা

স্বাস্থ্যের উপর সওমের প্রভাব

রামাযানের রোযা রাখা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী না অপকারী তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই। কারণ কিছু রোগ ব্যতীত রোযা রাখা নিঃসন্দেহে স্বাস্থ্যের জন্য বেশ উপকারী। এটা মুসলিমদের নিজেদের বানানো কথা নয়। বৈজ্ঞানিকভাবে তা প্রমাণিত হয়েছে। ১৯৯৪ সালে প্রথম 'ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অন হেলথ অ্যান্ড রামাদান' অনুষ্ঠিত হয়। এতে মুসলিম ও নন-মুসলিম গবেষকরা রোযা ও স্বাস্থ্য শিরোনামে প্রায় ৫০টি গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করে। এদের কোনোটিতেই দেখা যায়নি যে, সুস্থ ব্যক্তিদের জন্য রোযা স্বাস্থ্যের জন্য অপকারী। বরং তা স্বাস্থ্যের জন্য বেশ উপকার নিয়ে আসে।

কোলস্টেরল ও হৃদরোগ নিয়ন্ত্রণে রোযা : আবুধাবির একদল হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ পরিচালিত গবেষণায় দেখা গেছে, রোযা রাখলে কোলস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে। ভালো কোলস্টেরল (এইচডিএল)-র মাত্রা বাড়ায় আর খারাপ কোলস্টেরল (এলডিএল)-র মাত্রা কমায়। এ দু'টোর ফলাফল হলো রক্তনালীতে চর্বি কম জমা। ফলে রক্ত চলাচল ঠিক থাকে। প্রতিরোধ করে হৃদরোগ, হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোক। গবেষকরা আরো দেখেছেন রোযা রাখলে উচ্চ রক্তচাপও নিয়ন্ত্রণে থাকে।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ : ডায়াবেটিসের চিকিৎসা করা হয় তিন ভাগে। খাবার নিয়ন্ত্রণ, শৃঙ্খল জীবনযাপন ও ওষুধের মাধ্যমে। রোযার মাধ্যমে খাবার নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খল জীবনযাপন করা হয় বলে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকে। যাদের এখনো পুরোপুরি ডায়াবেটিস হয়নি কিন্তু ডায়াবেটিস হবে হবে করছে রোযা রাখার মাধ্যমে তারা ডায়ারেটিস দূরে রাখতে পারেন। রোযার মাধ্যমে যে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রিত হয় তার প্রমাণ রোযার সময় ডায়াবেটিসের ওষুধের ডোজ কম লাগে।

স্মৃতিশক্তি বাড়ায় : আমেরিকার একটি গবেষণায় দেখা গেছে, রোযা রাখলে মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বাড়ে। তাই ছাত্রছাত্রীদের জন্য রোযা রাখা খুবই জরুরি।

শরীরের ক্ষতিকর উপদান দূরীকরণ : চর্বির মধ্যে শরীরের ক্ষতিকর টক্সিনগুলো জমা হয়। যেহেতু এনার্জির প্রয়োজনে চর্বি ভেঙে যায় তাই টক্সিনগুলো দ্রবীভূত হয়ে কিডনির মাধ্যমে শরীর থেকে বের হয়ে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে।

অবসাদ ও দুচিন্তা কমায় : আমেরিকান গবেষণায় দেখা গেছে, রোযা রাখলে কর্টিসল নামক হরমোনের নিঃসরণ কমে। এটি মানসিক স্ট্রেস, অস্থিরতা, অবসাদের জন্য দায়ী। আরবের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, কয়েকটি রোযা রাখার পর শরীরে এনডরফিন নামক হরমোনের মাত্রা বাড়ে যেটি ভালো লাগার অনুভূতি দেয়।

ওজন নিয়ন্ত্রণ : বিশ্বব্যাপী স্থূল মানুষের হার দিন দিন বাড়ছে। এ কারণে দেখা দিচ্ছে ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোকসহ নানাবিধ ক্যান্সার। রোযা রাখলে শরীরের এনার্জি সরবরাহের জন্য চর্বি ভাঙে। চর্বির পরিমাণ কম হয় বলে রক্তনালিতে চর্বি জমতে পারে না। আবার স্থূলতার হার কমতে থাকে। তাই যারা ওজন কমানোর জন্য দিনের পর দিন চেষ্টা করে আসছেন তাদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে রামাযান।

খারাপ অভ্যাস দূর করতে হবে : ধূমপান যে কতটা ক্ষতিকর তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এমন কোনো ক্যান্সার নেই যার কারণ হিসেবে ধূমপান নেই। মদপানও কিন্তু মারাত্মক ক্ষতিকর। এসব বদ অভ্যাস দূর করতে রোযার মতো শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা আর নেই। এটি কোনো মুসলিমের কথা নয়। এটি জানিয়েছে আমেরিকান ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস। তবে কিছু কিছু রোগ আছে সেগুলোতে রোযা না রাখতে পারলে ক্ষতি নেই। মারাত্মক অসুস্থ ব্যক্তি চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

একটি জিনিস মাথায় রাখবেন রোযা কেবলমাত্র আলাহর জন্য। তাই মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য তা পালন করতে হবে। তাহলে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পাশাপাশি এসব উপকারও পাওয়া যাবে। কিন্তু এসব উপকারের কথা চিন্তা করে রোযা রাখলে উপকার পেলেও মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন নাও হতে পারে। রামাযানে সবার সুস্থতা কামনা করছি। *[সূত্র : অন্য এক দিগন্ত]*

রোযাদারের শারীরিক সমস্যা ও সমাধান

প্রত্যেক মুসলমানের চরম প্রার্থিত পবিত্র মাহে রামাযান সমাগত। রোযাই হলো সংযমের অনুশীলনের জন্য একটি প্রকৃত সময় এ সময় আমাদের আহার গ্রহণের সময় পরিবর্তন সাথে সাথে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আহার পরিহার করার জন্য কিছু কিছু স্বাস্থ্যসমস্যা হতে পারে তা উদাহরণ ও সমাধানসহ দেয়া হলো–

বুক জ্বালাপোড়া : দীর্ঘক্ষণ না খেয়ে থাকার জন্য পাকস্থলীতে এসিডের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় এই সমস্যা হতে পারে। অতিরিক্ত মশলাযুক্ত, তৈলাক্ত খাদ্য, ধূমপান এবং ক্যাফেইনযুক্ত পানীয় (কফি) পরিহার করলে এ ধরনের সমস্যা থেকে ভালো থাকা যাবে।

মাথাব্যথা : রোযার সময় পানিশূন্যতা, নিদ্রাহীনতা, ক্ষুধা প্রভৃতি কারণে এ সময় মাথাব্যথা হতে পারে। পরিমিত পরিমাণ স্বাস্থ্যখাদ্য এবং যথেষ্ট পরিমাণ পানি বা তরলজাতীয় খাদ্য গ্রহণে এ সমস্যার প্রতিকার হতে পারে।

পানিশূন্যতা : রোযাদারদের জন্য পানিশূন্যতা আরেকটি বড়ো সমস্যা। বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে। শ্বাস-প্রশ্বাসে, নিঃসরিত ঘাম এবং প্রস্রাবের সাথে শরীর থেকে পানি বের হয়ে যাওয়ার জন্য এই সমস্যাটি তৈরি হয়। রাতে যথেষ্ট পরিমাণ পানি এবং দিনে অতিরিক্ত দৈহিক পরিশ্রম পরিহার করে এ থেকে মুক্ত থাকা যায়।

কোষ্ঠকাঠিন্য : পানিস্বল্পতা এবং খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের জন্য কোষ্ঠকাঠিন্য রোযাদারদের জন্য একটি স্বাস্থ্যসমস্যা হতে পারে। প্রচুর পরিমাণে পানি এবং আঁশযুক্ত খাবার খাওয়া যেমন ফল, শাকসবজি খেলে এ সমস্যা থেকে মুক্ত থাকা যেতে পারে।

স্থূলস্বাস্থ্য : রোযায় দিনের বেলায় আহার পরিহার করার পরও অনেকেরই হ্রাসের পরিবর্তে ওজন বৃদ্ধিও হতে পারে। এর কারণ ইফতারি ও সেহরির সময় উচ্চ ক্যালরিযুক্ত খাদ্য গ্রহণ, এ ক্ষেত্রে আমাদের খাদ্যতালিকার ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। যেমন অতিরিক্ত তৈলাক্ত খাদ্য, মিষ্টি, কোমলজাতীয় পানি পরিহার করে শাকসবজি, ফল, ফলের রস বেশি পরিমাণে খাওয়া উচিত। *[সূত্র : অন্য এক দিগন্ত]*

এক খেজুরের ১২ উপকার

অসাধারণ একটি খাবার খেজুর। এর উপকারিতা অনেক। খেজুর যেমন স্বাস্থ্যকর তেমনি মুখরোচক। ফাইবার সমৃদ্ধ খেজুর ম্যাগনেসিয়াম, সেলেনিয়াম, কপার ও ম্যাঙ্গানিজের ভালো উৎস। এই সব ভিটামিন ও মিনারেলস হাড়কে শক্তিশালী করতে সহায়তা করে। খেজুর হজমের সমস্যা মেটায়। খেজুরে প্রচুর পুষ্টি পাওয়া যায়। এছাড়া, রক্তচাপের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। কিছু গবেষণা বলছে, খেজুর যৌনশক্তি বৃদ্ধিতেও কার্যকরী। শুক্রাণুর সংখ্যা বৃদ্ধিকারী ইস্ট্রিডিয়ল ও ফ্লাভোনয়েড খেজুরে পাওয়া যায়। এখানে খেজুরের ১২টি গুণের কথা বলা হলো–

১. হজমশক্তি বাড়ায়, কোষ্ঠকাঠিন্য কমায় : খেজুরে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকে। এটি আপনার হজমশক্তি উন্নত করে। হজম ভালো হলে কোষ্ঠকাঠিন্য হয় না। প্রতিদিন খেজুর খেলে হজমজনিত সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। যেমন- পাকস্থলীর ব্যথা ও গ্যাসের সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে পারে খেজুর।

২. ভালো রাখে হৃদয় : খেজুরের উপস্থিত ফাইবার আপনার হৃদয়কে শক্তিশালী করে এবং ভালো রাখে। খেজুরে পটাসিয়াম রয়েছে, যা হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি অনেকাংশে এড়াতে পারে। তাই হার্টকে সুস্থ রাখতে প্রতিদিন খেজুর খান।

৩. বাতের ব্যথা কমায় : খেজুরে প্রচুর ম্যাগনেসিয়াম রয়েছে। ম্যাগনেসিয়ামে অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি রয়েছে যা হৃদরোগ (রক্ত জমাট বাঁধা), নিয়োপাজিয়া এবং অ্যালজাইমার্স জাতীয় রোগ রুখতে সাহায্য করে।

৪. রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে : খেজুরে থাকা ম্যাগনেসিয়াম রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণেও কাজ করে। খেজুরে উপস্থিত পটাসিয়াম অতিরিক্ত রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে। অনেকে হাই ব্লাড প্রেসারে কী খাবেন বুঝে উঠতে পারেন না। এই সমস্যায় নির্ভাবনায় খেজুর খান।

৫. হার্ট অ্যাটাক রোধী : আমেরিকান জার্নাল অব ক্লিনিকাল নিউট্রিশনের একটি গবেষণা অনুসারে, কোনো ব্যক্তি এক দিনে ১০০ মিলিগ্রাম ম্যাগনেসিয়াম গ্রহণ করলে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি ৯ ভাগ হ্রাস পায়। তাই হৃদরোগ থেকে দূরে থাকতে খেজুর খান রোজ।

৬. কমায় রক্তাল্পতা : লোহিত রক্তকণিকা এবং আয়রনের ঘাটতির কারণে অনেকে রক্তাল্পতায় আক্রান্ত হন। রক্তাল্পতা মানে শরীরে রক্তের অভাব। খেজুরে প্রচুর আয়রন পাওয়া যায়। তাই রক্তাল্পতার চিকিৎসার জন্য এটি অব্যর্থ। নিয়মিত খেজুর খেলে শরীরে আয়রনের ঘাটতি কমে।

৭. স্নায়ু রাখে টানটান : খেজুরে স্নায়ুতন্ত্র সুস্থ রাখার সমস্ত ভিটামিন আছে। এই ভিটামিনগুলি স্নায়ুতন্ত্রকে আরও উন্নত করে। শুধু তাই নয়, এতে উপস্থিত পটাসিয়াম মস্তিষ্ককে ধারালো রাখে। স্নায়ুতন্ত্রের উন্নতির জন্য রোজ খেজুর খাওয়া উচিত।

৮. গর্ভবতীদের জন্য ধন্বন্তরি : আয়রনে সমৃদ্ধ খেজুর মা এবং বাচ্চা উভয়ের জন্য খুব দরকারি। খেজুরে উপস্থিত পুষ্টিকর উপাদান জরায়ুর পেশি শক্তিশালী করতেও কাজ করে। মায়ের দুধে প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ করে। এটি সন্তান প্রসবের পরে রক্তক্ষরণের সময় শরীরে রক্তের অভাব মেটায়।

৯. যৌনক্ষমতা বাড়ায় : কিছু গবেষণা বলছে, খেজুর যৌনশক্তি বৃদ্ধিতেও কার্যকরী। ইস্ট্রাডিয়ল ও ফ্লাভোনয়েড খেজুরে পাওয়া যায় যা শুক্রাণুর সংখ্যা বাড়াতে সহায়তা করে।

১০. দাঁত থাকবে মজবুত : খেজুরে পাওয়া যায় ফ্লুরিন। এটি এমন একটি রাসায়নিক যা দাঁত থেকে প্লাক সরিয়ে গর্ত হওয়া বন্ধ করে। শুধু এটিই নয়, দাঁতের এনামেল আরও শক্তিশালী করে। ঝকঝকে করে তোলে দাঁত।

১১. চুল-ত্বক ঝলমলে : ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খেজুর ত্বককে স্থিতিস্থাপক রাখে এবং এটিকে নরম করে তোলে। খেজুরে উপস্থিত ভিটামিন বি ৫ স্ট্রেচ চিহ্ন দূর করতেও কার্যকরী। শুধু তাই নয়, এটি চুলকে স্বাস্থ্যকরও রাখে। ভিটামিন বি ৫-এর অভাবের কারণে চুল দুর্বল হয়ে ডগা ফেটে যেতে শুরু করে।

১২. রাতকানা রোগ গায়েব : প্রতিদিন খেজুর খাওয়া রাতের অন্ধত্ব নিরাময়ে কার্যকরী। রাতের অন্ধত্ব থেকে মুক্তি পেতে খেজুরের পেস্ট তৈরি করে চোখের চারপাশে লাগালে উপকার পাবেন। আপনি চাইলে খেজুর খেয়ে রাতের অন্ধত্ব থেকে মুক্তি পেতে পারেন।

[সূত্র : এনডিটিভি (অন্য দিগন্ত)]

الفتاوى و المسائل ❖ ফাতাওয়া ও মাসায়িল

জিজ্ঞাসা ও জবাব

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

জিজ্ঞাসা (০১) : ***রামাযানের সিয়াম রাখার জন্য হায়েয বন্ধ করার ট্যাবলেট ব্যবহার করার হুকুম কী?***

নাসিবা আক্তার
বরিশাল।

জবাব : কোনো কোনো ধার্মিক মহিলা রামাযান মাসের পূর্ণ সিয়াম রাখতে খুবই আগ্রহী। তারা চায় যে, সিয়ামের এ মাসে হায়েয বন্ধ থাকুক। যাতে সে সারা মাস সিয়ামসহ যাবতীয় 'ইবাদত করে মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করতে পারে। তার মনের এ চাওয়াটা খুবই প্রশংসনীয়। তাই সে যদি সিয়াম পরিপূর্ণ করার জন্য ট্যাবলেট ব্যবহার করে হায়েয পিছিয়ে দিতে চায়, তাহলে শরিয়তের পক্ষ থেকে কোনো নিষেধ নেই। তবে স্বাস্থ্যগত ক্ষতির আশঙ্কা করলে তা বৈধ নয়। সেই সঙ্গে কোনো কোনো আলেম তাতে স্বামীর অনুমতি নেয়ার শর্ত আরোপ করেছেন। শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-উসাইমীন বলেন, আমি যা জানতে পেরেছি, তাতে এ সমস্ত ঔষধ মহিলাদের জন্য ক্ষতিকর। একথা সবার জানা যে, সৃষ্টিগত ও স্বভাবগত কারণে মহিলাদের মাসিকের রক্ত প্রবাহিত হয়। প্রাকৃতিক ও স্বভাবগত নিয়মে মানুষের শরীর থেকে যথা সময় যা বের হয় তাতে বাধা দিলে শারীরিক ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। এগুলো ব্যবহার করলে নারীর স্বাভাবিক মাসিক এলোমেলো হয়ে যায় এবং সে পেরেশানি ও সন্দেহের মধ্যে পতিত হয়। তারপর আমরা বলবো যে, কোনো কল্যাণকামী মহিলা যদি সিয়ামের মাসেই তাঁর সিয়াম পূর্ণ করার জন্য তার ঋতু বা হায়েয পিছিয়ে দেয়, তা বৈধ হবে– ***(দেখুন : ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম- ফাতাওয়া নং- ১৭৯)***। তবে না করাই উত্তম।

জিজ্ঞাসা (০২) : ***রামাযানের প্রত্যেক দিনের জন্য কি আলাদা আলাদা নিয়ত করা আবশ্যক? নাকি পূর্ণ মাসের নিয়ত একবার করে নিলেই যথেষ্ট হবে?***

ওয়াহিদুল ইসলাম
সপুরা, রাজশাহী।

জবাব : রাসূল (ﷺ) বলেন,

«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ».

"সমস্ত 'আমল নিয়ত অনুযায়ী হয়ে থাকে।" ***(সহীহুল বুখারী- হা. ১)***

রামাযানের সিয়াম যেহেতু মহান আল্লাহর নৈকট্য দানকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ 'ইবাদত, তাই এর জন্য নিয়ত করা জরুরি। রোযাদার প্রত্যেক দিন রোযা রাখার নিয়ত প্রতি রাতে করে নিবে। তবে রামাযানের শুরুতে পূর্ণ মাস রোযা রাখার নিয়ত একসাথে করে নিলেও যথেষ্ট হবে। পূর্ণ মাস রোযা রাখার নিয়ত তার অন্তরে যেহেতু রয়েছে, তাই প্রত্যেক রোযার নিয়ত আলাদাভাবে না করলেও সিয়াম বিশুদ্ধ হবে। কিন্তু সফর, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে মাসের মাঝখানে রোযা রাখার মধ্যে যদি বিচ্ছিন্নতা আসে, তাহলে নতুন করে আবার নিয়ত করা আবশ্যক। কেননা মাসের প্রথমে সে যে সিয়ামের নিয়ত করেছিল তা সফর, অসুস্থতা বা অন্যান্য কারণে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। ***(ফাতাওয়া বিন উসাইমীন- ফা. নং ৪০৮)***

জিজ্ঞাসা (০৩) : ***সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে কোনো বসা ব্যক্তি দাঁড়িয়ে কাউকে সম্মান জানাবে না এবং কম সংখ্যক লোক বেশি সংখ্যক লোকদের সালাম দিবে। এখন আমাদের কলেজে একজন শিক্ষক বলে যে, এটা যদি আমরা হাদীস দ্বারা প্রমাণ করতে পারি তাহলে তিনি আর আমাদের দিয়ে এটা করাবেন না। হাদীসের নম্বরসহ উত্তরটি জানাবেন।***

সিয়াম
বেরাইদ, ঢাকা।

জবাব : আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

«يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيْرِ، وَالمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ».

"ছোট বড়োকে সালাম দিবে, চলমান বা আগমনকারী বসা উপবিষ্ট ব্যক্তিকে সালাম দিবে এবং অল্প সংখ্যক লোক বেশি সংখ্যক লোককে সালাম দিবে।" ***(সহীহুল বুখারী- হা. ৬২৩১)***

জিজ্ঞাসা (০৪) : ***রোযা অবস্থায় বঁটিতে আমার হাত কেটে রক্ত প্রবাহিত হয়েছে। এমতাবস্থায় রোযা নষ্ট হয়ে গেছে কি?***

জোহরা
১০ নং সেক্টর, উত্তরা, ঢাকা।

জবাব : রোযা অবস্থায় শরীরের কোনো অঙ্গ কেটে যাওয়ার কারণে তা হতে রক্ত প্রবাহিত হলে রোযা নষ্ট হবে না। সহীহুল বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে যে,

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ».

"নবী (ﷺ) ইহরাম অবস্থায় সিঙ্গা লাগিয়ে রক্ত বের করেছেন এবং সিয়াম অবস্থায় তিনি সিঙ্গা লাগিয়ে রক্ত বের করেছেন।" ***(দেখুন : ফতহুল বারী- ৪/২২৬, মাকতাবাতুশ্ শামেলা, ৪/১৭৭)***

জিজ্ঞাসা (০৫) : ***আমি দু'টি বিয়ে করেছি কারণবশত বড়ো বৌ ছেড়ে দেয়ার পরে ছোট বৌ-এর সাথে সংসার করছি আর বড়ো বৌ-এর এক ছেলে আছে। উক্ত ছেলে বিয়ে করার পরে তার দু'টি বাচ্চা ছেলে ও মেয়ে রেখে মারা যায়। এমতাবস্থায় উক্ত ছেলে-মেয়ে দাদার সম্পদ পাবে কি দাদার আগে বাপ মারা যাওয়ার কারণে?***

মো. ইয়াহইয়া
মাধবকাঠি, সাতক্ষীরা।

জবাব : দাদার আগেই পিতা মারা গেলে দাদার সম্পত্তি থেকে নাতীরা একাধিক পদ্ধতিতে সম্পদ পেতে পারে। **(১)** দাদার যদি আর কোনো পুত্র সন্তান জীবিত না থাকে। অর্থাৎ- এই ইয়াতীমদের যদি কোনো জীবিত চাচা না থাকে, তাহলে তারা তাদের দাদার ওয়ারিশ হবে এবং সম্পদ পাবে। **(২)** দাদার যদি কোনো সন্তান অর্থাৎ- ইয়াতীমদের চাচা জীবিত থাকে, তাহলে দাদার অসীয়তের মাধ্যমে নাতীরা সম্পদ পাবে; ওয়ারিশ হিসাবে নয়। আর এ ক্ষেত্রে দাদার উপর তার নাতীদের জন্য অসীয়ত করাটা বাঞ্চনীয়। **(৩)** চাচাদের দানের মাধ্যমে। অর্থাৎ- চাচারা তাদের পিতার সম্পদ ভাগাভাগি করে নেওয়ার সময় তাদের ইয়াতীম ভাতীজাদেরকেও দান করবে। উল্লেখ্য যে, দাদা তার নাতীদের জন্য যে পরিমাণ সম্পদ অসীয়ত করবে অথবা চাচারা যেটা তাদের ইয়াতীম ভাতিজাদেরকে দান করবে, তার পরিমাণ চাচাদের অংশের সমানও হতে পারে কিংবা কিছুটা কমও হতে পারে। আর ইয়াতীম ভাতিজারা ওয়ারিস নয়; এই অযুহাতে তাদেরকে সম্পদ থেকে সম্পূর্ণরূপে মাহরুম করাটা মারাত্মক জুলুম হিসেবে গণ্য হবে। সেই সঙ্গে এই শ্রেণির ইয়াতীমদেরকে তাদের দাদার সম্পদে জীবিত চাচাদের মতো ওয়ারিশ বানিয়ে দেওয়াটাও ইসলামী শরিয়তের সম্পূর্ণ পরিপন্থি।

জিজ্ঞাসা (০৬) : ***আমার গত বছরের কাজা রোযা আছে কয়টা। কিন্তু এর মধ্যে আমি কাযাগুলো পূরণ করতে পারিনি। এখন কি আমি এই বছরের রোযাগুলো রাখতে পারবো? নাকি আগে কাযাটা পূর্ণ করতে হবে শাইখ?***

তাসলিমা নাসির
চট্টগ্রাম।

জবাব : আলেমদের ঐক্যমতে যে, কারণবশত যে সিয়াম ভাঙা হয়েছে, দ্বিতীয় রামাযান আসার আগেই তা কাযা করে নেয়া আবশ্যক। এর সর্বশেষ সীমা হচ্ছে শা'বান মাস। বিনা কারণে দ্বিতীয় রামাযান পার করে দেয়া জায়িয নয়। এর দলিল হচ্ছে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র হাদীস। তিনি বলেন,

كَانَ يَكُوْنُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيْعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِيْ شَعْبَانَ، وَذٰلِكَ لِمَكَانِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

"আমার উপর রামাযানের সিয়াম বাকী থাকতো। শা'বান মাস আসার আগে আমি সেগুলো কাযা করতে পারতাম না। রাসূল (ﷺ)-এর সাথে ঘনিষ্ঠতার কারণেই আমার এতটা বিলম্ব হয়ে যেতো।" ***(সহীহুল বুখারী- হা. ১৯৫০; সহীহ মুসলিম- হা. ১১৪৬)***

সেই হিসেবে আপনাকে উপদেশ দিবো যে, আপনি অবশ্যই রামাযান মাস আসার আগেই বিগত বছরের অবশিষ্ট সিয়ামগুলো কাযা করে নিবেন। তারপর রামাযানের সিয়াম শুরু করবেন। তবে যদি শরিয়ত সমর্থিত কারণ থাকায় এবারের রামাযানের আগে বিগত বছরের অবশিষ্ট সিয়ামগুলো কাযা করতে না পারেন, তাহলে আপনার জন্য এবারের রামাযান সিয়াম শুরু করতে মানা নেই। তবে এবারের রামাযানের পরেই তা আদায় করে নেওয়া আবশ্যক।

জিজ্ঞাসা (০৭) : ***অনেককেই দেখা যায় যে, গরু, ছাগল, মুরগি ইত্যাদি হালাল প্রাণীর কাঁচা মাংস খায়। আমার জিজ্ঞাসা হলো– এভাবে কাঁচা মাংস খাওয়া কি হালাল হবে?***

আব্দুল্লাহ
গোপালপুর, টাঙ্গাইল।

জবাব : গোশ্ত খাওয়া হালাল –এমন পশু বা পাখি যদি বিস্‌মিল্লা-হ বলে যবেহ করা হয়, তাহলে সেই পশু বা পাখির গোশ্ত রান্না করে অথবা কাঁচা খেতে কোনো

অসুবিধা নেই। তবে যদি ডাক্তার বলে যে, অমুক পশু বা পাখির কাঁচা গোশ্ত খেলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে, তাহলে সেই পশু বা পাখির গোশ্ত খাওয়া বৈধ নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾

"তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না।" *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৯৫)*

জিজ্ঞাসা (০৮) : হাসপাতালে রোগী দেখতে অথবা জানাযায় গিয়ে সেলফি তুলে তা ফেসবুকে পোস্ট করলে কি রিয়া হবে। আমি কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করলে, তারা বলেছেন, আমাদেরকে দেখে অনেকেই উৎসাহিত হবে, রোগী দেখতে যাবে, জানাযায় শরীক হবে।

আকরাম হোসেন
ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ।

জবাব : বর্তমানে যেসব ফিতনা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে, তা হচ্ছে ছবির ফিতনা। মানুষ বিনা কারণে হাতের মোবাইল দিয়ে মানুষ, পশু-পাখি, ঘরবাড়ি, প্রাকৃতিক দৃশ্য ইত্যাদির ছবি উঠায়। এসব ছবি সংরক্ষণ করে রাখে এবং ইন্টারনেটে ছেড়ে দেয়। অথচ মানুষ কিংবা প্রাণীর ছবি উঠাতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত তিনি বলেন : আমি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি,

مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّوْحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ.

"দুনিয়াতে যে ব্যক্তি কোনো ছবি অংকন করবে কিয়ামতের দিন তাকে সেটাতে রুহ্ প্রদান করার আদেশ দেয়া হবে। সে তাতে রুহ্ সঞ্চার করতে সক্ষম হবে না।" *(সহীহুল বুখারী- অধ্যায় : কিতাবুল লিবাস, হা. ৫৯৬৩)*

ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি,

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُوْنَ.

"কিয়ামতের দিন ছবি অঙ্কনকারীদেরকে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি প্রদান করা হবে।" *(সহীহুল বুখারী- অধ্যায় : কিতাবুল লিবাস, হা. ৫৯৫০)*

উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন :

دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَفِي الْبَيْتِ قِرَامٌ فِيْهِ صُوَرٌ فَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ ثُمَّ تَنَاوَلَ السِّتْرَ فَهَتَكَهُ وَقَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُصَوِّرُوْنَ هَذِهِ الصُّوَرَ.

"একদা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার কাছে আগমন করলেন। সে সময় বাড়ীতে একটি চাদর ছিল। তাতে ছিল বিভিন্ন রকম ছবি। কাপড়টি দেখে ক্রোধে তাঁর চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল। অতঃপর তিনি সেটিকে নিয়ে ছিঁড়ে ফেললেন। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন : অতঃপর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : যারা এ সমস্ত ছবি আঁকবে কিয়ামতের দিন তাদেরকে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে।" *(সহীহুল বুখারী- অধ্যায় : কিতাবুল আদব, হা. ৬১০৯; সহীহ মুসলিম- অধ্যায় : কিতাবুল লিবাস)*

অতএব রোগী দেখতে যাওয়ার জন্য মৌখিকভাবে অথবা লিখিতভাবে মানুষকে উৎসাহ দিবে; ছবি উঠিয়ে ফেসবুকে বা ইন্টারনেটে ছাড়া বৈধ নয়।

জিজ্ঞাসা (০৯) : জনৈক মহিলা ব্রেইন স্ট্রোকের কারণে ডাক্তারগণ তাকে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। তার রোযা রাখার হুকুম কী?

তানভির আহমেদ
গোপীবাগ, ঢাকা।

জবাব : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾

"রামাযান হচ্ছে সেই মাস, যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে, যা মানুষের জন্য হেদায়াত এবং সৎপথের সুস্পষ্ট নিদর্শন। আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্যকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাস পাবে, সে এ মাসের রোযা রাখবে। আর যে লোক অসুস্থ অথবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করে নিবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তোমাদের জন্য কঠিন কামনা করেন না।" *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৮৫)*

কোনো মানুষ যদি এমন রোগে আক্রান্ত হয়, যা থেকে সুস্থ হওয়ার কোনো আশা নেই, তাহলে তার পক্ষ হতে প্রতিদিনের বিনিময়ে একজন করে মিসকীনকে খাওয়াবে। খাদ্য দেয়ার পদ্ধতি হচ্ছে, মিসকীনকে পরিমাণমতো চাল প্রদান করা এবং সাথে মাংস ইত্যাদি তরকারি হিসেবে দেয়া উত্তম। সকালে অথবা দুপুরে বা রাতে তাকে একবার খেতে দিবে। এটা হচ্ছে এমন রোগীর ক্ষেত্রে যার সুস্থ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। প্রশ্নকারী তার প্রশ্নে যে রোগাক্রান্ত মহিলার কথা উল্লেখ করেছেন, এ ধরনের রোগে আক্রান্ত রোগীর ক্ষেত্রে আবশ্যক হচ্ছে সে প্রতিদিনের বিনিময়ে একজন মিসকীনকে খাবার প্রদান করবে।

জিজ্ঞাসা (১০) : বিনা ওজরে একটি ফর্‌য রোযা ভাঙলে একাধারে ষাটটি রোযা রাখতে হবে, এ বিষয়ে সঠিক মাসআলা জানিয়ে বাধিত করবেন।

রাজু মিয়া
মোকামতলা, বগুড়া।

জবাব : বিনা ওজরে একটি ফর্‌য রোযা ভাঙলে একাধারে ষাটটি রোযা রাখতে হবে, আপনার এই কথার মধ্যে অস্পষ্টতা রয়েছে। বিনা কারণে ফর্‌য সিয়াম ভাঙার মাধ্যমটা কি? এটা জানার প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের সমাজে একটা কথা প্রচলিত রয়েছে যে, কেউ রামাযান মাসে দিনের বেলা ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করার মাধ্যমে একটি সিয়াম ভঙ্গ করে, তাহলে তাকে একাধারে ৬০টি সিয়াম রাখতে হবে। অথচ এই কথা সঠিক নয় এবং এই কথার পক্ষে কোনো দলিলও নেই; বরং তার উপর আবশ্যক হচ্ছে তাওবাহ্ করা এবং এই একটি সিয়ামের বদলে রামাযান মাস চলে যাওয়ার পর একটি সিয়াম পালন করা। তাহলেই আল্লাহ তা'আলা এই অপরাধ ক্ষমা করে দিবেন।

তবে কোনো পুরুষ যদি রামাযানে দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাস করার মাধ্যমে তার উপর রামাযানের একটি রোযা ভঙ্গ করে, তাহলে তার ক্ষেত্রে পাঁচটি বিধান প্রজোয্য হবে– **(১)** সে গুনাহগার হবে। **(২)** দিনের বাকী অংশ তাকে পানাহার থেকে বিরত থাকতে হবে। **(৩)** তার উক্ত সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে। **(৪)** তাকে উক্ত রোযাটি কাযা আদায় করতে হবে। **(৫)** কাফ্‌ফারা আদায় করতে হবে। কাফফারা হচ্ছে একাধারে ৬০টি সিয়াম পালন করা।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে বললো,

يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلَكْتُ قَالَ مَا أهلكَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ.

হে আল্লাহর রাসূল! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি বললেন, "কিসে তোমাকে ধ্বংস করল?" সে বললো, রামাযানের রোযা রেখে আমি দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাস করে ফেলেছি। তখন নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে কাফ্‌ফারা আদায় করার আদেশ করলেন, অর্থাৎ- একাধারে ৬০টি সিয়াম রাখার আদেশ দিলেন। ***(সহীহুল বুখারী; সহীহ মুসলিম- অধ্যায় : সিয়াম, হা. ৮১/১১১১)***

তাই অধিকাংশ আলেমের মতে, শুধু সহবাস করে সিয়াম ভঙ্গ করলেই কাফফারা আবশ্যক হবে। আর পানাহার করে ভঙ্গ করলে তাওবাহ্ কাযা আবশ্যক হবে।

জিজ্ঞাসা (১১) : আমি কি রোযার শুরুতেই ত্রিশটি রোযার নিয়ত করব? নাকি প্রতিদিন সাহারীর সময় সেই দিনের রোযার নিয়ত করব। এ বিষয়ে সঠিক পদ্ধতি জানিয়ে কৃতার্থ করবেন।

আব্দুল মান্নান
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

জবাব : এ ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পদ্ধতি হচ্ছে, রামাযানের চাঁদ দেখেই পুরো মাসের সিয়াম রাখার নিয়ত করা। সেই প্রত্যেক রাতে সাহরী খাওয়ার সময় আলাদাভাবে প্রত্যেক দিন সিয়াম রাখার নিয়ত করা। এক সাথে পুরো মাস সিয়াম রাখার নিয়ত করে নিলে প্রত্যেক রাতে আলাদাভাবে নিয়ত না করলেই সিয়াম হয়ে যাবে। ***(বি. দ্র. এই প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর ২ নং প্রশ্নের উত্তরে আছে)***

জিজ্ঞাসা (১২) : কোনো অমুসলিম জনপ্রতিনিধি ইফতারির দাওয়াত দিলে সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করা যাবে কি? অথবা কোনো অমুসলিম জনপ্রতিনিধিকে ইফতার মাহফিলে আমন্ত্রণ জানান যাবে কি?

মো. আসলাম বেগ
দুবাই প্রবাসী।

জবাব : কোনো অমুসলিম যদি রামাযান মাসে মুসলিমদেরকে ইফতার করায়, তাহলে মুসলিমদের জন্য সেই ইফতার গ্রহণ করা জায়িয আছে। অনুরূপভাবে অমুসলিমগণ মুসলিমদেরকে টাকা দিলে সেই টাকা দিয়ে ইফতার ক্রয় করাও জায়িয আছে। এই ইফতার কিংবা টাকা হিবা অথবা হাদীয়া হিসেবে গণ্য হবে। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

কতিপয় কাফেরের হাদীয়া গ্রহণ করেছেন। আবূ হুমাইদ আস্ সা'ঈদী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

«غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ تَبُوْكَ وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ ﷺ بَغْلَةً بَيْضَاءَ، وَكَسَاهُ بُرْدًا.

"আমরা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে তাবুক যুদ্ধে শরীক ছিলাম। তখন আইলার বাদশাহ তাঁকে একটি সাদা খচ্চর উপহার দিয়েছিলেন এবং চাদর পরিধান করিয়েছিলেন।" ***(সহীহুল বুখারী- হা. ২৯৯০, মা. শা., হা. ৩১৬১)***

জিজ্ঞাসা (১৩) : কোনো ওয়ায়েজিনকে মাহফিল পাইয়ে দেওয়ার শর্তে ঐ ওয়ায়েজিন থেকে আর্থিক কমিশন গ্রহণ করলে তা-কি আমার জন্য হালাল হবে?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

জবাব : ইসলামে শ্রমের বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করতে কোনো নিষেধ নেই। সেই হিসেবে কোনো ইসলামী বক্তা যদি তার জন্য ওয়াজ মাহফিল সংগ্রহ করার জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করে এই শর্তে যে, মাহফিল থেকে বক্তা যত টাকা পাবেন, তার একটি অংশ প্রতিনিধিকে দেওয়া হবে, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। তবে প্রতিনিধির উচিত হবে বক্তা ও মাহফিলে অংশগ্রহণকারী শ্রোতাদের কল্যাণ কামনা করা। কিন্তু প্রতিনিধি যদি ধোঁকাবাজি করে এবং শ্রোতাদের জন্য ভালো বক্তার বদলে ধোঁকাবাজ, প্রতারক, মিথ্যুক, বিদআতী এবং জাহেল বক্তা সংগ্রহ করে দেয়, তাহলে এর বিনিময়ে অর্জিত উপার্জন হালাল হবে না। সেই সঙ্গে শ্রোতারা যদি ঐ বক্তার দ্বারা বিভ্রান্ত হয়, তাহলে প্রতিনিধি গুনাহগার হবে।

জিজ্ঞাসা (১৪) : আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন সময় ফেরেশ্তাদের তাকদির লিখতে বলেন। এ দ্বারা কি প্রমাণিত হয় ফেরেশ্তারা গায়েব জানে?

তানবীর
ঠিকানা অজ্ঞাত।

জবাব : সালাফী 'আক্বীদার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, আলামুল গাইব অর্থাৎ- অদৃশ্য জগতের বিষয়াদি সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই অবগত আছেন। তাঁর জন্য অদৃশ্য বলতে কিছুই নেই। দৃশ্য-অদৃশ্যের পার্থক্য মাখলুকের জন্য। আল্লাহ তা'আলা সমানভাবে আলিমুল গাইব এবং আলিমুশ শাহাদাহ। প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সবকিছুই তাঁর কাছে প্রকাশ্য। আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কেউ এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿هُوَ اللهُ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾

"তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত আর কোনো সত্য মা'বূদ নেই। তিনি–

﴿عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾

"অদৃশ্য-প্রকাশ্য সবকিছু সম্পর্কে অবগত।" ***(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৫৫)***

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন,

﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾

"আর তার কাছেই রয়েছে গায়েবের জ্ঞান, যা তিনি ব্যতীত কেউ জানে না।" ***(সূরা আল আন'আম : ৫৯)***

অনুরূপ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ﴾

"বলো, আল্লাহ ব্যতীত আসমান ও যমীনের কেউই গায়েব জানে না।" ***(সূরা আন্ নামল : ৬৫)***

অনুরূপ নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, গায়েবের চাবিকাঠি পাঁচটি। আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর তা কেউ জানে না। তারপর তিনি তিলাওয়াত করলেন,

﴿إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْتُ إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছেই রয়েছে কিয়ামতের জ্ঞান আর তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যা জরায়ুতে আছে। কেউ জানে না আগামীকাল সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন স্থানে তার মৃত্যু ঘটবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ব বিষয়ে অবহিত।" ***(সূরা লুক্বমা-ন : ৩৪)***

অনুরূপভাবে এতদসংক্রান্ত আরও বহু হাদীস রয়েছে, যেগুলো প্রমাণ করে যে, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গায়েব জানতেন না; যদিও তিনি সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ এবং রাসূলদের নেতা। সুতরাং তিনি ব্যতীত অন্যরা তো মোটেই জানার কথা নয়। বস্তুত রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেও এ জ্ঞানের কিছুই জানতেন না, যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা তাকে তা হতে কিছু জানাতেন।

তবে এ কথা সঠিক যে, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশ্‌তা রাসূল ও মানব রাসূলদেরকে গায়েব থেকে যা কিছু জানান, তারা জানতে পারে। আল্লাহ তা'আলা জানান বলেই জানতে পারে। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ﴾

"তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী। তিনি অদৃশ্য বিষয় কারো কাছে প্রকাশ করেন না। তবে তাঁর মনোনীত কোনো রাসূল ব্যতীত।" *(সূরা আল জিন্ : ২৬)*

ফেরেশ্‌তারা মহান আল্লাহর জানানো বিষয়গুলো জানতে পারার অর্থ এ নয় যে, তারা গায়েবের সব বিষয় জানতে পারে।

জিজ্ঞাসা (১৫) : বর্তমান সময়ে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে সফর অবস্থায় রোযা রাখা কষ্টকর হয় না। তাই মুসাফিরের রোযার হুকুম কি?

নাজমুল হুদা
পূর্বাঞ্চল, নারায়ণগঞ্জ।

জবাব : মুসাফির রোযা রাখা ও ভঙ্গ করার ব্যাপারে ইচ্ছাধীন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

"আর যে লোক অসুস্থ অথবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করে নিবে।" *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৮৫)*

সাহাবায়ে কিরাম নবী (ﷺ)-এর সাথে সফরে থাকলে কেউ রোযা রাখতেন কেউ রোযা ভাঙতেন। রোযা ভঙ্গকারী অপর রোযাদারকে দোষারোপ করতেন না, রোযাদারও রোযা ভঙ্গকারীকে দোষারোপ করতেন না। নবী (ﷺ)-ও সফর অবস্থায় রোযা রেখেছেন। আবূ দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "একদা রামাযান মাসে প্রচণ্ড গরমের সময় আমরা নবী (ﷺ)-এর সাথে সফরে ছিলাম। তখন আমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও 'আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা ছাড়া আর কেউ রোযা রাখেনি।" *(সহীহুল বুখারী; সহীহ মুসলিম- অধ্যায় : সিয়াম)*

মুসাফিরের জন্য মূলনীতি হচ্ছে, সে রোযা রাখা ও ভঙ্গ করার ব্যাপারে ইচ্ছাধীন। কিন্তু কষ্ট না হলে রোযা রাখাই উত্তম। কেননা এতে তিনটি উপকারিতা রয়েছে–

প্রথম উপকারিতা : রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অনুসরণ।

দ্বিতীয় উপকারিতা : রোযা রাখতে সহজতা। কেননা সমস্ত মানুষ যখন সবার সাথে রাখে তখন তার জন্য রোযা রাখা অনেক সহজ।

তৃতীয় উপকারিতা : নিজেকে যথাসময় ও দ্রুত যিম্মা থেকে মুক্ত করে নেয়া।

কিন্তু রোযা রাখা কষ্টকর হলে রোযা রাখবে না। এ অবস্থায় রোযা রাখা পুণ্যেরও কাজ নয়। কেননা এক সফরে নবী (ﷺ) দেখলেন জনৈক ব্যক্তির পাশে লোকজন ভিড় করছে এবং তাকে ছায়া দিচ্ছে। তিনি বললেন, এর কি হয়েছে? তারা বললো, লোকটি রোযাদার। তখন তিনি বললেন,

لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ.

"সফর অবস্থায় সিয়াম পালন করা কোনো পুণ্যের কাজ নয়।" *(সহীহুল বুখারী- হা. ১৯৪৬; সহীহ মুসলিম- অধ্যায় : সিয়াম)*

এর ভিত্তিতে আমরা বলবো, বর্তমান যুগে সাধারণত সফরে তেমন কোনো কষ্ট হয় না। তাই সিয়াম পালন করাই উত্তম।

জিজ্ঞাসা (১৬) : রোযা অবস্থায় মেসওয়াক করা ও সুগন্ধি ব্যবহার করার হুকুম কি?

নূর হোসেন
মানিকগঞ্জ, ঢাকা।

জবাব : বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে সিয়াম পালনকারীর জন্য দিনের প্রথম অংশে, শেষ অংশে সবসময় মেসওয়াক করা সুন্নাত। কেননা নবী (ﷺ) বলেন,

«اَلسِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ».

"মেসওয়াক মুখের পবিত্রতা ও প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম।" *(সহীহুল বুখারী- মুআল্লাক সনদে, অধ্যায় : সিয়াম, মা. শা., ৩/৩১)*

তিনি আরো বলেন,

«لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ».

"আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর মনে না করলে আমি প্রত্যেক নামাযের সময় তাদেরকে মেসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।" *(সহীহুল বুখারী- অধ্যায় : সিয়াম, হা. ৮৮৭; সহীহ মুসলিম- অধ্যায় : পবিত্রতা)*

অনুরূপভাবে আতর-সুগন্ধি ব্যবহার করাও রোযাদারের জন্য জায়িয। চাই তা দিনের প্রথম ভাগে হোক বা শেষ

ভাগে। চাই উক্ত সুগন্ধি বাষ্প হোক বা তৈল জাতীয় হোক। তবে বাষ্পের সুগন্ধি নাকে টেনে নেয়া জায়িয নয়। কেননা ধোঁয়ার মধ্যে বাহ্যিক ও অনুভবযোগ্য বহু অংশ থাকে যা নাক দ্বারা গ্রহণ করলে নাকের ভিতর প্রবেশ করে পেটে পৌঁছায়। এজন্য নবী (ﷺ) লাকীত ইবনু সাবুরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলেছেন,

«بَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا».

"সিয়াম অবস্থায় না থাকলে ওযূ করার সময় ভালোভাবে নাকে পানি নিবে।" *(সুনান আবূ দাঊদ- অধ্যায় : নাক ঝাড়া, হা. ২৩৬৬; জামে' আত্ তিরমিযী- অধ্যায় : পবিত্রতা)*

জিজ্ঞাসা (১৭) : ***কোনো ছেলে-মেয়ে যদি প্রেম-ভালোবাসায় জড়িয়ে মেয়ে গর্ভবতী হয়ে যায়। তারপর তাদের বিয়ে হয়। এখন সেই সন্তান কি বৈধ হবে, না-কি অবৈধ বলে গন্য হবে? এতে তাদের ও পরিবারের কি করণীয়? কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে বুঝিয়ে দেয়ার অনুরোধ রইল।***

মো. রঈসুদ্দিন (রসুল)
ঠাকুরগাঁও।

জবাব : এটা একটা বিরাট মসীবত ও ভয়াবহ পাপকাজ। দুনিয়া ও আখিরাতে এ কাজ দুর্ভাগ্যের কারণ। আমরা এ থেকে মহান আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা কামনা করছি। এখন কথা হচ্ছে– এই শ্রেণির যিনাকারী ও যিনাকারীনি যদি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়, তাহলে বিবাহ সংঘটিত হওয়ার জন্য সন্তান প্রসব পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তাদের মধ্যে বিবাহ সম্পন্ন হলেও সন্তানটি পিতার দিকে সম্বন্ধ হবে না বলে ইমাম চতুষ্টয় অভিমত দিয়েছেন। অধিকাংশ আলেমের মতে, সন্তানটিকে তার মায়ের দিকে সম্বন্ধ করা হবে। আর অবৈধ সম্পর্ক ও ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া একটি গর্হিত অপরাধ। তাই তারা উভয়ে তাওবাহ্ করবে এবং অনুতপ্ত হয়ে মহান আল্লাহর কাছে তাওবাহ্ করবে। আর ব্যভিচারের মাধ্যমে জন্ম নেওয়া সন্তানের কোনো অপরাধ নেই। তার প্রতি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব রয়েছে। তাকে অবজ্ঞা ও ঘৃণা করা যাবে না। মুসলিম সমাজে জন্মগ্রহণ করার কারণে সে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া, সামাজিক মর্যাদা পাওয়া এবং অনান্য সকল সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকার রাখে। (মহান আল্লাহই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন) ❑

সচেতনতা

০১। আপনি প্রতিনিয়ত যে খাদ্য অপচয় করছেন, সে খাদ্যেই একজন গরীব-দুঃখী, অনাহারী মানুষের অন্নকষ্ট নিবারণ হতে পারে।
আসুন! আমরা মানবিক গুণ অর্জন করি : অনাহারী মানুষের অন্নকষ্ট নিবারণ করি।

০২। পানি আল্লাহ তা'আলার এক অফুরন্ত নিয়ামাত। অযথা পানিতে ময়লা-আবর্জনা ফেলে নোংরা করা থেকে বিরত থাকি এবং পানির অপচয় রোধ করি।

০৩। বিদ্যুৎ জাতীয় সম্পদ। তাই বৈদ্যুতিক বাতি, পাখা ইত্যাদির অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার থেকে বিরত থাকি। আমাদের একটু সচেতনতা বিদ্যুৎ ঘাটতি পূরণে সহায়ক হবে।

০৪। প্রাকৃতিক গ্যাস একটি মূল্যবান সম্পদ। কিন্তু আমাদের কাছে এর মজুদ সীমিত। তাই এই সীমিত সম্পদের সঠিক ব্যবহার করি।

০৫। পরিবেশ সংরক্ষণ করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। অন্তত ভবিষৎ প্রজন্মের কথা ভেবে হলেও ময়লা, আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলে আমার চারপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখি। এটা আমার নৈতিক দায়িত্ব।

০৬। খাদ্যে ভেজাল জাতি ধ্বংসের অন্যতম হাতিয়ার, বিভিন্ন রোগের প্রধান উপসর্গও বটে। আমরা কেউই এই ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ থেকে নিরাপদ নই। খাদ্যে ভেজাল প্রদানকারীর বিরুদ্ধে গণসচেতনা গড়ে তুলি।

প্রচ্ছদ রচনা

ঐতিহাসিক খনিয়াদিঘি মসজিদ

–আহমাদ রফিক*

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের ইতিহাসে উত্তরবঙ্গ তথা বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিমবঙ্গের উত্তর অংশের বিশেষ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান বাংলাদেশের রাজশাহী বিভাগ, রংপুর বিভাগ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি বিভাগ ও মালদা বিভাগ উত্তরবঙ্গের অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশের বেশিরভাগ প্রাচীন মসজিদের অবস্থান এই অঞ্চলে। এখনো এই অঞ্চলে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমের বসবাস রয়েছে। যা থেকে ধারণা করা যায় যে, ইসলামের প্রচার-প্রসারে ভৌগোলিকভাবে এই অঞ্চল সবচেয়ে এগিয়ে। আমরা আজকে এই অঞ্চলের একটি প্রাচীন মসজিদ সম্পর্কে জানবো।

খনিয়াদিঘি মসজিদ। অবস্থান চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলায়। চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর থেকে এর দূরত্ব প্রায় ৩৬ কিলোমিটার। মসজিদের পাশেই রয়েছে বিশাল এক দিঘি। যার সঙ্গে মিলিয়ে এই মসজিদের নাম হয়েছে খনিয়াদিঘি মসজিদ। আবার স্থানীয়দের অনেকে এই মসজিদকে রাজবিবি মসজিদ ও চামচিকা মসজিদ নামেও ডাকেন।

খনিয়াদিঘি মসজিদ নির্মিত হয় ১৫০০ শতকে। তখনকার গৌড় তথা বর্তমানের উত্তরবঙ্গ সেসময় ছিল বাংলার রাজধানী। ঐতিহাসিকদের ধারণামতে, ইলিয়াসশাহী আমলে ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দে জনৈকা রাজবিবির অর্থায়নে মসজিদটি নির্মাণ করা হয়। এই মসজিদের কাছাকাছি অবস্থানে রয়েছে দারসবাড়ি মসজিদ ও ছোট সোনা মসজিদ। দারসবাড়ি মসজিদের মতো এই মসজিদটিও কালের করাঘাতে ধ্বংসপ্রায়। বহুকাল ধরে মসজিদটি ঘন জঙ্গলে ঢাকা ছিল। কিছুকাল আগে জঙ্গল কমে গেলে মসজিদটি সবার নজরে আসে। বর্তমানে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর মসজিদটিকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে।

খনিয়াদিঘি মসজিদের আয়তন দৈর্ঘ্যে ৬২ ফুট ও প্রস্থে ৪২ ফুট। মূল গম্বুজটির নিচের ইমারত বর্গাকারে তৈরি, যার প্রতিটি বাহু ২৮ ফুট দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট। খনিয়াদিঘি মসজিদে টেরাকোটার কাজের পাশাপাশি ইটের নকশাই অধিক চোখে পরে। এ এলাকার অন্য সব মসজিদের মতো এ মসজিদের পিলারের অংশে ও কার্নিশ বরাবর পাথরের ব্যবহার করা হয়েছে। মুঘল স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত এ মসজিদের মূল প্রার্থনা কক্ষটি বর্গাকৃতির। মূল কক্ষটির প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য বাহিরে ৪২ ফুট ও ভেতরে ২৮ ফুট। ৭ফুট চওড়া দেওয়ালের কারণে প্রচণ্ড গরমেও এর ভেতরে শীতল পরিবেশ বিদ্যমান থাকে। মূল কক্ষের ছাদে বিশালাকায় একটিই গম্বুজ। এই ধরনের বিশালাকায় গম্বুজের মসজিদ আমদের দেশে হাতে গোনা কয়েকটি। পূর্ব দিকে বারান্দার উপর ৩টি গম্বুজ। অর্থাৎ- বারান্দার ছোট ৩টি গম্বুজসহ এ মসজিদের মোট গম্বুজ সংখ্যা ৪টি। মূল কক্ষের সামনে একটি বারান্দা ছিল, যার দৈর্ঘ্য ৯ মিটার ও প্রস্থ ৩ মিটার। বারান্দাটির অবশিষ্ঠাংশ বর্তমানে দেখা যায়। পুরো মসজিদটি ইটের তৈরি। সামনের দিকে সুন্দর কারুকাজ করা। মসজিদের মেহরাবের উপর একটি পাথরের এপিগ্রাফ আছে, যাতে অঙ্কিত রয়েছে আল-কুরআনের বাণী। খনিয়াদিঘি মসজিদের নির্মাণশৈলীর সাথে পশ্চিমবঙ্গের মালদহের চামচিকা বা চামকাটি মসজিদের অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। এ ধরনের এক গম্বুজবিশিষ্ট মুঘল স্থাপত্যরীতিতে তৈরি আরো কিছু মসজিদের খোঁজ পাওয়া যায়। যেমন- দিনাজপুরের গোপালগঞ্জ মসজিদ, সিলেটের শঙ্করপাশা মসজিদ, পাবনার নবগ্রাম মসজিদ, পটুয়াখালীর মসজিদবাড়ি মসজিদ ও টাঙ্গাইলের আতিয়া মসজিদ।

মুসলিম বিশ্বের স্থাপত্যিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সেলজুক ও 'উসমানী শাসনামলে তুরস্কের আনাতোলিয়া অঞ্চলে জনপ্রিয় এক ধরনের মসজিদ স্থাপত্যরীতির সঙ্গে খনিয়াদিঘি মসজিদের স্থাপত্যের মিল রয়েছে। ধারণা করা হয়, তাতারীদের আক্রমণের মুখে যেসকল তুর্কি ও সেলজুক কারিগর ভারতবর্ষে পাড়ি জমিয়েছিলেন, তাদের মাধ্যমেই এ ধরনের স্থাপত্যরীতি বাংলায় এসে পৌঁছায়।

মসজিদ শুধু মুসলিমদের সালাত পড়ার স্থান নয়; বরং মসজিদ হলো ইসলামী সমাজব্যবস্থার মূল কেন্দ্রবিন্দু। ইসলামী সমাজের প্রতিটি কর্মকাণ্ড মসজিদকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হয়। সমাজে মসজিদের গৌরবজনক সেই ভূমিকা ফিরিয়ে আনা আমাদের প্রধান কর্তব্য। পাশাপাশি ঐতিহাসিক ও প্রাচীন মসজিদগুলো সংরক্ষণের দিকেও আমাদের নজর দিতে হবে। মসজিদ আমাদের মুসলিম জাতিসত্তার শেকড়। তাই আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে কিভাবে আরো বেশি মসজিদমুখী করে গড়ে তোলা যায়, সেই বিষয়ে ভাবতে হবে। আমাদের সমাজে এখন অনেক মসজিদ নির্মাণ হচ্ছে। এটা অবশ্যই ভালো দিক। কিন্তু নতুন নতুন মসজিদ নির্মাণ ও প্রাচীন মসজিদগুলো সংরক্ষণের পাশাপাশি ভবিষ্যত প্রজন্মের সামনে মসজিদগুলোর পরিচয় সুন্দরভাবে তুলে ধরা এখন সময়ের দাবি। ❑

* *অধ্যয়নরত, মাদরাসা দারুস সুন্নাহ, ঢাকা।*

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত
রামাযান-১৪৪৪ হি./২০২৩ ইং সালের
সাহারী ও ইফতারের সময়সূচী
(ঢাকার জন্য প্রযোজ্য)

তারিখ		বার	সাহারীর শেষ সময়	ইফতারের সময়
রামাযান	মার্চ-এপ্রিল			
০১	২৪ মার্চ	শুক্রবার	০৪ : ৪৩	০৬ : ১১
০২	২৫ মার্চ	শনিবার	০৪ : ৪২	০৬ : ১১
০৩	২৬ মার্চ	রবিবার	০৪ : ৪১	০৬ : ১২
০৪	২৭ মার্চ	সোমবার	০৪ : ৪০	০৬ : ১৩
০৫	২৮ মার্চ	মঙ্গলবার	০৪ : ৩৯	০৬ : ১৩
০৬	২৯ মার্চ	বুধবার	০৪ : ৩৮	০৬ : ১৩
০৭	৩০ মার্চ	বৃহস্পতিবার	০৪ : ৩৭	০৬ : ১৪
০৮	৩১ মার্চ	শুক্রবার	০৪ : ৩৬	০৬ : ১৪
০৯	০১ এপ্রিল	শনিবার	০৪ : ৩৪	০৬ : ১৪
১০	০২ এপ্রিল	রবিবার	০৪ : ৩৩	০৬ : ১৫
১১	০৩ এপ্রিল	সোমবার	০৪ : ৩২	০৬ : ১৫
১২	০৪ এপ্রিল	মঙ্গলবার	০৪ : ৩১	০৬ : ১৬
১৩	০৫ এপ্রিল	বুধবার	০৪ : ৩০	০৬ : ১৬
১৪	০৬ এপ্রিল	বৃহস্পতিবার	০৪ : ২৯	০৬ : ১৭
১৫	০৭ এপ্রিল	শুক্রবার	০৪ : ২৮	০৬ : ১৭
১৬	০৮ এপ্রিল	শনিবার	০৪ : ২৭	০৬ : ১৮
১৭	০৯ এপ্রিল	রবিবার	০৪ : ২৬	০৬ : ১৮
১৮	১০ এপ্রিল	সোমবার	০৪ : ২৫	০৬ : ১৯
১৯	১১ এপ্রিল	মঙ্গলবার	০৪ : ২৪	০৬ : ১৯
২০	১২ এপ্রিল	বুধবার	০৪ : ২৩	০৬ : ১৯
২১	১৩ এপ্রিল	বৃহস্পতিবার	০৪ : ২২	০৬ : ২০
২২	১৪ এপ্রিল	শুক্রবার	০৪ : ২০	০৬ : ২০
২৩	১৫ এপ্রিল	শনিবার	০৪ : ১৯	০৬ : ২০
২৪	১৬ এপ্রিল	রবিবার	০৪ : ১৮	০৬ : ২১
২৫	১৭ এপ্রিল	সোমবার	০৪ : ১৭	০৬ : ২১
২৬	১৮ এপ্রিল	মঙ্গলবার	০৪ : ১৬	০৬ : ২২
২৭	১৯ এপ্রিল	বুধবার	০৪ : ১৫	০৬ : ২২
২৮	২০ এপ্রিল	বৃহস্পতিবার	০৪ : ১৪	০৬ : ২২
২৯	২১ এপ্রিল	শুক্রবার	০৪ : ১৩	০৬ : ২৩
৩০	২২ এপ্রিল	শনিবার	০৪ : ১২	০৬ : ২৩

{আল কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ও ইসলামিক ফাইন্ডার (ইউনিভার্সিটি অব ইসলামিক সাইন্স, করাচী) এর সময় সমন্বয়ে প্রস্তুতকৃত}

ঢাকার সাথে অন্যান্য জেলার সাহারীর শেষ ও ইফতারের সময়ের পার্থক্য

ঢাকার পূর্বে (−) ও ঢাকার পরে (+)

ক্র.	জেলা	সাহারীর শেষ সময়ের পার্থক্য	ইফতারের পার্থক্য	ক্র.	জেলা	সাহারীর শেষ সময়ের পার্থক্য	ইফতারের পার্থক্য
০১	ঢাকা	০০ মি. ০০ সে.	০০ মি. ০০ সে.	৩৩	খুলনা	(+) ০৩ মি. ৪২ সে.	(+) ০৩ মি. ১২ সে.
০২	মুন্সীগঞ্জ	(−) ০০ মি. ৩৬ সে.	(−) ০০ মি. ৪২ সে.	৩৪	সাতক্ষীরা	(+) ০৫ মি. ৩৬ সে.	(+) ০৫ মি. ০০ সে.
০৩	গাজীপুর	(−) ০০ মি. ১২ সে.	(−) ০০ মি. ০৬ সে.	৩৫	বাগেরহাট	(+) ০২ মি. ৪২ সে.	(+) ০২ মি. ১২ সে.
০৪	মানিকগঞ্জ	(+) ০১ মি. ৩৬ সে.	(+) ০১ মি. ৩০ সে.	৩৬	যশোর	(+) ০৫ মি. ০৬ সে.	(+) ০৪ মি. ৪৮ সে.
০৫	নরসিংদী	(−) ০১ মি. ১৮ সে.	(−) ০১ মি. ১৮ সে.	৩৭	নড়াইল	(+) ০৩ মি. ৪২ সে.	(+) ০৩ মি. ২৪ সে.
০৬	নারায়ণগঞ্জ	(−) ০০ মি. ২৪ সে.	(−) ০০ মি. ৩০ সে.	৩৮	মাগুরা	(+) ০৩ মি. ৫৪ সে.	(+) ০৩ মি. ৪৮ সে.
০৭	ময়মনসিংহ	(−) ০০ মি. ২৪ সে.	(+) ০০ মি. ০০ সে.	৩৯	ঝিনাইদহ	(+) ০৪ মি. ৫৪ সে.	(+) ০৪ মি. ৪৮ সে.
০৮	কিশোরগঞ্জ	(−) ০১ মি. ৪৮ সে.	(−) ০১ মি. ৩০ সে.	৪০	কুষ্টিয়া	(+) ০৫ মি. ০০ সে.	(+) ০৫ মি. ০০ সে.
০৯	শেরপুর	(+) ০১ মি. ০০ সে.	(+) ০১ মি. ৩৬ সে.	৪১	মেহেরপুর	(+) ০৭ মি. ০৬ সে.	(+) ০৭ মি. ০৬ সে.
১০	জামালপুর	(+) ০১ মি. ৩০ সে.	(+) ০২ মি. ০০ সে.	৪২	চুয়াডাঙ্গা	(+) ০৬ মি. ০৬ সে.	(+) ০৬ মি. ০৬ সে.
১১	নেত্রকোনা	(−) ০১ মি. ৪২ সে.	(−) ০১ মি. ১২ সে.	৪৩	বরিশাল	(+) ০০ মি. ২৪ সে.	(−) ০০ মি. ০৬ সে.
১২	টাঙ্গাইল	(+) ০১ মি. ৪৮ সে.	(+) ০২ মি. ০০ সে.	৪৪	ঝালকাঠি	(+) ০১ মি. ১২ সে.	(+) ০০ মি. ৩৬ সে.
১৩	ফরিদপুর	(+) ০২ মি. ১২ সে.	(+) ০২ মি. ০৬ সে.	৪৫	পিরোজপুর	(+) ০১ মি. ৫৪ সে.	(+) ০১ মি. ৩০ সে.
১৪	মাদারীপুর	(+) ০১ মি. ০৬ সে.	(+) ০০ মি. ৪২ সে.	৪৬	পটোয়াখালী	(−) ০০ মি. ১৮ সে.	(−) ০০ মি. ১২ সে.
১৫	শরীয়তপুর	(+) ০০ মি. ১৮ সে.	(−) ০০ মি. ০০ সে.	৪৭	বরগুনা	(+) ০১ মি. ৩০ সে.	(+) ০০ মি. ৪২ সে.
১৬	গোপালগঞ্জ	(+) ০২ মি. ৩০ সে.	(+) ০২ মি. ০৬ সে.	৪৮	ভোলা	(−) ০০ মি. ৪২ সে.	(−) ০১ মি. ১২ সে.
১৭	রাজবাড়ী	(+) ০৪ মি. ১২ সে.	(+) ০৪ মি. ১২ সে.	৪৯	রাজশাহী	(+) ০৬ মি. ৩৬ সে.	(+) ০৬ মি. ৪৮ সে.
১৮	চট্টগ্রাম	(−) ০৫ মি. ১৮ সে.	(−) ০৬ মি. ০০ সে.	৫০	নাটোর	(+) ০৫ মি. ২৪ সে.	(+) ০৫ মি. ৪২ সে.
১৯	রাঙ্গামাটি	(−) ০৬ মি. ৫৪ সে.	(−) ০৭ মি. ৩০ সে.	৫১	নওগাঁ	(+) ০৫ মি. ৩০ সে.	(+) ০৬ মি. ০০ সে.
২০	খাগরাছড়ি	(−) ০৬ মি. ২৪ সে.	(−) ০৬ মি. ৪৮ সে.	৫২	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	(+) ০৮ মি. ১৮ সে.	(+) ০৮ মি. ৩৬ সে.
২১	বান্দরবন	(−) ০৬ মি. ৪৮ সে.	(−) ০৭ মি. ৩৬ সে.	৫৩	বগুড়া	(+) ০৩ মি. ৪২ সে.	(+) ০৪ মি. ১৮ সে.
২২	কক্সবাজার	(−) ০৫ মি. ৩০ সে.	(−) ০৬ মি. ৩৬ সে.	৫৪	জয়পুরহাট	(+) ০৫ মি. ০০ সে.	(+) ০৫ মি. ৩৬ সে.
২৩	নোয়াখালী	(−) ০২ মি. ৩৬ সে.	(−) ০৩ মি. ০০ সে.	৫৫	পাবনা	(+) ০৪ মি. ৩৬ সে.	(+) ০৪ মি. ৪২ সে.
২৪	ফেনী	(−) ০৩ মি. ৫৪ সে.	(−) ০৪ মি. ১৮ সে.	৫৬	সিরাজগঞ্জ	(+) ০২ মি. ২৪ সে.	(+) ০২ মি. ৪২ সে.
২৫	লক্ষ্মীপুর	(−) ০১ মি. ৩৬ সে.	(−) ০২ মি. ০০ সে.	৫৭	দিনাজপুর	(+) ০৬ মি. ১৮ সে.	(+) ০৭ মি. ০৬ সে.
২৬	কুমিল্লা	(−) ০৩ মি. ০৬ সে.	(−) ০৩ মি. ১২ সে.	৫৮	পঞ্চগড়	(+) ০৬ মি. ৩০ সে.	(+) ০৭ মি. ৪২ সে.
২৭	চাঁদপুর	(−) ০১ মি. ০৬ সে.	(−) ০১ মি. ১৮ সে.	৫৯	ঠাকুরগাঁও	(+) ০৬ মি. ০০ সে.	(+) ০৮ মি. ২৪ সে.
২৮	বি. বাড়িয়া	(−) ০৩ মি. ০০ সে.	(−) ০২ মি. ৫৪ সে.	৬০	রংপুর	(+) ০৪ মি. ০৬ সে.	(+) ০৪ মি. ৫৪ সে.
২৯	সিলেট	(−) ০৬ মি. ১৮ সে.	(−) ০৫ মি. ৪৮ সে.	৬১	গাইবান্ধা	(+) ০২ মি. ৪৮ সে.	(+) ০৩ মি. ৩০ সে.
৩০	সুনামগঞ্জ	(−) ০৪ মি. ১৮ সে.	(−) ০৩ মি. ৪২ সে.	৬২	লালমনিরহাট	(+) ০৩ মি. ১২ সে.	(+) ০৪ মি. ১২ সে.
৩১	মৌলভীবাজার	(−) ০৬ মি. ১৮ সে.	(−) ০৫ মি. ৩০ সে.	৬৩	নীলফামারী	(+) ০৫ মি. ৩০ সে.	(+) ০৬ মি. ৩০ সে.
৩২	হবিগঞ্জ	(−) ০৪ মি. ০৬ সে.	(−) ০৩ মি. ৫৪ সে.	৬৪	কুড়িগ্রাম	(+) ০২ মি. ২৪ সে.	(+) ০৩ মি. ১৮ সে.

সূত্র : বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে সংগৃহীত ২৩ মার্চ-২০২৩ ইং তারিখের সময়ের পার্থক্য অনুযায়ী

রামাযানুল মুবারক

১৪৪৪ হিজরী

২০২৩ ঈসায়ী

আমাদের আহ্বান

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ!

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোন!

আলহামদুলিল্লাহ! অবারিত কল্যাণের বার্তা নিয়ে আবারো এলো, তাক্বওয়া অর্জনের মাস রামাযানুল মুবারক। 'আমলে সালেহ্ তথা পুণ্য লাভের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে স্বীয় 'আমলনামা সমৃদ্ধ করার অফুরন্ত সুযোগ রয়েছে এ মাসে। 'ইবাদত-বন্দেগী ও দান-সাদাক্বার প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন এবং আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রেও এ মাসের গুরুত্ব অপরিসীম। আসুন, আমরাও তাক্বওয়া অর্জনের এ প্রতিযোগিতায় শামিল হই।

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোন!

এ দেশের আহলে হাদীস তথা কুরআন ও সহীহ হাদীসের একনিষ্ঠ অনুসারীদের তাওহীদী সংগঠন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস। বিগত প্রায় আট দশকব্যাপী এ সংগঠনটি কুরআন-সুন্নাহ'র দা'ওয়াহ্ ও তাবলীগের পাশাপাশি দীনী প্রতিষ্ঠান পরিচালনাসহ আর্তমানবতার সেবায় নিরন্তর কাজ করে আসছে এবং এ কাজে উত্তরোত্তর গতি সঞ্চারিত হচ্ছে।

সম্প্রতি ঢাকার অদূরে বাইপাইল, আশুলিয়ায় জমঈয়তের নিজস্ব জায়গায় প্রতিষ্ঠিত **কেন্দ্রীয় ইয়াতীমখানার** বহুতল ভবনের দ্বিতীয় তলার কাজ সম্পন্ন হয়ে তৃতীয় তলার কাজ শুরু হয়েছে আল-হামদুলিল্লাহ। **আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কুরাইশী (রাহিমাহুল্লা-হ) মডেল মাদরাসা'র** শিক্ষার মান ও ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় আরোও একটি ভবন নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে সেইসাথে মডেল মাদরাসার বালিকা শাখা ইতোমধ্যে চালু করা হয়েছে। **ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ইউনিভার্সিটি অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজি**-র ভবনের কাজও সম্পন্ন হয়েছে এবং অতি শীঘ্রই শিক্ষা কার্যক্রম চালু হবে বলে আমরা আশাবাদী- ইনশা-আল্লাহ। এছাড়া বাইপাইলে একটি বিশ্বমানের উচ্চতর ক্বাওমী মাদরাসা প্রতিষ্ঠারও পরিকল্পনা রয়েছে। যাত্রাবাড়ী-ঢাকায় অবস্থিত বহুতল বিশিষ্ট জমঈয়ত ভবনের ৮ম তলার কাজও চলমান। ৯৮ নবাবপুর রোড, ঢাকায় 'জমঈয়ত টাওয়ার' নির্মাণের কাজ প্রক্রিয়াধীন এবং ভাওরাইদ-গাজীপুরে নওমুসলিম প্রকল্পের অধিবাসীদের কল্যাণার্থে আলহাজ্জ এ কে এম রহমত উল্লাহ এম.পি মহোদয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় সাহায্য ও সহযোগিত অব্যাহত রয়েছে। এ সংগঠনের মুখপত্র **'সাপ্তাহিক আরাফাত'** ও **'মাসিক তর্জুমানুল হাদীস'** সমৃদ্ধ কলেবরে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে এবং জমঈয়ত পরিচালিত **'বাংলাদেশ আহলে হাদীস তা'লীমী বোর্ড ঢাকা'**-এর কার্যক্রমও যথাযথ এগিয়ে চলেছে। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও রামাযানকে ঘিরে দেশব্যাপী দাওয়াহ-তাবলীগী এবং সাংগঠনিক কর্মসূচী বাস্তবায়নে প্রস্তুতি গ্রহন করা হয়েছে।

এ সকল বহুমুখী কার্যক্রম ফলপ্রসূ হচ্ছে প্রথমত: আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানী, অতঃপর আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতায়। আর তা অব্যাহত রাখতে এবারও আপনারা এগিয়ে আসবেন, সম্প্রসারিত করবেন আপনাদের দানের হাত– এটাই আমাদের প্রত্যাশা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের সৎ 'আমলসমূহ কবূল করুন আমীন।

আপনার আর্থিক সহযোগিতা প্রেরণ করুন-		
"বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস" সঞ্চয়ী হিসাব নং ২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০ ইসলামী ব্যাংক, নবাবপুর রোড শাখা।	বিকাশ পার্সোনাল: ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫	আর্থিক সহযোগিতা প্রেরণ করে নিশ্চিত হোন ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫ ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০১

আরফাওয়ার

অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক
সভাপতি

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
সেক্রেটারী জেনারেল

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

কেন্দ্রীয় কার্যালয়: জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা -১২০৪ ☎ +৮৮ ০২-২২৩৩৪২৪৩৪ ☎ +৮৮ ০১৯৩৩-৩৫৫৯০১
jamiyat1946.bd@gmail.com www.jamiyat.org.bd /BangladeshJamiyatAhlAlHadith Bangladesh Jamiyat Ahl-al-Hadith

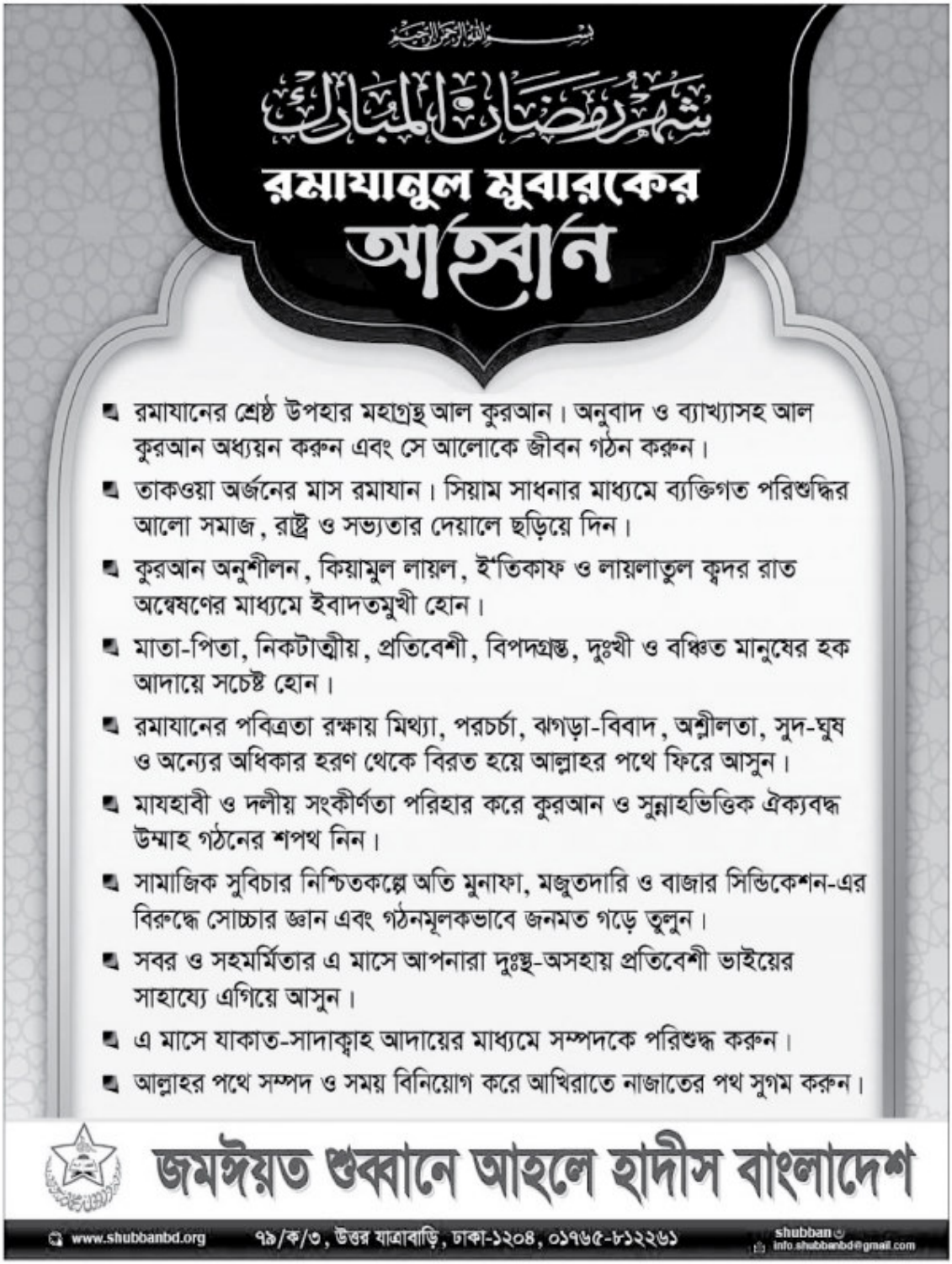
بسم الله الرحمن الرحيم
شهر رمضان المبارك
রমাযানুল মুবারকের
আহ্বান
রমাযানের শ্রেষ্ঠ উপহার মহাগ্রন্থ আল কুরআন। অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ আল কুরআন অধ্যয়ন করুন এবং সে আলোকে জীবন গঠন করুন।
তাকওয়া অর্জনের মাস রমাযান। সিয়াম সাধনার মাধ্যমে ব্যক্তিগত পরিশুদ্ধির আলো সমাজ, রাষ্ট্র ও সভ্যতার দেয়ালে ছড়িয়ে দিন।
কুরআন অনুশীলন, কিয়ামুল লায়ল, ই'তিকাফ ও লায়লাতুল ক্বদর রাত অন্বেষণের মাধ্যমে ইবাদতমুখী হোন।
মাতা-পিতা, নিকটাত্মীয়, প্রতিবেশী, বিপদগ্রস্ত, দুঃখী ও বঞ্চিত মানুষের হক আদায়ে সচেষ্ট হোন।
রমাযানের পবিত্রতা রক্ষায় মিথ্যা, পরচর্চা, ঝগড়া-বিবাদ, অশ্লীলতা, সুদ-ঘুষ ও অন্যের অধিকার হরণ থেকে বিরত হয়ে আল্লাহর পথে ফিরে আসুন।
মাযহাবী ও দলীয় সংকীর্ণতা পরিহার করে কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক ঐক্যবদ্ধ উম্মাহ গঠনের শপথ নিন।
সামাজিক সুবিচার নিশ্চিতকল্পে অতি মুনাফা, মজুতদারি ও বাজার সিন্ডিকেশন-এর বিরুদ্ধে সোচ্চার জ্ঞান এবং গঠনমূলকভাবে জনমত গড়ে তুলুন।
সবর ও সহমর্মিতার এ মাসে আপনারা দুঃস্থ-অসহায় প্রতিবেশী ভাইয়ের সাহায্যে এগিয়ে আসুন।
এ মাসে যাকাত-সাদাক্বাহ আদায়ের মাধ্যমে সম্পদকে পরিশুদ্ধ করুন।
আল্লাহর পথে সম্পদ ও সময় বিনিয়োগ করে আখিরাতে নাজাতের পথ সুগম করুন।
জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ
www.shubbanbd.org
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪, ০১৭৬৫-৮১২২৬১
shubban
info.shubbanbd@gmail.com